।। শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী ।।

(মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, গুহ্য তান্ত্রিক
পূজাবিধি ও দার্শনিক ভূমিকা সম্বলিত।)

শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব (গিরি)

নবভারত পাবলিশার্স

৭২ডি, মহাত্মা গান্ধী রোড, কোলকাতা-৭০০ ০০৯

সূচীপত্র

ভূমিকা

সর্বেষাঞ্চৈব বর্ণনাং বিদ্যানাঞ্চ যশস্বিনী।
ইয়ং যোনিঃ সমাখ্যাতা সর্ব্বতন্ত্রেষু সর্ব্বদা।।
(রুদ্রচণ্ডী ১/৪৬)

—এই রুদ্রচণ্ডী সমস্ত বিদ্যার এবং সমস্ত বর্ণের মধ্যে যশস্বিনী। তাই এই রুদ্রচণ্ডী সর্বতন্ত্রের মধ্যে 'যোনি' রূপে সমাখ্যাতা।।

'রুদ্রচণ্ডী' তন্ত্রের যোনি। এটি অতি গোপনীয় এবং মহাশক্তির আধার। সমগ্র তন্ত্রশাস্ত্র প্রতিপাদিত শক্তিতত্ত্বের মূল নির্য্যাসটি এই গ্রন্থে আছে বলে একে 'তন্ত্রের যোনি' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শক্তিতত্ত্বের মূল সিদ্ধান্ত শক্তি আছে এবং এই শক্তি সর্বজনের অনুভবনীয়। ব্রহ্মতত্ত্ব বা ঈশ্বরতত্ত্ব প্রাকৃত সাধারণের অনুভববেদ্য নয়, যুক্তিবাক্যের দ্বারা স্থাপন করতে হয়— সূক্ষ্মতর যুক্তিবাক্যের দ্বারা আবার তা খণ্ডিত ও হতে পারে। শক্তিতত্ত্ব সেরকম নয়—তা অখণ্ডনীয়। শক্তি নেই বলবার সামর্থ্য কারো নেই। শক্তিকে অস্বীকার করতেও শক্তির প্রয়োজন। শক্তিতত্ত্বকে খণ্ডন করতে বুদ্ধিশক্তি, বিচারশক্তি বা বাক্‌শক্তির প্রয়োজন হয়। ভগবান্ আছেন তাতে আপত্তি হতে পারে কিন্তু শক্তি আছে তাতে আপত্তি করা যায় না। সুতরাং শক্তিতত্ত্ব খণ্ডন করতে যার আশ্রয় নিচ্ছি তাও শক্তি। অতএব শক্তির অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য। একেকটি বস্তুর শক্তির একেকটি প্রকাশ—'যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা'। রুদ্রচণ্ডীতে ব্রহ্মা যোগনিদ্রারূপিণী দেবীকে স্তব করতে গিয়ে বলছেন ঃ

অতুলাং যোগনিদ্রাখ্যাং ভক্তাভীষ্টাং সুরাত্মিকাম্।
স্বাহা-স্বধা-বষড়্‌রূপাং শুভাং পীযূষবাদিনীম্।।
অক্ষরাং বীজরূপাঞ্চ পালয়িত্রীং বিনাশিনীম্।
ত্রিধামাত্রাত্মিকাস্থাঞ্চ অনুচ্চার্য্যাং মহেশ্বরীম্।।
মহেশ্বরীং মহামায়াং মাতরং সর্ব্বমাতরম্।
অর্দ্ধমাত্রাঞ্চ সাবিত্রীং মহাবিদ্যাং বিনোদিনীম্।।
(—রুদ্রচণ্ডী ১/২০-২২)

— হে দেবি, তুমি নিরুপমা, মহামায়া, যোগনিদ্রারূপা, ভক্তজনের মনোবাঞ্ছাপূরণ কারিণী, দেবশক্তিময়ী, স্বাহা-স্বধা-বষট্‌রূপা, কল্যানী, অমৃতময়ী, পরিনামহীনা, সর্বশ্রিয়রূপা, পালয়িত্রী, লয়রূপা, প্রণবরূপা, অনুচ্চারনীয়া, ভগবতী, মহেশ্বরী, মহামায়া, জগজ্জননীরূপা, নির্গুণা, গায়ত্রীমন্ত্ররূপা, মহাবিদ্যা এবং মহাদেব মনোরমা।—অতএব দেবী মহাশক্তি সর্বভূতে শক্তিরূপে বিরাজিতা। নিখিল বিশ্বে একটিমাত্র শক্তিই আছে। শক্তির বহুত্ব নেই, প্রকাশের বহুত্ব আছে। শক্তি জড় নয়, তা চৈতন্যবতী —'চেতনেত্যভিধীয়তে'। এটি অনুমিতি নয়, অনুভূতি। গবেষনালব্ধ নয়, তপস্যালব্ধ। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ বলছেন 'পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে, স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল ক্রিয়া চ'—ব্রহ্মের স্বাভাবিক শক্তি শ্রুতি কথিত; তা জ্ঞান, বল ও ক্রিয়া। বিশ্বসৃষ্টি শুধু জ্ঞানের দ্বারা সম্ভব নয়। সৃজনকার্য্যে জ্ঞানের সঙ্গে চাই ক্রিয়া। আর জ্ঞান ও ক্রিয়াকে সংযুক্ত রেখেছে বল। 'অস্য' অর্থে ব্যাকরণগতভাবে প্রতীয়মান লক্ষণে ব্রহ্মের শক্তি অর্থাৎ ব্রহ্ম ও শক্তি ভিন্ন এবং শক্তি অধীনতত্ত্ব—এরূপ বোঝালেও ; 'রাহোঃ শিরঃ' বলতে যেমন রাহু শির থেকে অভিন্ন বোঝায় তেমনি ষষ্ঠী বিভক্ত্যন্ত 'অস্য' শব্দে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ বোঝায়। অতএব শক্তিই ব্রহ্ম। এই শক্তি চিদচিদুভয়াত্মক। চনকসদৃশ উভয়ব্যাপ্ত। চনক অর্থে ছোলা। ছোলার যেমন দুটি দানা আছে, তেমনি শক্তি-ব্রহ্ম—জড় ও চেতন উভয়কে ব্যাপ্ত করে আছেন। শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতা উত্তর ভাগ পঞ্চম অধ্যায়ে আছে—

শক্তিঃ সাক্ষান্ মহাদেবী মহাদেবঃ শক্তিমান্।
তয়োর্বিভূতিলেশো বৈ সর্বমেতচ্চরাচরম্।।
বস্তু কিঞ্চিদচিদ্রূপং কিঞ্চিদ্বস্তু চিদাত্মকম্।
দ্বয়ং শুদ্ধমশুদ্ধঞ্চ পরঞ্চাপরমেব চ।।
যৎ সংসরতি চিচ্চক্রমচিচ্চক্রসমন্বিতম্।
অপরঞ্চ পরঞ্চৈব দ্বয়ং চিদচিদাত্মকম্।
শিবস্য চ শিবায়াশ্চ স্বাত্ম্যঞ্চৈব স্বভাবতঃ।
যথা শিবস্তথা দেবী যথা দেবী তথা শিবঃ।
নানয়োরন্তরং বিদ্যাচ্চন্দ্রচন্দ্রিকয়োরিব।।

—মহাদেবী সাক্ষাৎ শক্তি, মহাদব হলেন শক্তিমান। তাঁদের বিভূতি লেশ থেকেই এই সকল চরাচর জগৎ। কিন্তু কোন বস্তু অচিৎ (জড়) স্বরূপ, কোন বস্তু বা চিৎ (জ্ঞান) স্বরূপই—উভয়ই শুদ্ধ ও অশুদ্ধ, পর বা অপর সংজ্ঞায় কথিত। অচিচ্চক্র (জড় সমূহ) সমন্বিত হয়ে চিচ্চক্র (জ্ঞান সমষ্টি) চলার নামই সংসার। পর বা অপর বা চিদচিৎস্বরূপ উভয়ই নিত্যমিলিত এবং শিব ও শিবা উভয়ের একাত্মভাব। যেমন শিব, তেমনই দেবী, যেমন দেবী তেমনই শিব, এই উভয়ের মধ্যে কোন ভেদ নেই। যেমন-চন্দ্র ও জ্যোৎস্নার মধ্যে তাদাত্ম্য সেইরকম।

কল্হনের রাজতরঙ্গিনীতে, অংশুমদ্ভেদাগমে, উত্তরকারিকাগমে ও সুপ্রভেদাগমে এই তাদাত্ম্য স্বীকৃত। অতএব ব্রহ্ম ও শক্তি, শিব ও শিবা অভেদ। মহামায়া অপরিনামিনী নিত্যা। তাঁর একাংশ পরিনামশীল হলেও সমগ্র রূপ গ্রহণ করলে অপরিনামিত্ব অব্যাহত থাকে। ব্রহ্মের একটি নাম 'সত্যম্'। এই সত্য শব্দটি ছান্দোগ্য উপনিষদে বিবৃত হয়েছে দু ভাবে—সত্যম্ আর সতীয়ম্। একই অর্থে প্রকাশিত অর্থাৎ যিনি সত্য তিনিই সতী। সত্যই ব্রহ্ম, তিনিই সতী বা মহাশক্তি। ছান্দোগ্য প্রমান—

অথ য এষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেনাভিনিষ্পদ্যত এষ আত্মেতি হোবাচৈতদমৃতমভয়মেতদ্ ব্রহ্মেতি তস্য হ বা এতস্য ব্রহ্মণো নাম সত্যমিতি।। তানি হ বা এতানি ত্রীণ্যক্ষরাণি সতীয়মিতি তদ্ যৎ সৎ তদমৃতমথ যত্তি তন্মর্ত্যমথ যদ্ যং তেনোভে যচ্ছতি যদনেনোভে যচ্ছতি তস্মাদ্ যমহরহর্বা এবংবিৎ স্বর্গং লোকমেতি।। (—ছান্দোগ্য, ৮/৩/৪-৫)

চণ্ডী নামেও এই তত্ত্বের সমর্থন মেলে। চণ্ড শব্দের উত্তর স্ত্রীলিঙ্গে ঈপ্ প্রত্যয় করে চণ্ডী শব্দ নিষ্পন্ন হয়। চণ্ড শব্দের অর্থ দেশকালাদির দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরব্রহ্ম। অর্থাৎ চণ্ডী অর্থে পরব্রহ্মমহিষী বা ব্রহ্মশক্তি। ব্রহ্মধর্ম ও ধর্মিব্রহ্ম স্বরূপতঃ এক। এই ধর্ম পূর্বমীমাংসাশাস্ত্রোক্ত চোদনা - লক্ষণ জড়ধর্ম নয়। পরন্তু তা ব্রহ্মধর্ম বা চিৎশক্তি। এই শক্তি পারমার্থিকী ও ত্রিকালবাধিতা।

রুদ্রচণ্ডীর প্রতিটি অক্ষরে এই পরমা শক্তির লীলাবিলাস। রুদ্রযামল তন্ত্রের পুষ্পিকাকল্পে তুর্যখণ্ডে 'রুদ্রচণ্ডী' আছেন। প্রথমাবচ্ছেদঃ, মধ্যমাবচ্ছেদঃ, উত্তমাবচ্ছেদঃ এবং তুরীয়াবচ্ছেদঃ —এই চারটি অধ্যায়ে পূর্ণাঙ্গ রুদ্রচণ্ডী বিধৃত। প্রথমাবচ্ছেদে আছে সপ্তশতী চণ্ডীর আখ্যান অর্থাৎ মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর সুরথ-সমাধির আখ্যানাংশ। মধু-কৈটভ বধ, বধান্তে ব্রহ্মার স্তুতি, মহিষাসুর বধ এবং শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ, বধান্তে দেবগণের স্তুতি। মধ্যমাবচ্ছেদে আছে পূর্ণাঙ্গ সাধন রহস্য। তারপর আছে রুদ্রদেব কর্তৃক দেবীর স্তুতি। উত্তমাবচ্ছেদ ফল-রহস্যের আলোচনায় মগ্ন। রুদ্রচণ্ডী পাঠের ফল কি কি হতে পারে তা বিস্তারিত আছে। সেইসঙ্গে দুটি অনবদ্য স্তব এতে স্থান পেয়েছে। দুটি স্তবেই রুদ্রচণ্ডীর স্বরূপ মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে। এর পর তুরীয়াবচ্ছেদ। এটি মূলতঃ রুদ্রচণ্ডীর মাহাত্ম্য সূচক অবচ্ছেদ। অবশ্য এখানেই দেবী কর্তৃক যোগিনী সেনা নিয়ে প্রলম্বাসুর বধের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। প্রলম্বাসুর বধের পর দিব্যনায়িকাগণ কর্তৃক দেবীর স্তব আছে। সবশেষে আছে পাঠ-মাহাত্ম্য। সমগ্র রুদ্রচণ্ডীতে দেবীর মোট ছটি স্তব আছে। অধিকাংশ স্তবগুলিতে সপ্তশতী চণ্ডীর স্তবের অনুরনন শোনা যায়। অবশ্য ভাব ও ভাষার দিক থেকে এগুলির স্বাতন্ত্র্যও অস্বীকার করা যায় না।

রুদ্রচণ্ডী ১রূপ পাঠে সুখ, ৩ রূপ পাঠে সমস্ত উপসর্গ মুক্তি, ৫রূপ পাঠে গ্রহদোষ নাশ, ৭রূপ পাঠে মহাভয় দূর, ৯ রূপ পাঠে সর্বশান্তি, ১৪ রূপ পাঠে সর্বসুখে সুখী, ১৬ রূপ পাঠে ধনী, ১৭ রূপ পাঠে কামনা অনুযায়ী ফললাভ, ১৮ রূপ পাঠে সর্বকল্যান, ২০ রূপ পাঠে মনোরমা স্ত্রীলাভ এবং অঋণী, ২৫ রূপ পাঠে স্বর্ণলাভ হয়।

সোমবার পাঠে সহস্রগুণ, মঙ্গলবার পাঠে শতগুণ, বুধবারে লক্ষগুণ, বৃহস্পতিবারে দুলক্ষগুণ, শুক্রবারে পরমজ্ঞান, শনিবার পাঠে কোটিগুণ ফললাভ হয়। শনিবারে কৃষ্ণাষ্টমীযুক্ত বিশাখা নক্ষত্র হলে রুদ্রচণ্ডী পাঠের অনন্তফল হয়। অষ্টমী, নবমী বা চতুর্দশী তিথিতে শত অপরাজিতাপুষ্পে দেবীর পূজা করে পাঠ করলে ইহ ও পরলোকে বাঞ্ছিত ফললাভ হয়। রুদ্রচণ্ডী পাঠ করলে রোগী অর্দ্ধাঙ্গরোগ, গলিতকুষ্ঠ এবং দদ্রু রোগ থেকে মুক্তি পায়। রুদ্রচণ্ডীপাঠ মহাস্বস্ত্যয়ন। কৃষ্ণপক্ষের নবমী বা চতুর্দ্দশী তিথিতে এবং শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে রুদ্রচণ্ডীপাঠ বিশেষ ফলপ্রদ। এতে দারিদ্র্য, আপদ, শত্রুভয়, দস্যুভয়, প্রিয়বিয়োগজনিত দুঃখ, অগ্নিভয়, অপঘাত বাধা, জলমগ্নজনিত ভয় দূর হয়। রুদ্রচণ্ডী পাঠে পাঠক যুদ্ধে বীরশ্রেষ্ঠ এবং শত্রুকুলমধ্যে নির্ভয় হয়। সদা কল্যাণ লাভ করে এবং নিত্য বংশবৃদ্ধি হয়। প্রমান যথা—

যুদ্ধে বীরবরো ভূয়াৎ নির্ভয়ো রিপুসংকুলে।
কল্যাণং লভতে নিত্যং লভতে কুলবর্দ্ধনম্।।
(—রুদ্রচণ্ডী ৪/২৪)

রুদ্রচণ্ডীতে বহুবিধ ফললাভের ইঙ্গিত থাকলেও প্রকৃত ফল মাতৃপাদপদ্ম লাভ করা। মহামায়ার প্রসাদে মায়াপদার্থ বা অজ্ঞানসমষ্টিরূপ ভ্রান্তির হাত থেকে মুক্ত হওয়া। জীবের ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম ঘটায় অবিদ্যা। এটি ব্রহ্মের মায়া-শক্তির একটি অংশ। অবিদ্যাকে কখনও অজ্ঞান, কখনও বা স্বয়ং মায়া বলা হয়। অবিদ্যার হাত থেকে উদ্ধার পাওয়া বড়ো কঠিন। ভগবান্ স্বয়ং গীতায় বলেছেন—'মম মায়া দুরত্যয়া'। আমার মায়াকে অতিক্রম করা বড় কঠিন। মায়াবদ্ধ জীব বাসনা কামনা পরায়ন হয়ে দিন দিন গভীর থেকে গভীরতর অজ্ঞান - অন্ধকারে প্রবেশ করে। 'অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি যেইবিদ্যামুপাসতে'। বিষয়ী জীব আত্মঘাতী — 'আত্মহনো জীবাঃ'। তবে তার অন্তরে অবিদ্যার সঙ্গে থাকে বিদ্যা শক্তি। অবিদ্যার প্রভাবে বন্ধন, বিদ্যা প্রভাবে মুক্তি। শ্রীমদ্ভাগবত বলছেন—

বিদ্যাবিদ্যে মম তনু বিদ্ধ্যুদ্ধব শরীরিণাম্।

মোক্ষবন্ধকরী আদ্যে মায়য়া মে বিনির্ম্মিতে।।

—এক মায়াই বন্ধন ও মুক্তি উভয় কার্য্যই করছেন। তাই সপ্তশতী চণ্ডীতে বলা হচ্ছে-

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তি-রনন্তবীর্য্যা,

বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।

সম্মোহিতং দেবি সমস্তমেতৎ,

ত্বং বৈ প্রসন্না ভুবি মুক্তিহেতুঃ।।

নাগোজীভট্ট মহামায়াকে বলেছেন বিসদৃশঃ- প্রতীতি- সাধিকা ঈশ্বরশক্তি। ইনিই অঘটন-ঘটন-পটীয়সী ব্রহ্মাত্মিকা শক্তি। দেবীভাগবতের ৫ম স্কন্ধের ৮ম অধ্যায়ে ব্যাসদেব রাজা জনমেজয়কে মহামায়ার স্বরূপ বোঝাতে গিয়ে বলছেন ঃ

যথা নটো রঙ্গগতো নানারূপো ভবত্যসৌ।
একরূপো স্বভাবোইপি লোকরঞ্জনহেতবে।। ৫৮।।
তথৈষা দেবকার্য্যর্থমরূপাপি স্বলীলয়া।।
করোতি বহুরূপানি নির্গুণা সগুণানি চ ।।৫৯।।

—অর্থাৎ নটের রূপ এক হলেও যেমন লোকরঞ্জনের নিমিত্ত রঙ্গস্থলে নানারূপে দর্শন দেয়, সেইরূপ এই নির্গুণা দেবী নিরাকারা হয়েও দেবতাদের কার্যসম্পাদনের জন্য স্বীয় লীলায় সত্ত্বাদিগুনসমন্বিত নানাবিধ রূপ ধারণ করেন।

রুদ্রযামলের ৪৭ পটলে মহামায়াকে পরব্রহ্ম বলা হয়েছে—'ত্বমেকা পরব্রহ্মেণ সিদ্ধা'। দেবী দুষ্পার সংসার সাগর পারের একমাত্র অ-সঙ্গা অদ্বিতীয়া তরণীস্বরূপা। পরমকৃপাময়ী জননী অনুগ্রহ করে আমাদের বুদ্ধিকে নির্মল করুন, আমরা যেন তাঁরই কৃপায় তাঁর মায়াজালকে ছিন্ন করতে পারি। দেবীর কল্যানী হস্তের স্পর্শে আমাদের ত্রিতাপজ্বালা জুড়িয়ে যাক। আমরা আত্যন্তিক শান্তি লাভ করি—এই আশা।

শ্রীশ্রী ব্রহ্মময়ীর অসীম করুণায় এই গ্রন্থটি স্ফুরিত হল। এই গ্রন্থের যা কিছু ভালো তা শ্রীগুরুকৃপার দান, আর যা কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি তা আমার একান্ত ব্যক্তিগত সীমাবদ্ধতা। সহৃদয় ভক্তগণ শাস্ত্রীয় প্রমানসহ ভ্রম সংশোধনী পাঠালে বিশেষ উপকৃত হবো।

সর্বশেষ, এই আশা, গ্রন্থটি যদি সাধকবর্গের মনোযোগ আকর্ষন করে এবং তাদের সাধন কর্মে কিছুটা সহযোগিতা করে, তবে সমস্ত পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করবো। ইতি শম্—

ভবদীয়,
শ্রীগুরুপাদপদ্মকৃপাকিংকর
শ্রীমৎ স্বামী পরমাত্মানন্দনাথ ভৈরব (গিরি)

ঠিকানা
শ্রী শ্রী ব্রহ্মময়ী কালী বাড়ী
৪/২/বি, শীতলা মাতা লেন।
কলকাতা-৯০, ন-পাড়া,
২৫৩১-২৩৩০

শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী পাঠবিধি

রুদ্রচণ্ডীর প্রতিটি শ্লোকের সুস্পষ্ট অর্থজ্ঞান-সম্পন্ন সংযতেন্দ্রিয় সাধক প্রাতঃকালে স্নানান্তে সন্ধ্যা ও আহ্নিকাদি নিত্যকর্ম সমাধা করে উত্তরমুখে বা পূর্বমুখে শুদ্ধাসনে উপবেশন করে ভক্তিভাবে ও একাগ্রচিত্তে বিশুদ্ধ উচ্চারণ ও অর্থবোধের সঙ্গে পাঠ করবেন। প্রথমতঃ আচমন ও স্বস্তিবাচনাদি করে গুরু স্মরণ ও গুরুপূজাপূর্বক এইভাবে সঙ্কল্প করতে হবে।

সঙ্কল্প বাক্য ঃ বিষ্ণুরোম্ তৎ সৎ অদ্য অমুকে মাসি অমুকরাশিস্থে ভাস্করে অমুকে পক্ষে অমুকতিথৌ অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্ম্মা সর্ব্বাপিচ্ছান্তিপূর্বক ঃ শ্রীরুদ্রচণ্ডিকাপ্রীতি কামঃ (মনোহভীষ্টসিদ্ধিকামো বা) রুদ্রযামলোক্ত শ্রীরুদ্রচণ্ডীপূজাপূর্ব্বক সকৃৎ (একাবৃত্তি) (বা দ্বিঃ বা ত্রিঃ - দুই বা তিন বার প্রভৃতি) রুদ্রচণ্ডীপাঠকর্ম্মাহিং করিষ্যে (পরার্থে কামনয়া বা করিষ্যামীতি বিশেষঃ)।

এরপর ঘটস্থাপন, কামিনী দেবীর ধ্যান, মন্ত্রাচমন, সামান্যার্ঘ্য স্থাপন, দ্বারপূজা, মাষভক্তবলি, ভূতাপসারণ, ভূমিশুদ্ধি, আসনশুদ্ধি, গুরুপংক্তিপ্রণাম, করশুদ্ধি, পুষ্পশুদ্ধি, দিব্যবিঘ্ননিবারণ, দিগ্বন্ধন, ভূমি বিঘ্ননিবারন, অন্তরিক্ষবিঘ্ননিবারন, দেবতা ও পূজাদ্রব্যশুদ্ধি, মন্ত্রশুদ্ধি, বহ্নিবেষ্টন, দেহমার্জন, আত্মরক্ষা, প্রাণায়াম (হ্রীঁ মন্ত্রে), ভূতশুদ্ধি (যং মন্ত্রে), ব্যাপকন্যাস, জীবন্যাস, মাতৃকান্যাস, করাঙ্গন্যাস, গন্ধাদির অর্চ্চনা, সূর্য্যার্ঘ্যদান, গুরু ও পঞ্চদেবতার পূজা, পীঠদেবতা ও পীঠশক্তিন্যাস, প্রাণায়াম (পূর্ব্ববৎ) করে ঋষ্যাদিন্যাস করতে হবে।

ঋষ্যাদিন্যাস ঃ ওঁ অস্য শ্রীরুদ্রচণ্ডী-মন্ত্রস্য রুদ্রঋষিরনুষ্টুপ্‌ছন্দঃ রুদ্রচণ্ডী দেবতা মম ইষ্ট্যর্থসাধনে বিনিয়োগঃ।

মস্তকে — ওঁ রুদ্রঋষয়ে নমঃ।

মুখে — ওঁ অনুষ্টুপ্ ছন্দসে নমঃ।

হৃদয়ে — ওঁ রুদ্রচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

গুহ্যে—ওঁ হ্রীঁ বীজায় নমঃ।

পাদদ্বয়ে — ওঁ স্বাহা শক্তয়ে নমঃ।

সর্বাঙ্গে — ওঁ রুদ্রচণ্ডিকায়ৈ নমঃ।

করন্যাসঃ—হ্রাং অঙ্গুষ্ঠাভ্যাং নমঃ। হ্রীং তর্জনীভ্যাং স্বাহা। হ্রুং মধ্যমাভ্যাং বষট্। হ্রৈং অনামিকাভ্যাং হুং। হ্রৌং কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

অঙ্গন্যাসঃ—হ্রাং হৃদয়ায় নমঃ। হ্রীং শিরসে স্বাহা। হ্রুং শিখায়ৈ বষট্। হ্রৈং কবচায় হুং। হ্রৌং নেত্রত্রয়ায় বৌষট্। হ্রঃ করতলপৃষ্ঠাভ্যাং অস্ত্রায় ফট্।

ব্যাপকন্যাস —হ্রীং (৭বার)

ধ্যান ঃ — (যন্ত্রপুষ্প নিয়ে কূর্মমুদ্রায়)

ওঁ রক্তবর্ণাং মহাদেবীং লসচ্চন্দ্রবিভূষিতাম্।
পট্টবস্ত্রপরীধানাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাং।
বরাভয়করাং দেবীং মুণ্ডমালাসুশোভিতাম্।।১।।
কৌটীচন্দ্রসমাভাসাং বদনৈঃ শোভিতাং পরাং।
করালবদনাং দেবীং কিঞ্চিজ্জিহ্বাগ্রলোহিতাম্।।২।।
স্বর্ণবর্ণমহাদেবহৃদয়োপরি সংস্থিতাং।
অক্ষমালাধরাং দেবীং জপকর্ম্মসমাহিতাম্।।৩।।

রুদ্রচণ্ডী দেবী রক্তবর্ণা, ললাটে চন্দ্রভূষনা, পট্টবস্ত্রপরিহিতা, অলঙ্কারশোভিতা, বরাভয়করা, গলে মুণ্ডমালাধারিনী, কোটিচন্দ্রবৎ জ্যোতির্ময়-বদনযুক্তা, করালবদনা, জিহ্বাগ্র কিঞ্চিৎ রক্তলিপ্তা, সুবর্ণকান্তি শিবের হৃদয়োপরি সংস্থিতা, জপমালা ধরা ও জপে নিযুক্তা।

—ধ্যানান্তে মানসপূজা, দানার্ঘ্যস্থাপন, বিলোমার্ঘ্যস্থাপন, পীঠদেবতা ও পীঠশক্তিপূজা দক্ষিণকালিকাবৎ করতে হবে।

(এরপর যাঁরা পূর্ণাভিষিক্ত তান্ত্রিক কেবল তাঁরাই সম্বিদাশোধন, সম্বিদাতর্পন, কারণশোধন, শুদ্ধিশোধন, শ্রীপাত্রাদি স্থাপন, কারণ তর্পন, তত্ত্বশুদ্ধি, তত্ত্বস্বীকার, বিন্দুস্বীকার, সর্ব্বভূত বলি নিবেদন করবেন।)

পুনরায় প্রাণায়াম, করাঙ্গন্যাস, ধ্যান, আবাহন (মূর্ত্তিস্থলে প্রাণপ্রতিষ্ঠা) করে অন্তত পঞ্চোপচারে, সম্ভবক্ষেত্রে দশোপচার বা ষোড়শোপচারে দেবীর পূজা করতে হবে।

রুদ্রচণ্ডী দেবীর বীজ — ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ক্রীঁ হলীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ দ্রীঁ।।

বীজান্তর — ওঁ ঐঁ দ্রীঁ ওঁ ক্রীঁ হলীঁ ক্লীঁ দ্রুঁ দ্রীঁ।।

একাক্ষরী বীজ — দ্রীঁ

রুদ্রচণ্ডী দেবীর গায়ত্রী — ওঁ রুদ্রচণ্ডিকায়ৈ বিদ্মহে পূর্ণফলপ্রদায়িন্যৈ ধীমহি তন্নো দেবী প্রচোদয়াৎ।।

ঐঁ হ্রীঁ

রুদ্রচণ্ডী পূজান্তে যোনিমুদ্রা প্রদর্শন পূর্ব্বক করযোড়ে প্রার্থনা— **শ্রীরুদ্রচণ্ডিকে দেবি আজ্ঞাপয় ভবত্যাঃ পরিবারান্ পূজয়ামি।**

গন্ধপুষ্পে আবরণদেবতাদিগের পূজা ও তর্পন — রুদ্রঋষি, গনেশ, বাণী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, চন্ডিকা, ব্রাহ্ম্যাদ্যষ্টশক্তি, অসিতাঙ্গাদি অষ্টভৈরব।

পুনরায় গন্ধপুষ্পে রুদ্রচণ্ডী পূজা, তিনবার তর্পন, গায়ত্রী দ্বারা পঞ্চপুষ্পাঞ্জলি ও যথাশক্তি বীজমন্ত্র জপ এবং বলিদান। **রুদ্রচণ্ডীপাঠের পূর্বে পশুবলি বা সাত্ত্বিক বলিদান আবশ্যিক, অন্যথায় কর্মহানি।** জপে কুল্লুকা —হূঁ বীজ হূঁ।

মহাসেতু—স্ত্রীঁ দশধা। সেতু — ওঁ দশধা।

মুখশোধন—ওঁ দশধা।

— শাপবিমোচন —

(বারমাত্র করযোড়ে পাঠ্য)

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ। ওঁ রঁ ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রূঁ শঁ ষঁ বঁ রাঁ সাঁ হ্রাঁ হ্রুঁ ওঁ ওঁ প্রজাপতির্ঋষির্ব্রহ্মাবিষ্ণুর্দেবতা রুদ্রচণ্ডীশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। ঠঁ ঠঁ ঠঁ কঁ কঁ কঁ খঁ খঁ খঁ। প্রজাপতির্ঋষির্বায়ুর্দ্দেবতা প্রচণ্ডচণ্ডীশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো রুদ্রো দেবতা হ্রীঁ সীঁ শূঁ হূঁ হূঁ ফট্ স্বাহা রুদ্রচণ্ডী-গুহ্যশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দো বিরাট্ প্রকৃতিকর্ম্মণো দেবতা রুদ্রচণ্ডীশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। প্রজাপতিঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ সূর্য্যোদেবতা রুদ্রচণ্ডী শাপবিমোচনে বিনিয়োগ। প্রজাপতির্ঋষির্গায়ত্রীচ্ছন্দঃ কামাখ্যা দেবতা রুদ্রচণ্ডীশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। কৃষ্ণশাপবিমোচন মন্ত্রস্য নারদঋষিরনুষ্টুপ্ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণো দেবতা শ্রীকৃষ্ণশাপ বিমোচনে বিনিয়োগঃ। ওঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ ঘোরচণ্ডী মহাচণ্ডী (মহামাতঃ) সাক্ষাদ্‌ব্রহ্মস্বরূপিণী। দূষিতা কৃষ্ণশাপেন মুক্তা ত্বং ভব সুব্রতে। লোকানাঞ্চ হিতার্থায় শম্ভুনা গদিতা পুরা।। কৃষ্ণশাপবিমুক্তা হি যথোক্তফলদা ভব। ব্রহ্মাশাপবিমোচনমন্ত্রস্য ব্রহ্মা ঋষির্ব্রহ্মা দেবতা ব্রহ্মাশাপবিমোচনে বিনিয়োগঃ। ব্রহ্মণা সেবিতা ব্যাপ্তা ন সম্যক্ ফলদায়িনী। শাপমুক্তা হি দেবি ত্বং যথোক্ত ফলদা ভব।। হ্রৌঁ হূঁ হূঁ হ্রীঁ শ্রী শ্রী ব্রীঁ ক্রঁ ঐঁ হ্রীঁ ক্রীঁ হ্রূঁ গৌঁ ঐঁ ক্লীঁ ক্রীঁ হ্রাঁ হ্রীঁ হূঁ হূঁ হ্সৌ ক্রীঁ রাঁ শ্রীঁ স্ত্রীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঁ ক্লীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ ক্লীঁ ওঁ ওঁ স্বাহা। রাঁ রামঃ ওঁ ক্লীঁ ক্লীঁ হঁ সঃ ফট্ বৌষট্ স্বাহা। ওঁ ওঁ ওঁ হৌঁ হৌঁ হৌঁ হ্রৌঁ হ্রৌঁ হূঁ হূঁ হূঁ স্বাহা। হূঁ হ্রীঁ হ্রীঁ হ্রৌঁ ওঁ হ্রঃ স্বাহা। ওঁ হ্রীঁ হূঁ স্বাহা। ওঁ হ্রৌঁ নমঃ শিবায় স্বাহা।।

বারত্রয় করযোড়ে পাঠ্য —ওঁ হূঁ চণ্ডিকায়ৈ হূঁ স্বাহা।।

করযোড়ে প্রার্থনা—

ওঁ রুদ্রচণ্ডি নমস্তুভ্যং চণ্ডবৈরিবিনাশিনি।
সর্ব্বপাপ হরে দেবী সর্ব্বদা বরদা ভব।।

বারত্রয় করযোড়ে গায়ত্রী পাঠ্য। এরপর রুদ্রচণ্ডী কবচ, কবচান্তর পাঠ করে মূল রুদ্রচণ্ডী পাঠারম্ভ করতে হবে। আধারে পুস্তক স্থাপন করে পূজান্তে নাতি- উচ্চ, নাতিমৃদুস্বরে, নাতিদ্রুত, নাতিবিলম্বিত বেগে অর্থবোধ করে একাগ্রচিত্তে রুদ্রচণ্ডী পাঠই প্রশস্ত। প্রত্যেক অবচ্ছেদের আদিতে ও অন্তে ঘণ্টাবাদন করতে হয়। প্রতি অবচ্ছেদের শেষ শ্লোকটি দুবার পাঠ করতে হয়। কোনও অবচ্ছেদ শেষ হলে 'ইতি' শব্দটি উচ্চারণ করতে নেই। যিনি জিতেন্দ্রিয়, সদাচারী, কুলীন, সত্যবাদী, শাস্ত্রজ্ঞ, লজ্জাশীল, দয়াবান্ ও রুদ্রচণ্ডী পাঠে অভ্যস্থ তিনি পাঠক হিসাবে উত্তম। যিনি পাঠকালে সুরের আশ্রয় নেন, দ্রুত পাঠ করেন, পাঠকালে যার মাথা কাঁপে, স্বহস্তলিখিত গ্রন্থ যিনি পাঠ করেন, যিনি রুদ্রচণ্ডীর অর্থজ্ঞ নন এবং যার গলার স্বর অল্প তিনি পাঠক হিসাবে বর্জনীয়। উচ্চৈঃস্বরে রুদ্রচণ্ডী পাঠ বিধি। শনি ও মঙ্গলবারে, কৃষ্ণানবমী, কৃষ্ণাচতুর্দ্দশী ও শুক্লাষ্টমী তিথিতে রুদ্রচণ্ডীপাঠ প্রশস্ত। রাত্রিকালে রুদ্রচণ্ডী পাঠ নিষিদ্ধ।

পূর্ণাঙ্গ রুদ্রচণ্ডী পাঠ সমাপ্ত করে দেবীকে প্রনাম, শ্রীপাত্রার্ঘ্য দেবীর মস্তকে দান, সামান্যার্ঘ্য দেবীপদে দান, দক্ষিণান্ত, অচ্ছিদ্রাবধারণ, বৈগুন্যসমাধান, ঘটবিসর্জন, নির্মাল্যাধিষ্ঠাত্রীর পূজা (পূর্ণাভিষিক্ত পক্ষে চক্রানুষ্ঠান) করে শান্তিদান করতে হবে।

।। নমঃ পরমদেবতায়ৈ ।।

।। শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।।

।। শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী ।।

অথ রুদ্রচণ্ডী কবচম্

শাপ বিমোচন মন্ত্রাদি পাঠের পর রুদ্রচণ্ডী কবচ পাঠ।।

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

শ্রী রুদ্রচণ্ডিকাকবচস্য ভৈরবঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চণ্ডিকা দেবতা চতুর্বর্গফল-প্রাপ্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

——শ্রী রুদ্রচণ্ডিকা কবচের ঋষি—ভৈরব, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্ এবং দেবতা—শ্রীচণ্ডিকা। চতুবর্গফল প্রাপ্তির জন্য রুদ্রচণ্ডী পাঠের প্রয়োগ হয়।

শ্রী কার্ত্তিকেয় উবাচ।

কবচং চণ্ডিকাদেব্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তে শিব।
যদি তেঽস্তি কৃপানাথ কথয়স্ব জগৎ প্রভো ।।১।।

শ্রী কার্ত্তিকেয় মহাদেবকে বললেন—

হে জগৎপ্রভু, হে শিব, হে কৃপানাথ, আমি চণ্ডিকাদেবীর কবচ শুনতে ইচ্ছা করি। যদি আমার প্রতি আপনার কৃপা থাকে, তবে দয়া করে তা আমাকে বলুন। ১

শ্রী শিব উবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি চণ্ডিকাকবচং শুভম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারমায়ুষ্যং সর্বকামদম্।।২।।

দুর্লভং সর্বদেবানাং সর্বপাপনিবারণম্।
মন্ত্র সিদ্ধিকরং পুংসাং জ্ঞানসিদ্ধিকরং পরম্।।৩।।

শ্রী মহাদেব (শ্রী শিব) বললেন—বৎস (কার্ত্তিকেয়), শোন, আমি সর্বকল্যাণকর চণ্ডিকাকবচ বলছি। এই মঙ্গলময় কবচ ভোগমোক্ষ প্রদানকারী, আয়ুদানকারী এবং সর্বপ্রকার বাসনাপূরণকারী।২

সর্বপ্রকার পাপ নিবারণকারী এই কবচ দেবতাগণেরও একান্ত দুর্লভ। এই কবচ পাঠে জীবের জ্ঞানসিদ্ধি ও মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ৩

চণ্ডিকাকবচস্যাস্য ঋষির্দেবোঽথ ভৈরব।
চণ্ডিকা দেবতা প্রোক্তা ছন্দোঽনুষ্টুপ্ প্রকীর্ত্তিতম্।।৪।।
চতুর্বর্গফলপ্রাপ্ত্যে বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
চণ্ডিকা মেঽগ্রতঃ পাতু আগ্নেয্যাং ভবসুন্দরী।।৫।।
যাম্যাং পাতু মহাদেবী নৈঋত্যাং পাতু পার্বতী।
বারুণে চণ্ডিকা পাতু চামুণ্ডা পাতু বায়বে।।৬।।
উত্তর ভৈরবী পাতু ঈশানে পাতু শঙ্করী।
পূর্বে পাতু শিবা দেবী উর্দ্ধে পাতু মহেশ্বরী।।৭।।
অধঃ পাতু সদানন্তা মূলাধারনিবাসিনী।
মূর্দ্ধিণী পাতু মহাদেবী ললাটে চ মহেশ্বরী।।৮।।
কণ্ঠে কোটীশ্বরী পাতু হৃদয়ে নলকুবরী।
নাভৌ কটিপ্রদেশে চ পায়াল্লম্বোদরী সদা।।৯।।
উর্বোর্জ্জান্বোঃ সদা পায়াৎ ত্বচং মে মদলালসা।
ঊর্দ্ধে পার্শ্বে সদা পাতু ভবানী ভক্তবৎসলা।।১০।।

মঙ্গলকর এই চণ্ডিকা কবচের ঋষিদেব—ভৈরব, দেবতা—স্বয়ং দেবী চণ্ডিকা এবং ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্ বলে প্রকীর্ত্তিত।।৪।।

চতুর্বর্গ ফল প্রাপ্তির নিমিত্ত এই কবচ পাঠের বিনিয়োগ বলে প্রকীর্ত্তিত হয়। (চণ্ডিকা দেবী দশদিক্পালের দেবতারূপে এখানে বর্ণিতা। দশ দিকে তিনি দশপ্রকার মূর্তিতে অবস্থিতা।)

চণ্ডিকা আমার সম্মুখ দিক ও অগ্নিকোণে ভবসুন্দরী আমাকে রক্ষা করুন।।৫।।

ঈশান কোণে মহাদেবী আমাকে রক্ষা করুন, নৈঋত কোণে পার্বতী দেবী, পশ্চিমে দেবী চণ্ডিকা এবং বায়ুকোণে দেবী চামুণ্ডা আমাকে রক্ষা করুন।।৬।।

আমার উত্তর দিক দেবী ভৈরবী রক্ষা করুন, ঈশান কোণে দেবী শঙ্করী, পূর্বদিকে দেবী শিবা এবং উর্দ্ধদিকে দেবী মহেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন।।৭।।

মূলাধার নিবাসিনী অনন্তাদেবী সর্বদা আমার আধো দেশ রক্ষা করুন। মস্তকদেশে মহাদেবী, ললাট দেশে দেবী মহেশ্বরী আমাকে রক্ষা করুন।।৮।।

কণ্ঠদেশে আমাকে রক্ষা করুন দেবী কোটীশ্বরী। আমাকে হৃদয়দেশে দেবী নলকুবরী, নাভি এবং কটি প্রদেশে দেবী লম্বোদরী সর্বদা রক্ষা করুন।।৯।।

আমার দুই উরু, দুই জানুদেশ এবং আমার চর্মদেশে দেবী মদলালসা সর্বদা রক্ষা করুন। উর্দ্ধদেশে এবং পার্শ্বদেশে আমাকে ভক্তবৎসলা দেবী ভবানী সর্বদা রক্ষা করুন।।১০।।

পাদয়োঃ পাতু মামীশা সর্বাঙ্গে বিজয়া সদা।
রক্তমাংসে মহামায়া ত্বচি মাং পাতুলালসা।।১১।।
শুক্রমজ্জাস্থিসঙেঘষু গুহ্যং মে ভুবনেশ্বরী।
উর্দ্ধকেশী সদা পায়াৎ নাড়ীং সর্বাঙ্গসন্ধিষু।।১২।।
ওঁ ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং চামুণ্ডে স্বাহা মন্ত্রস্বরূপিণী।
আত্মানং মে সদা পায়াৎ সিদ্ধবিদ্যাদশাক্ষরী।।১৩।।
ইত্যেতৎ কবচং দেব্যাঃ চণ্ডিকায়াঃ শুভাবহম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন কবচং সর্বসিদ্ধিদম্।।১৪।।
সর্বরক্ষাকরং ধন্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।।১৫।।
অজ্ঞাত্বা কবচং দেব্যা যঃ পঠেৎ স্তবমুত্তমম্।
ন তস্য জায়তে সিদ্ধির্বহুধা পঠনেন চ।।১৬।।
ধৃত্বৈতৎ কবচং দেব্যা দিব্যদেহধরো ভবেৎ।
অধিকারী ভবেদেতচ্চণ্ডীপাঠেন সাধকঃ।।১৭।।

ইতি শ্রীরুদ্রযামলতন্ত্রে শিব-কার্ত্তিকেয় সংবাদে রুদ্রচণ্ডিকা কবচং সমাপ্তম্।

দেবী ঈশা আমার পাদযুগল রক্ষা করুন। দেবী বিজয়া আমাকে সর্বদা সর্বাঙ্গদেশে রক্ষা করুন। দেবী মহামায়া রক্ত ও মাংসদেশে এবং দেবী লালসা আমাকে চর্মদেশে রক্ষা করুন।।১১।।

আমার শুক্র, মজ্জা এবং অস্থিগুলিকে ও গুহ্যদেশকে দেবী ভুবনেশ্বরী রক্ষা করুন। আর আমার সর্বাঙ্গসন্ধির নাড়ীগুলি দেবী উর্দ্ধকেশী রক্ষা করুন।।১২।।

ওঁ ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং চামুণ্ডে স্বাহা—এই দশাক্ষরী সিদ্ধবিদ্যা সর্বদা আমার আত্মাকে রক্ষা করুন।।১৩।।

দেবী চণ্ডিকার এই কবচ অত্যন্ত শুভঙ্কর—সর্বমঙ্গলকর, সর্বকার্যসিদ্ধিকর। এই কবচকে অত্যন্ত গোপনভাবে রক্ষা করতে হবে বা এই কবচের গোপনীয়তা রক্ষার বিষয়ে অত্যন্ত যত্নবান হতে হবে।।১৪।।

এই কবচ সকলের রক্ষাকরী, জগতে এই কবচের লাভ—ধন্য, সুতরাং এই কবচ যাকে তাকে অর্থাৎ আপসে দান করা একান্ত অনুচিত।।১৫।।

যিনি চণ্ডিকা দেবীর এই কবচ না জেনে অর্থাৎ পাঠ না করে উত্তম স্তব (মূল চণ্ডীমাহাত্ম্য) পাঠ করবেন, তিনি সেই মাহাত্ম্য বহুবার পাঠ করেও সিদ্ধিলাভ করতে পারবেন না।।১৬।।
দেবীর এই কবচ ধারণকারী দিব্যদেহধর হয়, এই চণ্ডীপাঠে অধিকারী হয়।।১৭।।

রুদ্রযামলতন্ত্রোক্ত শিব কার্ত্তিকেয়
সংবাদ নামক কথোপকথনে
রুদ্রচণ্ডিকা কবচের অনুবাদ সমাপ্ত।

রুদ্রচণ্ডী-মন্ত্রস্য ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচম্

(রুদ্রচণ্ডী কবচের ত্রৈলোক্যেমঙ্গল নামক কবচ)

কবচান্তরম্—

শ্রী পার্বত্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব দয়ালো দীন-বৎসল।
কেন সিদ্ধিং দদাত্যাস্তু চণ্ডী ত্রৈলোক্য - দুর্লভা।।১।।

শ্রীমহাদেব উবাচ

রুদ্রেণারাধিতা চণ্ডী মহাসিদ্ধির্ভবেত্তদা।
রুদ্ররূপা রুদ্রভাবা রুদ্রভূষা সদা স্থিতা।।২।।
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্রগেহা রুদ্রাণী রুদ্রবল্লভা।
সর্বদা বরদা দেবী ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদায়িনী।।৩।।
সর্বপাপহরা দেবী সর্বরোগক্ষয়ঙ্করী।
সর্বারিষ্ট-গতিদাত্রী সর্বগ্রহনিবারিণী।।৪।।
শিবং দেহি শুভং দেহি সুখং দেহি সদা প্রিয়ে।
তুষ্টিং পুষ্টিং জয়ারোগ্যং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।।৫।।
অকাল মরণং বাপি কালে মৃত্যুর্যদা ভবেৎ।
চণ্ডীস্মরণমাত্রেণ মৃত্যোর্মৃত্যুকরং পরম্।।৬।।

অন্য কবচ

ভগবতী শ্রী পার্বতী বললেন (জিজ্ঞাসা) করলেন।

হে দেবদেব, হে মহাদেব, হে দয়াল, হে ভক্তবৎসল! ত্রৈলোক্য দুর্লভা চণ্ডী কি প্রকারে শীঘ্র সিদ্ধি দান করবেন, তা আমাকে বলুন।।১।।

ভগবান শ্রী মহাদেব উত্তরে বললেন—ভগবতী চণ্ডিকা দেবী রুদ্ররূপা, তিনি রুদ্রভাবা এবং রুদ্রভূষা। একদা তিনি রুদ্র কর্তৃক আরাধিতা হয়ে মহাসিদ্ধি প্রদান করেছিলেন।।২।।

দেবী চণ্ডিকা রুদ্রাণী, তিনি রুদ্রের বল্লভা (স্ত্রী)। রুদ্ররূপে তিনি ধ্যানগম্যা এবং তিনি রুদ্রের গৃহিণী। এই দেবী সর্বদা বরদা, এবং ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানকারিণী।।৩।।

দেবীচণ্ডী সর্বপাপহরণকারিণী, তিনি সর্বরোগক্ষয়কারিণী। সমস্ত দুঃখ তাপ বিদূরণকারিণী এবং সর্বগ্রহতাপ নিবারিণী।

তাঁকে আরাধনা করলে সর্বপ্রকার দুঃখ হতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।।৪।।

মহাদেব বললেন—হে প্রিয়ে, তুমি সর্বদা জগতকে কল্যাণ দাও, শুভ দাও, সুখ দাও, তুষ্টি, পুষ্টি এবং মঙ্গল দান কর।।৫।।

যদি অকালে মৃত্যু হয় বা যথাকালে মরণ হয়, তবে দেবী চণ্ডীর স্মরণমাত্রেই সে পরম অমৃতত্ব লাভ করে।।৬।।

জ্ঞাত্বা দেবগণাঃ সর্বে চণ্ড্যভূদ্ রুদ্রগেহিনী।
রুদ্রচণ্ডী তদাখ্যাতা ত্রৈলোক্য পরমেশ্বরী।।৭।।
রুদ্রোঽভবন্মহারুদ্রশ্চণ্ডীপাঠ-প্রসাদতঃ।
তদা শাপঃ প্রদাতব্যঃ স্বীয়-সিদ্ধির্যদা শিবে।।৮।।
কৃষ্ণেনারাধিতা চণ্ডী কৃষ্ণচণ্ডী ন সিদ্ধিদা।
কৃষ্ণনামধরা দেবী সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা।।৯।।
কৃষ্ণচণ্ডী মহাদেবি প্রাণান্তে ন প্রকাশিতা।
জ্ঞাত্বা চণ্ডীং জগৎ সর্বং কৃষ্ণশাপোঽভবত্তদা।।১০।।
স্বীয়ভাবে তদা দেবী অভিশাপং করোতি হি।
তেন তে স্বীয়পাপেন ন সিধ্যন্তি কদাচন।।১১।।

শ্রী পার্বত্যুবাচ।

দেবদেব দীননাথ দীনবন্ধো দয়ানিধে।
ইদানীং বদ মে নাথ চণ্ডীসিদ্ধিকরং পরম্।।১২।।
বিনা ধ্যানং বিনা পূজাং বিনা জপপরায়নম্।
বিনা হোমং বিনা মন্ত্রং বিনা সাধনসংজ্ঞকম্।
অনায়াসেন সিধ্যন্তি কোনোপায়েন তদ্ বদ।।১৩।।

দেবগণ সকলে জানেন, চণ্ডী রুদ্রদেবের গৃহিণী হয়েছিলেন। তাই পরমেশ্বরী চণ্ডী তখন থেকে রুদ্রচণ্ডী নামে সমাখ্যাতা হলেন।।৭।।

হে শিবে, এই চণ্ডীপাঠের অনুগ্রহে রুদ্রদেব মহারুদ্র হয়েছিলেন। তখন তিনি স্বীয় সিদ্ধির প্রতি অভিশাপ দিয়েছিলেন।।৮।।

কৃষ্ণকর্তৃক চণ্ডী আরাধিতা হয়ে কৃষ্ণচণ্ডীরূপে খ্যাতা হন। সেই কৃষ্ণচণ্ডী সিদ্ধিদা নহে। কৃষ্ণনামধরা দেবী (কৃষ্ণচণ্ডী) সর্বতন্ত্রের মধ্যে গোপনীয়া।।৯।।

হে মহাদেবি, কৃষ্ণচণ্ডী প্রাণান্তেও প্রকাশ করা উচিত নয়। সেই চণ্ডী জানলে সর্বজগং কৃষ্ণশাপময় হবে।।১০।।

তখন আপন স্বভাবে (রুদ্রভাবে) দেবী অভিশাপ প্রদান করলেন। তাতে তারা নিজপাপে কখনোই আর সিদ্ধপরায়ণ হল না।।১১।।

শ্রী পার্বতী বললেন—

হে দেবদেব, হে দীননাথ, হে দীনবন্ধু, হে দয়ানিধি, দেবাদিদেব আপনি আমাকে তা বলুন, যাতে দেবী চণ্ডীর পরমা সিদ্ধি হয় ।।১২।।

যাতে বিনা ধ্যানে, বিনা পূজায় বিনা জপ্-পারায়নাদিতে এবং বিনা মন্ত্রে ও সাধনে- অর্থাৎ অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ হয় তার কোনো উপায় বলুন ।।১৩।।

শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী

শ্রী মহাদেব উবাচ

শৃণু পার্বতি সুভগে চণ্ডীসিদ্ধিকরং পরম্।
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্রচণ্ডী প্রসন্না সর্বদা সতী।।১৪।।
তস্যাহং কবচং দেবি কথয়ামি শুচিস্মিতে।
ত্রৈলোক্যে সর্বদেবানাং সাধনেনৈব যৎ ফলম্।
তৎফলং লভতে সদ্যঃ কবচাধ্যায়মাত্রতঃ।।১৫।।
শতমষ্টৌ পঠেৎ যস্তুসর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
শতাবৃত্তিং পঠেদ্ যো হি সপ্তদ্বীপেশ্বরো ভবেৎ।।১৬।।
পঞ্চাশদ্ পাঠমাত্রেণ পঞ্চাশদ্বর্নসিদ্ধয়ে।
অষ্টাবিংশতিপাঠেন অষ্টসিদ্ধিঃকরে স্থিতা।।১৭।।
একাদশ পঠেদ্ যস্তু রুদ্রস্তস্য প্রসন্নধীঃ।
দশবিদ্যাঃ প্রসিধ্যন্তি যঃ পঠেদ্দশধা শিবে।।১৮।।
নবাবৃত্তিং পঠেদ্ যো হি গ্রহদেব প্রসন্নধীঃ।
অষ্টাবৃত্তিং পঠেদ্ যস্তু অষ্টপাশৈর্বিমুচ্যতে।।১৯।।
সপ্তধা পাঠমাত্রেণ চিরায়ুর্ভবতি ধ্রুবম্।
পঠেৎ ষষ্ঠং কর্মভেদে ষটকর্ম সিদ্ধয়ে ধ্রুবম্।।২০।।

শ্রী মহাদেব বললেন—

হে সুভগে পার্বতি! তুমি শোন—চণ্ডী পরম সিদ্ধিকরী। রুদ্রচণ্ডী ধ্যান (অর্থাৎ পাঠ) করলেই দেবী চণ্ডী সর্বদা প্রসন্না হন।।১৪।।

হে শুচিস্মিতে দেবি। আমি তাঁর (রুদ্রচণ্ডীর) কবচ বলছি—ত্রিভুবনে সর্বদেবতার সাধনে যে ফল হয়, এই রুদ্রচণ্ডী কবচ অধ্যয়ন মাত্র সদ্যই ত্রিলোকের জীব সেই ফল লাভ করে।।১৫।।

যিনি এই স্তব একশত আটবার পাঠ করবেন তিনি সর্বসিদ্ধীশ্বর হবেন। একশতবার পাঠকারী হবেন সপ্তদ্বীপের ঈশ্বর।।১৬।।

পঞ্চাশবার পাঠকারী পঞ্চাশদ্বর্ণ সিদ্ধিকারী হবেন। আর অষ্টাবিংশতি (২৮) বার পাঠকারীর অষ্টসিদ্ধি করে স্থিতা হবেন।।১৭।।

একাদশবার পাঠ করিলে রুদ্রদেব তাঁর প্রতি প্রসন্ন হবেন। হে শিবে, যিনি এই স্তব দশবার মাত্র পাঠ করবেন তিনি দশ মহাবিদ্যায় সিদ্ধিলাভ করবেন।।১৮।।

নয়বার পাঠকারীর প্রতি প্রসন্ন হবেন দেবগণ। আর আটবার মাত্র পাঠকারী অবশ্যই অষ্টপাশ হতে বিমুক্ত হবেন।।১৯।।

সাতবার মাত্র পাঠকারী অবশ্যই দীর্ঘায়ু হবেন, এবং ছয়বারমাত্র পাঠকারী ষটকর্মে সিদ্ধিলাভ করবেন।।২০।।

পঞ্চমং প্রপঠেদ্ যস্তু পঞ্চাত্মা চ প্রসন্নধীঃ।
চতুর্থং প্রপঠেদ্ যস্তু চতুর্বেদাবিদাং বরঃ।।২১।।
ত্রিধা পাঠে মহেশানি সর্বশান্তির্ভবিষ্যতি।
পাঠদ্বয়ং কৃতং যদ্ধি সর্বকাম্যং প্রসাদয়ে।।২২।।
একধা পাঠমাত্রেণ চণ্ডী সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
অতঃ পরমহং বক্ষে কবঞ্চ পরাৎপরম্।।২৩।।
রক্ষাকরং মহামন্ত্রং ত্রৈলোক্যমঙ্গলাভিধম্।
প্রণবো বাগ্‌ভবো মায়া ততঃ সদ্যঃ সনাতনী।।২৪।।
স্থিরা মায়া ততঃ কামো লজ্জাযুগ্মং ততঃ পরম্।
এ নবাক্ষরো মন্ত্রঃ সর্বাশা পরিপূরকঃ।।২৫।।
অগ্নিস্তম্ভং জলেস্তম্ভং বায়ুস্তম্ভং ততঃ পরম্।
বহু কিং কথ্যতে দেবি ত্রৈলোক্যস্তম্ভনং ভবেৎ।।২৬।।
কর্ষয়েদখিলং দেবি শোষয়েদখিলং জগৎ।
মোহয়েদখিলান্ লোকান্ মারয়েৎ সকলং জগৎ।।২৭।।
বশয়েদ্ সর্বদেবাদীন্ ঋতুভেদে মহেশ্বরী।
সর্বরক্ষা করো মন্ত্রঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ।।২৮।।

পাঁচবারমাত্র পাঠকারীর পঞ্চাত্মা প্রসন্ন হবেন এবং চারবার মাত্র পাঠকারী অবশ্যই চতুর্বেদে পারদর্শী হবেন।।২১।।

হে মহেশঘরণি, যিনি এই স্তব তিনবারমাত্র পাঠ করবেন তাঁর অবশ্যই সর্বপ্রকার শান্তি হবে এবং দুবারমাত্র পাঠকারীর সর্বকামনা পূরিত হবে।।২২।।

একবারমাত্র পাঠকারী দেবী চণ্ডীকে সিদ্ধিলাভ করবেন। অতএব আমি বলছি— এই কবচ সর্বকবচের পরাৎপরা।।২৩।।

এই চণ্ডীদেবীর মহামন্ত্র সর্বরক্ষাকর এবং ত্রৈলোক্যের সর্ব মঙ্গলকর। এই মহামন্ত্রের আদ্যক্ষর হল প্রণব (ওঁ), তারপর হবে বাগ্‌ভব (ঐং) ও মায়া (হ্রীং), তার পর আবার প্রণব (ওঁ) তার পর স্থিরা (ক্রীং) এবং মায়া (হ্রীং)। এরপর কামবীজ (ক্লীং) এবং তার পর লজ্জাদ্বয় (হ্রীং হ্রীং) দিতে হবে, এই নবাক্ষর মন্ত্র সর্বপ্রকার আশার পরিপূরক।। ২৪-২৫।। নবাক্ষর মহামন্ত্র, যথা— **ওঁ ঐঁ হ্রীঁ ওঁ ক্রীঁ হ্রীঁ ক্লীঁ হ্রীঁ হ্রীঁ।**

চণ্ডিকা দেবীর এই মহামন্ত্রের দ্বারা অগ্নিস্তম্ভন, জলস্তম্ভন ও বায়ুস্তম্ভন হয়। দেবি, বেশি আর কি বলব—এই মহামন্ত্রের দ্বারা ত্রিলোককে স্তম্ভন করা যায়।।২৬।।

মহাদেবী, এই মহামন্ত্র সমগ্র জগৎ আকর্ষণকারী, সমগ্র জগৎ শোষণকারী, এই মহামন্ত্র অখিল লোকসকলকে মোহিত করে এবং সকল জগতের মারণকারী।।২৭।।

হে মহেশ্বরী এই মহামন্ত্র ঋতুভেদে সর্বদেব বশংকরী। সর্বরক্ষাকারী এই মহামন্ত্র নিঃসন্দেহে সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ।।২৮।।

শিখায়াং প্রণবঃ পাতু শিরসি বাগ্‌ভবঃ প্রিয়ে।
ভ্রূমধ্যে রক্ষতে মায়া হৃদয়ং কালিকাহতু।।২৯।।
নাভিং পাতু স্থিরা মায়া তদধঃ কাম রক্ষতু।
লিঙ্গমূলং পাতু লজ্জা যজুর্গুহ্যে সদাহবতু।।৩০।।
কটিং পৃষ্ঠং কূর্পরঞ্চ স্কন্ধং কর্ণদ্বয়ং তথা।
প্রণবো রক্ষতে দেবি মাতৃভাবেন সর্বদা।।৩১।।
কণ্ঠং গলঞ্চ চিবুকং ওষ্ঠদ্বয়ং ততঃ পরম্।
দন্তং জিহ্বাং তথা রন্ধ্রং তদন্তে মুখমণ্ডলম্।।৩২।।
বাগ্‌ভবো রক্ষতে দেবি পিতৃভাবেন সর্বদা।
নাসিকাং হনুযুগ্মঞ্চ চক্ষুষী ভ্রূযুগং তথা।।৩৩।।
ললাটঞ্চ কপালঞ্চ চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলম্।
সর্বদা রক্ষতে মায়া শক্তিরূপে মহেশ্বরি।।৩৪।।
বায়ুদ্বয়ং ততঃ সর্বং পঞ্জরং হৃদিমণ্ডলম্।
রক্ষতে কালিকাবীজং কন্যারূপেণ সর্বদা।।৩৫।।
উদরং মূলদেশঞ্চ চণ্ডিকে ত্বং সদাহবতু।
রক্তং মাংসং তথা মজ্জা শুক্রাণি মেদ এব চ।।৩৬।।
রক্ষেল্লজ্জা শক্তিরূপে সগুণা পরমা কলা।
নখ কেশানি সর্বাণি যজুঃ পাতুসদা প্রিয়ে।।৩৭।।

হে প্রিয়ে প্রণব আমার শিখাদেশ এবং বাগ্‌ভব বীজ আমার শিরঃ প্রদেশ রক্ষা করুন। মায়া বীজ আমার ভ্রূমধ্যদেশ এবং কালিকা বীজ আমার হৃদয়দেশ রক্ষা করুন।।২৯।। মায়াবীজ নাভিদেশ, এবং তার নীচদেশ কামবীজ রক্ষা করুন। লজ্জাবীজ রক্ষা করুন আমার লিঙ্গমূল এবং যজুঃ গুহ্যদেশ সর্বদা রক্ষা করুন।।৩০।।

হে দেবি প্রণব মাতৃভাবে আমার কটিদেশ, পৃষ্ঠদেশ, কূর্পরদেশ (কনুই), স্কন্ধদেশ এবং কর্ণদ্বয় রক্ষা করুন।।৩১।।

বাগ্ ভব বীজ পিতৃভাবে আমার কণ্ঠ, গলা, চিবুক, ওষ্ঠদ্বয়, দন্ত, জিহ্বা, রন্ধ্র এবং মুখমণ্ডল সর্বদা রক্ষা করুন।। কেবল তাই নয়, তিনি নাসিকা, জানুযুগল, চক্ষুদ্বয়ও রক্ষা করুন। ললাট, কপাল এবং চন্দ্রসূর্য্যরূপ অগ্নিমণ্ডল হে মহেশ্বরি, তোমার মায়া শক্তি রক্ষা করুন।।৩২-৩৪।।

কালিকা বীজ কন্যারূপে সর্বদা আমার বাহুদ্বয়, সমস্ত পঞ্জর এবং হৃদ্‌মণ্ডল রক্ষা করুন।।৩৫।।

দেবী চণ্ডিকা আমার উদর এবং মূলদেশ সর্বদা রক্ষা করুন। রক্ত মাংস, মজ্জা, শুক্র, মেদ—সবকিছু লজ্জারূপা সগুণা দেবী রক্ষা করুন।।

হে প্রিয়ে, যজুঃ সর্বদা আমার নখ ও কেশ রক্ষা করুন।।৩৬-৩৭।।

সর্বাঙ্গং রক্ষতে চণ্ডী সর্বমন্ত্রং সকীলকম্।
আত্মা পরাত্মা জীবাত্মা চণ্ডিকা পাতু সর্বদা।।৩৮।।
সাধনে চণ্ডিকা পাতু সজ্জ্ঞানং চণ্ডিকাঽবতু।
সৎসঙ্গং চণ্ডিকা পাতু সদ্যোগং চণ্ডিকাঽবতু।।৩৯।।
সৎকথাং চণ্ডিকা রক্ষেৎ সচ্চিন্তাং চণ্ডিকাঽবতু।
পূর্বস্যাং চণ্ডিকা পাতু আগ্নেয্যাং চণ্ডিকাঽবতু।।৪০।।
দক্ষিণস্যাং তথা চণ্ডী সর্বদা পরিরক্ষতু।
নৈর্ঋত্যাং চণ্ডিকা রক্ষেৎ পশ্চিমে চণ্ডিকাঽবতু।।৪১।।
বায়ব্যাং চণ্ডিকা পাতু উত্তরে চণ্ডিকাঽবতু।
ঐশান্যাং চণ্ডিকা পাতু উর্দ্ধাধশ্চণ্ডিকা তথা।।৪২।।
চণ্ডিকা রক্ষতে কন্যাং সুতং স্ত্রী চণ্ডিকাবতু।
ভ্রাতরং ভগিনীং সর্বং চণ্ডিকা রক্ষতে সদা।।৪৩।।
বন্ধুবর্গ-কুটুম্বানি দাসীদাসং ততঃ পরম্।
রক্ষতে চণ্ডিকা দেবী মাতৃভাবান্মহেশ্বরী।।৪৪।।
গজবাজিগবান্ সর্বান্ জন্তূনাং সর্বপর্বসু।
রক্ষতে চণ্ডিকাদেবী স্বীয়ভাবেন শাম্ভবী।।৪৫।।

দেবী চণ্ডী আমার সর্বাঙ্গ রক্ষা করুন। তিনি কীলকসহ সমস্ত মন্ত্রের রক্ষাকারিণী। সকলের আত্মা, পরমাত্মা ও জীবাত্মা দেবী চণ্ডিকাই রক্ষা করেন।।৩৮।।

চণ্ডিকা দেবী আমার (সকলের) সাধন, সদ্জ্ঞান, সৎসঙ্গ এবং সদ্যোগ রক্ষা করেন।।৩৯।।

দেবী চণ্ডিকা সকলের সৎ কথা, সচ্চিন্তা, পূর্বদিকে এবং অগ্নিকোণে রক্ষা করেন।।৪০।।

দেবী চণ্ডী সেইরূপে দক্ষিণ দিকে, নৈঋত কোণে, পশ্চিমে বায়ুকোণে, উত্তরে ঈশাণ কোণে, এবং উর্ধ্ব ও অধো দিকে আমাকে (সকলকে) সর্বদা, সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।।৪১-৪২।।

মহেশ্বরী দেবী চণ্ডিকা আমার পুত্র, স্ত্রী, ভ্রাতা, ভগ্নি, বন্ধুবর্গ, কুটুম্ব প্রভৃতি কন্যা এবং দাসদাসীদিগকে মাতৃভাবে সর্বদা সর্বতোভাবে রক্ষা করেন।।৪৩-৪৪।।

দেবী চণ্ডিকা শাম্ভবী রূপে সকলের হস্তী, অশ্ব, সমস্ত গবাদি পশু এবং জন্তুদের দেহের সমস্ত পর্ব আপনভাবে রক্ষা করেন।।৪৫।।

বাস্তুবৃক্ষাদিকং সর্বং চণ্ডিকা রক্ষতে সদা।
সৈন্য স্বসৈন্যবর্গানাং চণ্ডিকা পরিরক্ষতু।।৪৬।।
শ্মশানে প্রান্তরেঽরণ্যে চণ্ডিকা পাতু সর্বদা।
রাজদ্বারে রণে ঘোরে পর্বতে বা রণে স্থলে।।৪৭।।
অগ্নি-বজ্রাদিদুর্যোগে বিবাদে শত্রুসঙ্কটে।
চণ্ডিকা পাতু সর্বত্র যথা ধেনুঃ সুতংপ্রতি।।৪৮।।
ইতি তে কথিতং কান্তে ত্রৈলোক্য মঙ্গলাভিধম্।
ত্রৈলোক্য মঙ্গলং নাম কবচং পরিকথ্যতে।।৪৯।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রুদ্রচণ্ডীং পঠেদ্ যদি।
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি।।৫০।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রুদ্রচণ্ডীপাঠং করোতি যঃ।
বিপরীতং ভবেৎ সর্বং বিঘ্নস্তস্য পদে পদে।।৫১।।
তদনন্তং ভবেৎ সর্বং কবচাধ্যায়মাত্রতঃ।
ধারণে কবচং দেবি ফলসংখ্যা পরিপূরকম্।।৫২।।
তত্রৈব কবচং দেবি সর্বাশা পরিপূরকম্।
পঞ্চবক্ত্রেন কথিতং কিং ময়া কথ্যতেঽধুনা।।৫৩।।

দেবী চণ্ডিকা বাস্তুবৃক্ষাদি সকলকে রক্ষা করবেন। তিনি নিজ সেনাবর্গকে সর্বদা পরিরক্ষা করবেন।।৪৬।।

শ্মশানে, প্রান্তরে, অরণ্যে, রাজদ্বারে, যুদ্ধে, বিভীষিকায়, পর্বতে বা রণস্থলে চণ্ডিকাদেবী সর্বদা রক্ষা করুন।।৪৭।।

গাভী যেমন তার বৎসকে রক্ষা করে, সেইরূপ দেবী চণ্ডিকা আমাকে অগ্নি-বজ্রাদি দুর্যোগে, বিবাদে, শত্রুসংকট থেকে রক্ষা করুন।।৪৮।।

হে প্রিয়ে, এই আমি তোমাকে ত্রৈলোক্যের মঙ্গলকারী ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামক কবচের কথা বললাম।।৪৯।।

এই কবচকে না জেনে বা পাঠ না করে যিনি চণ্ডীপাঠ করবেন, কল্পকোটিশততেও তাঁর পাঠ সিদ্ধ হবে না।।৫০।।

এই কবচ পাঠ না করে যিনি চণ্ডীপাঠ করবেন, তাঁর সবকিছু বিপরীত হবে এবং পদে পদে বিঘ্ন হবে।।৫১।।

হে দেবি, এই কবচের পাঠমাত্রই অনন্ত ফলভাগী হবে এবং এই কবচ ধারণে ফলসংখ্যা অসীম হবে।।৫২।।

হে দেবি এই কবচ সকলের সমস্ত আশ প্রপূরক। আমি এখন আর কি বলব? আমি পঞ্চাননকেই এই কবচের ফলের কথা বলেছি।।৫৩।।

ভূর্জ্জে গন্ধাষ্টকৈনৈব লিখেত্ত কবচং শুভম্।
সমন্ত্রং কবচং দেবি স্বমন্ত্রং পুটিতং ততঃ।।৫৪।।
গোত্রং নাম ততঃ কামং পূর্ণমন্ত্রং লিখেৎ প্রিয়ে।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।।৫৫।।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রেণ প্রতিষ্ঠাং কুরুতে ততঃ।
পূজয়েদ্ বিধিযুক্তেন পঞ্চাঙ্গং তদনন্তরম্।।৫৬।।
এবং তে ধারয়েদ্ যস্তু স রুদ্রো নাত্র সংশয়ঃ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ হৃন্নাভিকটিদেশতঃ।।
যোষিদ্ বামভুজে ধৃত্বা সাক্ষাৎকালী ন সংশয়ঃ ।।৫৭।।
ধনং পুত্রং জয়ারোগ্যং যদ্ যন্মনসি কামদম্।
তত্তৎ প্রাপ্নোতি দেবেশি নিশ্চিতং মম ভাষিতম্।
ন সন্দেহো ন সন্দেহো ন সন্দেহঃ কদাচন।।৫৮।।
দেয়ং শিষ্ঠায় শান্তায় গুরুভক্তিরতায় চ।
শক্তিধ্যেয়াঃ শক্তিরতাঃ শক্তিপ্রাণাঃ সদাশয়াঃ।।৫৯।।
এবং তল্লক্ষণৈর্যুক্তং কবচং দীয়তে ক্বচিৎ।
নিত্যং পূজা প্রকর্ত্তব্যা কবচং পরমং শিবে।।৬০।।

হে দেবি, গন্ধাষ্টকেরা দ্বারা এই কল্যাণকর কবচ ভূর্জপত্রে মন্ত্রসহ লিখে নিয়ে তারপর সেই মন্ত্রের দ্বারা পুটিত করতে হবে।।৫৪।।

হে প্রিয়ে, উভয়পক্ষের অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশীতে কবচের মধ্যে নাম, গোত্র, কামনা এবং পূর্ণমন্ত্র লিখতে হবে।।৫৫।।

তারপর প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রে প্রতিষ্ঠা করে বিধি অনুসারে পঞ্চাঙ্গ পূজা করতে হবে।।৫৬।। এই কবচ ধারণ করলে, ধারণকারী সাক্ষাৎ রুদ্র হবেন, এতে কোনো সন্দেহ নেই। পুরুষ এই কবচ কণ্ঠে, দক্ষিণ বাহুতে, হৃদয়ে অথবা নাভিদেশে ধারণ করবেন, আর নারী বাম বাহুতে ধারণ করে সাক্ষাৎ কালীসমান হবেন। এতে কোনো সন্দেহ নেই।।৫৭।।

ধন, পুত্র, জয়, আরোগ্য, প্রভৃতি যা যা কামনা মনে জাগবে, হে দেবেশি, ধারণে তাই লাভ করবে—একথা আমি নিজ মুখে বলছি। এতে কখনো কোনো সন্দেহ নেই-কোন সন্দেহ নেই—কোনো সন্দেহ নেই।।৫৮।।

হে দেবি, এই কবচ শিষ্টজনকে, শান্তজনকে এবং গুরুভক্তিরত জনকে দেবে। এটি শক্তিধ্যেয়, শক্তিরত, শক্তি প্রাণ, সদাশয়।।৫৯।।

হে শিবে, যদি এই লক্ষণযুক্ত কবচ এই লক্ষণযুক্ত জনকে দেওয়া হয় কখনো, তবে এই পরমকবচকে নিত্য পূজা করতে হবে।।৬০।।

অশক্তৌ পরমেশানি পুষ্প ধূপং প্রদাপয়েৎ।
তস্য দেহে তস্য গেহে চণ্ডিকা ত্বচলা ভবেৎ।।৬১।।
খলে দুষ্টে শঠে মূর্খে দাম্ভিকে নিন্দুকে তথা।
শক্তিনিন্দাং শক্তিহিংসাং যঃ করোতি স পামরঃ।।
এতেষাং পরমেশানি সুকৃতির্ন কদাচন।।৬২।।
ন দদ্যাৎ কবচং দেবি যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্।
দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ দত্তে চ শিবহা ভবেৎ।।৬৩।।

ইতি শ্রী রুদ্রযামল তন্ত্রে শ্রীপার্বতীরহস্যে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং
নাম রুদ্রচণ্ডীকবচং সমাপ্তম্।।ওঁ তৎসৎ ওঁ।।

হে পরমেশ্বরি, যে অশক্ত, সে এই কবচে কেবল পুষ্প ও ধূপ দেবে। তার দেহে এবং তার গৃহে চণ্ডিকা অচলা হয়ে থাকবেন।।৬১।।

শক্তি নিন্দা, শক্তি হিংসা যে করে, সে পামর। হে পরমেশ্বরি এদের কোনো সুকৃতি নেই।।৬২।।

হে দেবি, যদি নিজের কল্যাণ ইচ্ছা কর, তবে এটি খল, দুষ্ট, শঠ, মূর্খ, দাম্ভিক ও নিন্দুককে দেবে না। এদের দান করলে সিদ্ধিহানি হবে এবং তুমি শিবঘাতিনী হবে।।৬৩।।

।। এই রুদ্রযামলতন্ত্রে শ্রীপার্বতীরহস্যে
ত্রৈলোক্যমঙ্গল নামে
রুদ্রচণ্ডীকবচ
সমাপ্ত।।

।। অথ শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী।।

প্রথমাবচ্ছেদঃ—

নমো রুদ্রচণ্ডিকায়ৈ

(ওঁ হ্রীঁ) শ্রী পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর।

যদুপাখ্যানমাশ্চর্য্যং সৌরথেয়ং বদস্ব মে।।১।।

শ্রী পার্বতী (পর্বতরাজ নন্দিনী—উমা) উবাচ (বললেন)—ভগবন্ (হে ভগবন্ রুদ্রদেব) ভূতভব্যেশ (হে ভূত অর্থাৎ সৃষ্ট এবং সৃজনীয়দের ঈশ—হে পরমদেবতা) ত্রৈলোক্যাধিপতে (হে ত্রিলোকের অধিপতি—অধীশ্বর) হর (হে মহাদেব-রুদ্রদেব) সৌরথেয়ং (সুরথ রাজার) যদ্ (যে) আশ্চর্যম্ (অতি বিস্ময়কর) উপাখ্যানং (উপাখ্যান—কাহিনী ও ঘটনা) অস্তি (আছে) তৎ (তাহা) মে (আমার প্রীতির জন্য) বদস্ব (বলুন)।

প্রথম অবচ্ছেদ

শ্রী পার্বতী রুদ্রদেবকে বললেন—হে রুদ্রদেব, হে ভূত এবং ভবনীয়গণের ঈশ, হে ত্রিভুবনেশ্বর, হে শঙ্কর—দেবাদিদেব মহাদেব! আপনি আমার প্রীতির জন্য রাজা সুরথের অতি বিস্ময়কর উপাখ্যান (সবিস্তারে) বর্ণনা করুন।।১।।

রুদ্র উবাচ।

অস্যাঃ শ্রীরুদ্রচণ্ডিকায়া ব্রহ্মাদয় ঋষয়োঽনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চণ্ডিকা দেবতা চতুর্বর্গসাধনে রুদ্রচণ্ডিকাপাঠে বিনিয়োগঃ।।

রুদ্রদেব বললেন—

এই শ্রীশ্রী রুদ্রচণ্ডিকাদেবীর মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিগণ হলেন ব্রহ্মাদি দেবগণ, ছন্দঃ—অনুষ্টুপ্, দেবতা—শ্রী চণ্ডিকা দেবী। ধর্ম, অথ, কাম এবং মোক্ষ—এই চতুর্বর্গ সাধনের জন্য রুদ্রচণ্ডী পাঠের বিনিয়োগ (প্রয়োগ) হয়।।

(সকামভাবে এই মাহাত্ম্য পাঠ করলে যথাক্রমে ধর্ম, অর্থ, কাম অর্থাৎ অভ্যুদয় বা ঐহিক উন্নতি লাভ হয়। কিন্তু নিষ্কামভাবে পাঠ করিলে মোক্ষ লাভ হয়। সুতরাং রুদ্রচণ্ডী পাঠে মানবজীবনের চতুর্বর্গ লাভ হয়—এই কারণে দেবীর আরাধনা করে রাজা সুরথ এবং বৈশ্য সমাধি যথাক্রমে রাজ্য ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন।)

ওঁ সাবর্নিরিতি বিখ্যাতো মনুরাসীন্মহেশ্বরি।
বক্ষ্যে ত্বয়ি তদুৎপত্তিং শৃণুষ্ব ত্বং সমাহিতা।।২।।
পূর্ব্বং যৎ সূচিতং কান্তে ন শ্রুতং ক্বাপি তদ্ যথা।
শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং রম্যে দেবি প্রৌঢ়ে বরাঙ্গনে।।৩।।
ইত্যুক্ত্বা সব্যহস্তেন চিবুকং গৃহ্য চুম্বিতম্।
বক্ত্রারবিন্দং সুন্দর্য্যাঃ কৃত্বা চোবাচ শঙ্করঃ।।৪।।
অধুনৈবাগতস্তত্র গণেশস্তন্ত্রবিদ্ গুরুঃ।।
প্রণম্য সাম্বিকং রুদ্রম্ উষিতং ভৈরবৈঃ সহ ।।৫।।

মহেশ্বরি (হে মহাদেবি, মহেশ্বরি), সাবর্ণিঃ ইতি (সাবর্ণিঃ নামে। সূর্যপত্নী সবর্নার পুত্র বলে তাঁর নাম হল সাবর্নি) বিখ্যাত (প্রসিদ্ধ) মনুঃ (মনু—জগতের অধীশ্বর) আসীৎ (ছিলেন)। তদুৎপত্তিং (তাঁর উৎপত্তির কথা) বক্ষ্যে (বলছি), ত্বং (তুমি) সমাহিতা (মনোযোগ পূর্বক) শৃণুষ্ব (শ্রবণ কর)।।২।।

পূর্ব্বং (পূর্বে) যৎ (যা) সূচিতং (ঘটেছিল) কিন্তু (কিন্তু) তৎ (তা) যথা (সেরূপ) ক্বাপি (কেউই) ন শ্রুতং (শোনে নি) কান্তে (হে প্রিয়ে) রম্যে (হে রমনীয়ে) দেবি (হে মহাদেবি) প্রৌঢ়ে (হে জ্ঞানবতি) বরাঙ্গনে (হে শ্রেষ্ঠে) ত্বং (তুমি) তৎ (তা) যথা (যথাপূর্ব) শ্রূয়তাং শ্রূয়তাম্ (বিশেষ মনোযোগ সহকারে অবধান কর) ।।৩।।

শঙ্করঃ (মহাদেব) ইতি উক্ত্বা (এই বলে) সব্যহস্তেন (বাম হাতে) সুন্দর্য্যাঃ (মহাদেবী চণ্ডিকার) চিবুকং (গণ্ডদেশ) গৃহ্য (ধরে) বক্ত্রারবিন্দ (মুখপদ্মকে) চুম্বিতং (চুম্বন) কৃত্বা (করে) চ (এবং) উবাচ (বললেন) ।।৪।।

অধুনা (এখন) তন্ত্রবিদ্ (তন্ত্রশাস্ত্রবিদ্) গুরুঃ (গুরুতুল্য) গণেশঃ (গণপতি) তত্র (সেখানে) আগতঃ (এসেছেন)। ভৈরবৈঃ সহ (ভৈরবগণের সাথে) উষিতং (বসবাসকারী) সাম্বিকম্ (দেবী-অম্বিকার সহিত) রুদ্রম্ (রুদ্রদেবকে) প্রণম্য (প্রণাম করে) অবদৎ (বললেন)—।।৫।।

হে মহাদেবি সাবর্ণি নামে প্রসিদ্ধ এক মনু ছিলেন। আমি তাঁর উৎপত্তির কথা তোমাকে বলছি। তুমি তা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর।।২।।

পূর্বে যা সূচিত হয়েছিল কিন্তু কেউ যা শোনে নি, হে প্রিয়ে, হে রমনীয়ে, হে মহাদেবী, হে প্রৌঢ়ে, হে শ্রেষ্ঠে আমি তা বলছি—তুমি তা শ্রবণ কর।।৩।।

এই বলে শঙ্কর ভগবান বামহস্তে মহাদেবীর চিবুক ধরলেন এবং মুখারবিন্দে চুম্বন করে দেবীকে বললেন।।৪।।

এখন তন্ত্রবিদ্ গুরু গণপতি সেখানে আগত। তিনি ভৈরবগণের সাথে বাসকারী দেবী অম্বিকার সহিত রুদ্রদেবকে প্রণাম করে বললেন—।।৫।।

নায়িকা যোগিনীভিঃ সা সাবধানেন শঙ্করী।
কৈলাসে যোগসংস্থানে মহদ্‌গুহ্যানি শ্রূয়তে।।৬।।
মহামায়ানুভাবেন যোহষ্টমঃ সূর্যসম্ভবঃ।।
চৈত্রান্মম্বধিপো রাজা স নাম্না সুরথঃ সুধীঃ।।৭।।
পূর্বং স্বারোচিষে জাতঃ সকলেহবনিমণ্ডলে।
জিতঃ কালে নৃপৈরন্যৈঃ সোহভূৎ কোলাখ্যকৈর্নৃপঃ।।৮।।
তথামাত্যৈরেব স তৈর্বনং যতো নৃপাগ্রণীঃ।
বিকেনৈব যত্রাস্তে বর্য্যো মেধা মহামুনিঃ।।৯।।

কৈলাসে (কৈলাস নামক পর্বতে) যোগসংস্থা (যোগীদের গম্যস্থানে) যোগিনিভিঃ (যোগিণীগণ কর্তৃক, কথিত কথা) সা (দেবী) শঙ্করী (সেই দেবী শঙ্করী, মহাদেবী—রুদ্রাণী) সাবধানেন (মনোযোগের সাথে), মহদ্‌গুহ্যানি (অত্যন্ত গোপনীয় সেই কথা) শ্রূয়তে (শুনলেন)।।৬।।

মহামায়ানুভাবেন (দেবী মহামায়ার প্রভাবে) সূর্যসম্ভবঃ (সূর্য হতে জাত) চৈত্রাৎ (চৈত্র বংশে উৎপন্ন) যোহষ্টম (যে অষ্টম মনু) অধিপঃ (অধিপতি হয়েছিলেন) সঃ-তিনি) নাম্মা (নামে) সুধী (জ্ঞানী) সুরথঃ (তিনি হলেন—রাজা সুরথ)।।৭।।

পূর্ব্বং (পূর্বে) স্বারোচিষে (দ্বিতীয় মনু স্বারোচিষের অধিকারকালে) সকলে অবনীমণ্ডলে (এই ভুবনমণ্ডলে) জাতঃ (জন্মেছিলেন) কালে (কালগত হলে) স (তিনি) নৃপৈঃ অন্যৈঃ (অন্য রাজগণ কর্তৃক) কোলাখ্যকৈঃ নৃপঃ অভূত (কোলাখ্যকদের দ্বারা রাজা হলেন)।।৮।।

তথা (তারপর) স (সেই) নৃপাগ্রনীঃ (নৃপশ্রেষ্ঠ সুরথ) তৈঃ অমাতৈঃ এব (সেই সমস্ত মন্ত্রিগণ কর্তৃকই) বনং (বনে) যতঃ (প্রেরিত হলেন) যত্র (যেই বনে) বর্য্যঃ (বরণীয়) মহামুনি (মুনিশ্রেষ্ঠ) মেধাঃ (মেধস) আস্তে (বাস করছিলেন)।।৯।।

কৈলাস নামক পর্বতের যোগসংস্থানে যোগিনীগণ কর্তৃক কথিত মহৎ গুহ্যকথা দেবী শঙ্করী মনোযোগের সহিত শ্রবণ করলেন।।৬।।

দেবী মহামায়ার প্রভাবে সূর্যসম্ভব যিনি অষ্টম মনু হয়েছিলেন তিনিই চৈত্র বংশে জাত হয়ে পরমজ্ঞানী সুরথ নামে রাজা হয়েচিলেন।।৭।।

পূর্বে তিনি স্বারোচিষের অধিকার কালে এই ভুবনমণ্ডলে জন্মেছিলেন। কালগত হলে তিনিই অন্য রাজগণকর্তৃক কোলাখ্যকদের রাজা হয়েছিলেন।।৮।।

তারপর সেই নৃপশ্রেষ্ঠ সুরথ অমাত্যগণ কর্তৃক বনে নির্বাসিত হলেন। সেই বনে বরণীয় মহামুনি মেধস বাস করতেন।।৯।।

তত্রাতিষ্ঠৎ কিয়ৎকালং বিচরন্ স তদাশ্রমে।
দৃষ্টবান্ জনমেকঞ্চ বৈশ্যং বিহরিণং বনে।।১০।।
তমপৃচ্ছন্ মহারাজ কস্মান্ ম্লানো ভবাং স্ততঃ।
রাজ্ঞা পৃষ্টঃ কৃতার্থ সন্ দুঃখিতোহহং ভবান্ যথা।।১১।।
বিবেকিনৌ তৌ মিলিতৌ প্রাপ্তাবেবান্তিকং মুনেঃ।
পৃষ্ঠো নৃপেণ বিপ্রোন্দ্রোহপ্যয়ং পুত্রৈর্নিরাকৃতঃ।।১২।।
অহং মমত্বকাপন্নো রাজ্যে রাজ্যাঙ্গকেম্বপি।
তথাপ্যেবাবয়োঃ কস্মাদ্ হার্দ্দী ভবতি তেযু চ।।১৩।।

সঃ (সেই রাজা সুরথ) কিয়ৎকালং (কিছুকাল) তত্র (সেখানে) বিচরন্ অতিষ্ঠৎ (বিচরণ করে বেড়াচ্ছিল)। তদাশ্রমে (সেই আশ্রমে) বনে বিরহিণং জনমেকং (বিরহী কোন একজনকে) বৈশ্যং (বৈশ্যজাতীয় লোককে) দৃষ্টবান্ (দেখলেন)।১০।

ততঃ (তারপর) মহারাজঃ (মহারাজ সুরথ) তম্ (তাকে—বৈশ্যকে) অপৃচ্ছৎ (জিজ্ঞেস করলেন)—কস্মাৎ (কেন) ভবান্ (আপনি) ম্লানঃ (বিষন্ন হয়ে আছেন)। রাজ্ঞা (রাজা কর্তৃক) পৃষ্ঠঃ (জিজ্ঞাসিত হয়ে) কৃতার্থঃ সন্ (ধন্য হয়ে) অবদৎ (বলল) ভবান্ (আপনি) যথা (যেমন) দুঃখিত (ব্যথিত) তথা (সেইরূপ আমিও)।।১১।।

বিবেকিনৌ তৌ (বিবেকবান তাঁরা দুজনা) মিলিতৌ (একত্রে) মুনেঃ অন্তিকং (মুনির কাছে) প্রাপ্তৌ এব (গিয়ে হাজির হলেন)। (তত্র—সেখানে) নৃপেণ (রাজা কর্তৃক) বিপ্রেন্দ্রঃ (সেই মহামুনি) পৃষ্ঠঃ (জিজ্ঞাসিত হলেন) অয়ং (এই ব্যক্তি) পুত্রৈঃ (পুত্রগণ কর্তৃক) নিরাকৃতঃ (বিতাড়িত)।।১২।।

অহং (আমি) রাজ্যে রাজ্যাঙ্গকেষু অপি (রাজ্যের প্রতি এবং রাজ্যের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি) মমত্বকাপন্নঃ (মমতাবান হয়ে পড়েছি)। তথাপি এব আবয়োঃ (তথাপি আমাদের দুজনার) তেষু (তাদের প্রতি) হার্দ্দী (অনুরাগ, আসক্তি) কস্মাদ্ (কেন) ভবতি (হয়) ।।১৩।।

সেই বনে কিয়ৎকাল বিচরণ করার কালে (সেই আশ্রমে) বিরহী কোনও একজন বৈশ্যকে দেখতে পেলেন।১০।

তারপর মহারাজ সুরথ সেই বৈশ্যকে জিজ্ঞেস করলেন—আপনাকে বিষন্ন দেখাচ্ছে কেন? তখন মহারাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে, নিজেকে ধন্য মনে করে বৈশ্য বললেন— আপনি যেমন দুঃখিত আমিও সেইরূপ দুঃখিত।১১।

তখন বিবেকবান তাঁরা দুজন একত্রে মিলিত হয়ে সে মহামুনির সামনে উপস্থিত হলেন। সেখানে মহারাজ মহামুনি মেধসকে জিজ্ঞেস করলেন—এই ব্যক্তি (বৈশ্য) তাঁর পুত্রগণ কর্তৃক বিতাড়িত।।১২।।

আমি রাজ্যের প্রতি এবং রাজ্যের প্রতিটি বিষয়ের প্রতি মমতাবান হয়ে পড়েছি। তাদের প্রতি আমাদের এত আসক্তি ও অনুরাগ হবার কারণ কি? ।।১৩।।

মেধসোক্তং বলবতী মহামায়া গদাভৃতঃ।
তয়া সংমোহ্যতে বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ।।১৪।।
চেতঃসু জ্ঞানিনাং দেবী নিত্যা ভগবতী হি সা।
বরদা মুক্তয়ে লোকে যোগনিদ্রাভিধীয়তে।।১৫।।
বিশ্বাধারা জগন্মূর্ত্তির্দৈত্যারেরীশ্বরী চ সা।
উৎপন্না পরমোৎপন্না বিষ্ণুনিদ্রা মৃষার্দ্দিনী।।১৬।।
নন্দজা বিন্ধ্যসংস্থানা হৈমী হরিহরপ্রিয়া।
স্তুতিঃ প্রীতিঃ সুরপ্রীতা কৃতিঃ প্রীতিঃ পুরাবহা।।১৭।।

মেধসা (মেধস মুনি কর্ত্তৃক) উক্তম্ (কথিত হল) গদাভৃতঃ (গদাধারী বিষ্ণুর) মহামায়া (মহামায়া) বলবতী (অত্যন্ত বলশালিনী)। তয়া (তাঁহা কর্ত্তৃক—মহামায়া কর্তৃক) বিশ্বং (এই বিশ্ব) সংমোহ্যতে (সংমোহিত রয়েছে), সৃজতি অবতি হন্তি চ (তিনিই জগৎকে সৃষ্টি করেন, পালন করেন এবং ধ্বংস করেন) ।।১৪।।

সা (সেই) দেবী (মহামায়া) ভগবতী (সর্বৈশ্বর্যশালিনী) জ্ঞানিনাং(বিবেকিগণের) চেতঃসু (চিত্তসকলে) নিত্যা (সনাতনী) সা (তিনি) বিশ্বাধারা (সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়স্থল) জগৎ-মূর্ত্তিঃ (বিশ্বরূপা) দৈত্য-অরেঃ - ঈশ্বরী (দেবতাদেরও ঈশ্বরী—মহাদেবী), সা (সেই) দেবী (দেবীচণ্ডিকা) উৎপন্না (উৎপন্না-জাতা) পরমোৎপন্না (পরমেশ্বরীরূপে উৎপন্না) বিষ্ণুনিদ্রা (বিষ্ণুর নিদ্রারূপা) মৃষার্দ্দিনী (মিথ্যাধ্বংসকারিণী)। নন্দজা (নন্দাত্মজা), বিন্ধ্যসংস্থানা (বিন্ধ্যবাসিনী), হৈমী, হরিহর প্রিয়া (হরিহরের প্রিয়া লক্ষ্মীরূপিণী ও পার্বতীরূপিণী), স্তুতিঃ (স্তবরূপা) প্রীতিঃ (প্রেমরূপা), সুরপ্রীতা (দেবগণের প্রিয়া শক্তি) কৃতিঃ (কার্যশক্তিরূপা) প্রীতিঃ (প্রেমশক্তিরূপা) পুরাবহা (সনাতনী) লোকে (সংসারে) সা (সেই দেবী) (যোগনিদ্রারূপে) অভিধীয়তে (কথিতা হন) ।।১৫—১৭।।

মহারাজ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে মহামুনি মেধস বললেন—ভগবদ্বিষ্ণুর মহামায়া অত্যন্ত বলবতী। সেই মহামায়াই জগতের সকলকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছেন। তিনিই এই বিশ্বের সৃজনকারিনী, পালনকর্ত্রী এবং ধ্বংসকারিনী।।১৪।।

সেই দেবী মহামায়া সর্বৈশ্বর্যশালিনী, বিবেকীগণের চিত্তস্থিতা সনাতনী শক্তি, তিনি বিশ্বাধারা, বিশ্বরূপিণী, দেবেশ্বরী। তিনি নিত্যা হয়েও উৎপন্না, পরমেশ্বরী, পরমা, বিষ্ণুর নিদ্রাশক্তিরূপা, মিথ্যাধ্বংসকারিণী, নন্দাত্মজা, বিন্ধ্যবাসিনী, যোগমায়াশক্তি, হৈমী, হরিহরপ্রিয়া, শক্তিরূপা, স্তুতিশক্তিরূপা, কার্যশক্তি ও প্রেমশক্তিরূপা, তিনি সনাতনী। তিনি ইহলোকে বরদা, মুক্তিদা ও যোগনিদ্রারূপে অভিহিতা হন।।১৫—১৭।।

যোগনিদ্রাসমাপন্নো যদা বিষ্ণুর্জ্জগদ্‌গুরুঃ।
তদা দ্বারসুরৌ ঘোরৌ মধুকৈটভসংজ্ঞকৌ।।১৮।।
হরিকর্ণমলোদ্‌ভূতৌ ব্রহ্মাণম্ হন্তুমুদ্যতৌ।
ভীতো ব্রহ্মা ভক্তিযুতস্ত্যমসীং শরণং গতঃ।।১৯।।
(ভয়াদ্ বাগ্‌ভিঃ স্তুতো ব্রহ্মা স্তৌতি তাদৃশীম্)।।
অতুলাং যোগনিদ্রাখ্যাং ভক্তাভীষ্টাং সুরাত্মিকাম্।
স্বাহা-স্বধা বষড়্‌রূপাং শুভাং পীযূষবাদিনীম্।।২০।।

যদা (যখন) জগৎ-গুরুঃ (জগৎগুরু—অপ্রতিহত ইচ্ছাসম্পন্ন) বিষ্ণুঃ (ঈশ্বর) যোগনিদ্রাসমাপন্ন (তামসীশক্তির আশ্রয়ে ছিলেন) তদা (তখন) মধুকৈটভসংজ্ঞকৌ (মধুকৈটভ নামক) ঘোরৌ (ভয়ঙ্কর) দ্বৌ (দুইটি) অসুরৌ (অসুর) হরি-কর্ণমল- উদ্‌ভূতৌ (ভগবান্ শ্রী হরির কর্ণমল হতে উৎপন্ন হয়ে) ব্রহ্মাণং (ব্রহ্মাকে) হন্তুম্ (হত্যা করতে) উদ্যতৌ (উদ্যত হল)। ভীতো (ভীত) ব্রহ্মা (বিশ্ব স্রষ্টা) ভক্তিযুতঃ (ভক্তিযুক্ত হয়ে) তামসীং (দেবী মহামায়াকে) শরণং (আশ্রয়) গতঃ (প্রাপ্ত হলেন) ।।১৮-১৯।।

(তদা—তখন) ব্রহ্মা (সৃজনকর্তা) বাগ্‌ভিঃ (স্তুতিময় বাক্য দ্বারা) তাদৃশীম্ (দেবী তামসীকে - সেইভাবে) স্তৌতি (স্তব করতে লাগলেন।)

(ব্রহ্মণঃ স্তুতিঃ — ব্রহ্মার স্তব)

হে দেবি (হে ভগবতী মহামায়া) ত্বাং (তোমাকে) অতুলাং (নিরুপমা) যোগনিদ্রাখ্যাং (মহামায়ানামক শক্তিকে) ভক্তাভীষ্টাং (ভক্তের বাঞ্ছিত ফলদাত্রীকে) সুরাত্মিকাম্ (দেবশক্তিময়ীকে) স্বাহা-স্বধা- বষড়্‌রূপাং (দেবগণের আহুতিদানের মন্ত্ররূপা—পিতৃগণকে পিণ্ডাদি দানের মন্ত্ররূপা—যজ্ঞমন্ত্ররূপাকে) শুভাং (কল্যাণকারিণীকে), পীযূষবাদিনীম্ (অমৃতভাষিণীকে) অক্ষরাং (হ্রাসবৃদ্ধি-আদি পরিণামহীনা, সত্তামাত্ররূপাকে) বীজরূপাং (বীজরূপাকে) চ (এবং) পালয়িত্রীং (পালনকারিণীকে) বিনাশিনীম্ (লয়রূপাকে) ত্রিধা মাত্রাত্মিকা (তিন প্রকারে মাত্রাত্মিকা—অর্থাৎ—হ্রস্ব, দীর্ঘ, প্লুত বা অ-কার, উ- কার, ম-কার লক্ষণা মাত্রাত্রয়-রূপা) স্থাং (অবস্থিতাকে) অনুচ্চার্য্যাং (উচ্চারণ রহিতাকে) মহেশ্বরীম্ (মহেশ্বরীকে) মহামায়াং (মহামায়াকে) মাতরং (জননীকে) সর্বমাতরম্ (জগজ্জননীকে) অর্ধমাত্রাং (নির্গুণাকে বা তুরীয়ারূপাকে) চ (এবং) সাবিত্রীং (ব্যাহৃতিরহিতা গায়ত্রীমন্ত্ররূপাকে) মহাবিদ্যাং (মহাবিদ্যা স্বরূপাকে) বিনোদিনীম্ (মহাদেব মনোরমাকে) স্তৌতি (স্তব করলেন)।।২০-২২।।

যখন ভগবান জগদ্‌গুরুঃ বিষ্ণু যোগনিদ্রায় নিমগ্ন হলেন (অর্থাৎ প্রলয়কালে বিষ্ণুর সাত্ত্বিকী পালনীশক্তি নিষ্ক্রিয় হল) তখন মধু ও কৈটভ নামে প্রসিদ্ধ ভয়ঙ্কর দুই অসুর ভগবান শ্রীহরির কর্ণমল হতে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মাকে (জগতের সৃষ্টিকর্তাকে) হত্যা করতে উদ্যত হল। তারপর ভীত ব্রহ্মা (অসুর দুইটিকে সম্মুখে দেখে বিষ্ণুর জাগরণের নিমিত্ত) ভক্তিযুক্ত হয়ে বিষ্ণুর তামসীশক্তির আশ্রয় নিলেন।।১৮-১৯।।

অক্ষরাং বীজরূপাঞ্চ পালয়িত্রীং বিনাশিনীম্।
ত্রিধামাত্রাত্মিকাস্থাঞ্চ অনুচ্চার্য্যাং মহেশ্বরীম্।।২১।।
মহেশ্বরীং মহামায়াং মাতরং সর্বমাতরম্।
অর্ধমাত্রাঞ্চসাবিত্রীং মহাবিদ্যাং বিনোদিনীম্।।২২।।
ইত্থং স্তুতা ত্যক্তবতী ষড়ঙ্গং মধুবৈরিণঃ।
স চোত্তস্থৌ জগদ্‌বন্ধ র্যুযুধে বাহুযুদ্ধতঃ।।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ততস্তৌ দানবৌ মৃতৌ ।।২৩।।

এবং (এইরূপে) স্তুতা (স্তুত হয়ে) ষড়ঙ্গং (ষড়ঙ্গকে) ত্যক্তবতী (ত্যাগ করলেন) মধুবৈরিণঃ (মধুনামক অসুরের শত্রুর)। স (সেই) জগদ্‌বন্ধু উত্তস্থৌ (শ্রী হরি উত্থান করলেন) চ (এবং) পঞ্চবর্ষ সহস্রাণি (পাঁচ হাজার বৎসর) বাহুযুদ্ধতঃ (ঐ দুই অসরের সাথে বাহুযুদ্ধে) যুযুধে (যুদ্ধ করলেন)। ততঃ (তারপর) তৌ (সে-ই) দানবৌ (মধুকৈটভ নামক দুই দানব) মৃতৌ (মারা গেল)।।২৩।।

(তখন ব্রহ্মা স্তুতিময় বাক্যের দ্বারা দেবী তামসীকে স্তব করলেন) হে দেবি, তুমি নিরুপমা, মহামায়া, যোগনিদ্রারূপ, ভক্তজনের মনোবাঞ্ছাপুরণকারিণী, দেবশক্তিময়ী, স্বাহা-স্বধা-বষট্‌রূপা, কল্যাণী, অমৃতময়ী, পরিণামহীনা, সর্বাশ্রিয়রূপা, পালয়িত্রী, লয়রূপা, প্রণবরূপা, অনুচ্চারণীয়া, ভগবমা, মহেশ্বরী, মহামায়া, জগজ্জননীরূপা, নির্গুণা, গায়ত্রীমন্ত্র রূপা, মহাবিদ্যা এবং মহাদেব মনোরমা, তোমাকে আমি স্তুতি করি।।২০-২২।।

এই রূপে স্তবে স্তুত হয়ে দেবী মহামায়া মধুকৈটভের শত্রুর জন্য ষড়ঙ্গকে ত্যাগ করলেন। তখন জগৎপালক জগদ্‌বন্ধু যোগ নিদ্রা হতে গাত্র উত্থান করে বাহুযুদ্ধে ঐ দানবদ্বয়ের সাথে পাঁচ হাজার বৎসর যুদ্ধ করলেন। তারপর ঐ দুই দানব নিহত হল। ।।২৩।।

ততো দেবাসুরং যুদ্ধং শতবর্ষমভূৎ পুরা।
পরাজিতোহভূতদ্ দেবেন্দ্র ইন্দ্রোহভূন্মহিষাসুরঃ।।২৪।।
ততঃ সা তামসী দেবী দেবতেজঃ সমুদ্ভবা।
জঘান সপ্তসেনান্যশ্চিক্ষুরাখ্যমুখাং স্তথা।।২৫।।
উগ্রবীর্য্যাদিকানাঞ্চ সেনাশ্চ চতুরঙ্গিনীঃ।
খুরক্ষেপাদিকোন্মত্তং মায়িকং মহিষং রণে।।২৬।।
মাহিষং সৈংহিকং রূপং পৌরুষং হাস্তিকং তদা।
দ্বৈরূপ্যঞ্চ যথা কৃত্বা জঘান বরবার্ণিনী।।২৭।।

পুরা (পুরাকালে কোন একসময়ে) শতবর্ষং (একশত বৎসর ধরে) দেবাসুরং (দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে) যুদ্ধং (যুদ্ধ) অভূৎ (হয়েছিল)। (তস্মিন্ যুদ্ধে—সেই যুদ্ধে) দেবেন্দ্রঃ (দেবরাজ) পরাজিতঃ (পরাজিত) অভূৎ (হলেন) চ (এবং) মহিষাসুরঃ (মহিষ নামক অসুর) ইন্দ্রঃ (দেবতাদের রাজা) অভূৎ (হলেন)।।২৪।।

ততঃ (তারপর) সা (সেই) দেবী তামসী (মহামায়া দেবী তামসী) দেবতেজঃ (দেবতাদের তেজে—মহাশক্তিতে) সমুদ্ভবা (সমুদ্ভূত হয়ে) চিক্ষুরাখ্যমুখাং (মহিষাসুরের সেনানায়ক—চিক্ষুর নামক অসুর প্রমুখ) সপ্তসেনান্যঃ (সপ্তসেনানায়ককে) তথা (আরও) উগ্রবীর্য্যদিকানাং (উগ্রবীর্যাদি সেনানায়ককে) চ (এবং) চতুরঙ্গিনীঃ (হস্তি-অশ্ব-রথ-পদাতিক এই চতুরঙ্গের) সেনাঃ (সৈন্যদিগকে) জঘান (হত্যা করলেন)। তদা (তখন) ক্ষুরক্ষেপাদিকোন্মত্তং (ক্ষুরাঘাত প্রভৃতিতে উন্মত্ত) মায়িকং (মায়াধারী) মহিষং (মহিষকে—আক্রমণ করলে) তদা (তখন) (সে অসুর কখনো) মাহিষং (মহিষ) সৈংহিকং (সিংহরূপ) হাস্তিকং (হস্তিরূপ) বরবর্ণিনী (দেবী মহামায়া তামসী) যথা কৃত্বা (যাকে যেরূপ দরকার তা করে) জঘান (হত্যা করলেন)।।২৫-২৭।।

পুরাকালে কোন একসময়ে একশত বৎসর ধরে দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে (এক ভয়ঙ্কর) যুদ্ধ হয়েছিল। সেই যুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র পরাজিত হয়েছিলেন এবং মহিষ নামস অসুর তখন (স্বর্গরাজ্য দখল করে) দেবতাদের অধিপতি হলেন।।২৪।।

তারপর সেই দেবী তামসী দেবতেজে সমুদ্ভুতা হয়ে চিক্ষুর প্রমুখ সপ্ত সেনানায়ককে এবং উগ্রবীর্য্যাদি চতুরঙ্গ সেনাদেরকে বধ করলেন। তারপর ক্ষুরাঘাত প্রভৃতিতে উন্মত্ত মায়িক মহিষকে রণে বধ করলেন। তখন অসুর কখনো মহিষরূপ, কখনো সিংহরূপ, কখনো হস্তিরূপ ধারণ করেছিল। বরবর্ণিনী দেবী মহামায়া তামসী যাকে যে ভাবে পারলেন বধ করলেন।।২৫—২৭।।

হিমালয়ে স্থিতৈর্দেবৈঃ স্তুতা দৈত্যনিপীড়িতৈঃ।
কালিকা শিবদূতী চামুণ্ডা মূর্ত্তিধরা পরা।।২৮।।
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা ধূম্রনেত্রং নিপাতিতম্।
চণ্ডং মুণ্ডং রক্তবীজং রক্তবিন্দুসমুদ্ভবম্।।২৯।।
কন্ব্বন্বয়ং কোটিবীর্য্যং কালকেয়ঞ্চ কালকম্।
ধৌম্রং মৌর্যং দৌহৃদঞ্চ ষড়শীতিসহস্রকম্।।৩০।।
কালকেয়াদি সৈন্যঞ্চ সর্বং নায়কভূষিতম্।
পুনঃ শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দৈত্যরাজং জঘান সা ।।৩১।।
দেবানাং স্থানমাদত্তং শেষং পাতালসংস্থিতম্।
কৃত্বা রমতি কল্যাণী রণস্থল্যাং রণপ্রিয়া।।৩২।।

হিমালয়ে (কৈলাসে) স্থিতৈঃ (অবস্থানকারী) দেবৈঃপীড়িতৈঃ (অসুরপীড়িত দেবগণকর্তৃক) স্তুতা (স্তবে সন্তুষ্টা) পরা (দেবী মহামায়া) কালিকা শিবদূতী চামুণ্ডা মূর্তিধরা (কালিকা, শিবদুতী, চামুণ্ডা প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করে) সুগ্রীবস্য (সুগ্রীবের) বচঃ (বাক্য) শ্রুত্বা (শুনে) ধূম্রনেত্রং (ধূম্রনেত্রকে) নিপাতিতম্ (নিহত করলেন)। ততঃ সা (সেই মহাদেবী তামসী মহামায়া) চণ্ডং মুণ্ডং রক্তবিন্দু সমুদভবং রক্তবীজং (চণ্ডকে, মুন্ডকে এবং রক্তবিন্দু হতে জাত রক্তবীজকে) কন্ব্বন্বয়ং (কন্ব্বন্বয়কে) কোটিবীর্য্যং চ কালকেয়ং কীলকং ধৌম্রং মৌর্য্যং দৌহৃদম্ চ তেষাং ষড়শীতি-সহস্রকং নায়কভূষিত কালকেয়াদি সৈন্যং চ সর্বং (কোটি বীর্য কোলকেয়কে, ধৌম্রকে, মৌষ্যকে) চ (এবং) কীলককে, এবং দুর্মননকে দৌহৃদঞ্চ (দুষ্ট হৃদয় সম্পন্ন দৈত্যেকে) হতং (নিহত) রক্তবীজকে, পুনরায় দৈত্যরাজ শুম্ভকে নিশুম্ভ নামক দৈত্যরাজকে, প্রভৃতি দৈত্যের নায়কীভূত ছিয়াশি হাজার সেনা নায়ককে (বধ করলেন)।।২৮-৩১।।

ততঃ (তারপর) দেবী (কল্যাণী তামসী) দেবানাং (দেবতাদের) স্থানম্ (স্থান) আদত্তং (ছিলেন) শেষং (শেষ অসুরদের) পাতাল সংস্থিতম্ (পাতালে সংস্থান) কৃত্বা (করে) কল্যাণী (মহাদেবী মঙ্গলা তামসী) রণপ্রিয়া (রণে আনন্দা) রণস্থল্যাং (রণক্ষেত্রে) রমতি (রমণ করতে লাগলেন)।।৩২।।

কৈলাসে অবস্থিত দৈত্যনিপীড়িত দেবগণ কর্তৃক স্তুতা হয়ে সেই পরাদেবী মহামায়া তামসী কালিকা, শিবদূতী, চামুণ্ডা প্রভৃতি মূর্ত্তি ধারণ করে সুগ্রীবের বাক্য শুনে ধূম্রনেত্র নামক অসুরকে বধ করলেন। তারপর সে তামসীদেবী—চণ্ড, মুণ্ড, রক্তবিন্দুজাত রক্তবীজ, কোটিবীর্য্য, কলকেয় কীলক, ধৌম্র, দৌহৃদয়, তাদের নায়কীভূত প্রভৃতি দৈত্য সেনাপতিদের নিধন করে পুনরায় শুম্ভ ও নিশুম্ভ নামক দৈত্যরাজকে নিহত করলেন।।২৮-৩১।।

(শুম্ভ নিশুম্ভ বধের পর) দেবী কল্যাণী দেবতাদেরকে দিলেন (আবার) স্বর্গরাজ্য এবং অবশিষ্ট অসুরদের পাতালে স্থান করে দিয়ে রণপ্রিয়া দেবী তামসী রণস্থলীতে আনন্দ করতে লাগলেন।।৩২।।

তদা বৃহস্পতিমুখা মহর্ষিসুরসিদ্ধকাঃ।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈরণৈঃ স্তুতিঞ্চচক্রুরনুত্তমাম্।।৩৩।।

দেবস্তুতিঃ

কাত্যায়নী মাতৃকাখ্যা অপাং রূপা বিশোকিনী।
বৈষ্ণবী নারসিংহী চ বরাহী চ মহেশ্বরী।।৩৪।।
কৌমারী চ তথেন্দ্রানী ব্রহ্মানী চাগ্নিরূপিনী।
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহাকল্পা সরস্বতী।।৩৫।।
একবীরা ভ্রামরী চ তথৈব অষ্টভুজা শিবা।
দশহস্তা সহস্রভুজা সর্বশক্তিস্বরূপিনী।।৩৬।।

তদা (তখন) মহর্ষি-সুর-সিদ্ধকাঃ (মহর্ষিগণ, দেবগণ এবং সিদ্ধগণ) বৃহস্পতিমুখাঃ (দেবগুরু বৃহস্পতিকে আগে নিয়ে) নানাবিধৈঃ (নানাপ্রকার) স্তোত্রৈঃ (স্তোত্রের দ্বারা) উত্তমাম্ (উত্তম) স্তুতিং (দেবীর স্তুতি) চকার (করলেন)।।৩৩।।

দেবী রুদ্রচণ্ডিকা কাত্যায়নী (ঋষি কাত্যায়ণ প্রতিষ্ঠিতা দেবী কাত্যায়নী) মাতৃকাখ্যা (মাতৃশক্তিরূপা) অপাং রূপা (জলময়ী জলশক্তিরূপা) বিশোকিনী (শোকহারিণী), বৈষ্ণবী (বিষ্ণুশক্তিরূপা) নারসিংহী (নরসিংহ শক্তিরূপা) চ (এবং) বারাহী (বরাহশক্তিরূপা) চ (এবং) ইন্দ্রাণী (দেবরাজ ইন্দ্রশক্তিরূপা) তথা (সেইরূপ-তিনি) ব্রহ্মাণী (ব্রহ্মশক্তিরূপা) চ (এবং) অগ্নিরূপিণী (সাক্ষাৎ-অগ্নিশক্তিরূপা), মহাকালী (মহাকালেশ্বরী-মহাকালশক্তিরূপা) মহালক্ষ্মী (মহালক্ষ্মীস্বরূপা) মহাকল্পা (মহা-কল্পশক্তিরূপা) সরস্বতী (বাগ্‌দেবীরূপা)।।৩৫।।

(সেই দেবী) একবীরা (একবীরা) ভ্রামরী (ভ্রমরশক্তিরূপা) তথা (সেইরূপ) এব (ই), অষ্টভুজা (অষ্টভুজা) শিবা (শিব-শক্তিরূপা) দশহস্তা (দশবাহুসমন্বিতা) সহস্রভুজা (সহস্রবাহুধারিণী) সর্বশক্তিস্বরূপিনী (সর্বশক্তিস্বরূপা) ।।৩৬।।

তখন মহর্ষিগণ, দেবগণ এবং সিদ্ধগণ দেবগুরু বৃহস্পতিকে অগ্রে নিয়ে নানাপ্রকার স্তব দ্বারা দেবীর উত্তমা স্তুতি করতে লাগলেন।।৩৩।।

হে দেবী রুদ্রচণ্ডিকে সাক্ষাৎ কাত্যায়নী, তুমি মাতৃকারূপিণী, জলশক্তিরূপা, শোকহারিণী। তিনি বৈষ্ণবী নারসিংহী, এবং বারাহী এবং মাহেশ্বরী।।৩৪।।

দেবী রুদ্রচণ্ডিকে, তুমি কৌমারী, সে-রূপ তুমি ইন্দ্রাণী, তুমি ব্রহ্মাণী এবং অগ্নিরূপিণী, তুমি মহাকালী, মহালক্ষ্মী এবং মহকল্পা এবং তুমি বাগ্‌দেবী।।৩৫।।

হে দেবি, তুমি একবীরা, ভ্রামরী, সে-রূপ অষ্টভুজা শিবশক্তিরূপা, তুমি দশহস্তা, সহস্রভুজা এবং সর্বশকিতস্বরূপিণী ।।৩৬।।

মুনেস্তস্যোপদেশেন মৃণ্ময়ীং মধুমাসতঃ।
মূর্ত্তিং নির্মায় পূজাঞ্চক্রতুর্বৎসরত্রয়ম্।।৩৭।।
তত আগত্য সা দেবী তাভ্যামিষ্টং বরং দদৌ।
দুর্গাবরং সমালভ্য সূর্যবীর্য্য সমুদ্ভবঃ।।৩৮।।
মন্বন্তরাধিপঃ শ্রীমান্ সুরথঃ সম্ভবিষ্যতি।
সমাধিজ্ঞানমাসাদ্য মুক্তোহভূৎ তৎ প্রসাদতঃ।।৩৯।।
ইত্থং চণ্ডীং পঠেৎ যস্তু দ্বিজো বা প্রতিবাসরম্।
কুজে বা শনিবারে বা পঠন্ সর্ব ফলং লভেৎ।।৪০।।

তস্য (সেই) মুনেঃ (মুনি মেধসের) উপদেশেন (উপদেশে) মৃণ্ময়ীং (মাটির) মূর্ত্তিং (মূর্ত্তি) নির্মায় (তৈরী করে), মুধমাসতঃ (চৈতমাস হতে) বৎসরত্রয়ং (তিন বৎসর) পূজাং (পূজা) চক্রতুঃ (সুরথ ও সমাধি করলেন)।।৩৭।।

ততঃ (তারপর) বা (সেই) দেবী (চণ্ডিকা) আগত্য (এসে) তাভ্যাং (তাদের দুজনকে-সুরথ ও সমাধিকে) ইষ্টং (অভিলষিত, কাম্য) বরং (বর) দদৌ (প্রদান করলেন)। দুর্গাবরং (দেবী চণ্ডিকা-দুর্গাদেবীর বর—আশীর্বাদ) সমালভ্য (লাভ করে) সূর্য্য-বীর্য্য-সমুদ্ভবঃ (সূর্য্য বীর্য্য হতে পুনর্জন্ম লাভ করে) শ্রীমান্ সুরথঃ (ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ শ্রীযুক্ত সুরথ) মন্বন্তরাধিপঃ (মন্বন্তরের—অষ্টমমনুর—অধিপতি) সম্ভবিষ্যতি (হবেন)। সমাধিঃ (বৈশ্য সমাধি) জ্ঞানং (জ্ঞান) আসাদ্য (লাভ করে) তৎ প্রসাদৎ (দেবীর অনুগ্রহে) মুক্তঃ (ভববন্ধন হতে মুক্তি লাভ) অভূ (করলেন)।।৩৮-৩৯।।

ইত্থং (এই ভাবে) প্রতিবাসরম্ (প্রত্যেক দিনে) বা (অথবা) কুজে (মঙ্গলবারে) বা (অথবা) শনিবারে (শনিবারে) দ্বিজঃ (ব্রাহ্মণ), বা (অথবা) যঃ তু (যে কেউ) চণ্ডীং (রুদ্রচণ্ডী) পঠেৎ (পাঠ করবে), পঠন্ (সেই-পাঠকারী) সর্বফলং (পাঠের সমস্ত ফল) লভেৎ (লাভ-করবে) ।।৪০।।

তখ ন ঋষি মেধসের উপদেশে (সুরথ সমাধি—এই দুজন্মা) মৃন্ময়ী মূর্ত্তি তৈরী করে চৈত্রমাস হতে তিন বৎসর যাবৎ দেবীর পূজা করলেন।।৩৭।।

তারপর সেই দেবী চণ্ডিকা আবির্ভূত হয়ে তাঁদের দুজনকে (মহারাজ সুরথ ও বৈশ্য সমাধিকে) অভিলষিত বর প্রদান করলেন। দেবী দুর্গার বর লাভে সূর্য বীর্য্য হতে পুনর্জন্মগ্রহণ করে শ্রীমান সুরথ মন্বন্তরের অধিপতি হলেন। আর বৈশ্য সমাধি দেবী দুর্গার অনুগ্রহে জ্ঞানলাভ করে ভববন্ধন হতে মুক্তিলাভ করলেন।।৩৮-৩৯।।

এইভাবে প্রতিদিন বা কেবল শনি বা মঙ্গল যে কোন কোন ব্রাহ্মণ চণ্ডী পাক্টট করবে, সেই পাঠকারী চণ্ডীপাঠের সকল ফল লাভ করবে।।৪০।।

একাবৃত্ত্যা ভবেৎ সৌখ্যং ত্রিরাবৃত্ত্যোপসর্গতঃ।
স্যান্মুক্তো গ্রহদোষাচ্চ পঞ্চাবৃত্তং পঠেদ্‌যদি।।৪১।।
সপ্তাবৃত্তং মহাভীতৌ নবাবৃত্তশ্চ শান্তিতঃ।
বাজপেয়ফলঞ্চাপি রুদ্রাবৃত্ত্যাশ্বমেধিকম্।।৪২।।
গোমেধ-নরমেধস্য শত্রুনাশং তথার্কতঃ।।
মন্বাবৃত্ত্যা সুখী ভূয়াৎ কলাবৃত্ত্যা ভবদ্ধনী।।৪৩।।
যথাকামং সপ্তদশে তথা চাষ্টদশে শুভম্।

একবৃত্ত্যা (এক আবৃত্তি পাঠে) সৌখ্যং (সুখ) ভবেৎ (হবে), ত্রিরাবৃত্ত্যোঃ (তিন আবৃতি পাঠে) উপসর্গতঃ (সমস্ত প্রকার উপসর্গ হতে) মুক্তঃ (মুক্তঃ) স্যাৎ (হবে), চ (এবং) যদি পঞ্চাবৃত্তং (পঞ্চাবৃত্তি—পাঁচবার) পঠেৎ (পাঠ করে) গ্রহদোষাৎ (সমস্ত গ্রহদোষ হতে) মুক্তঃ স্যাৎ (মুক্ত হবে)।।৪১।।

যদি (যদি) সপ্তাবৃত্তং (সাতবার পাঠে) মহাভীতো (মহাভয় হতে), নবাবৃর্ত্তং (নয়বার পাঠে) শান্তিতঃ (শান্তিতে) বা রুদ্রাবৃত্ত্যা (একাদশবার আবৃত্তিতে) অশ্বমেধিকম্ (অশ্বমেধ) চ (এবং) বাজপেয়ফলং (বাজপেয় নামক যজ্ঞের ফল) অপি (ও) ভবতি (হয়)।। তথা (সেইরূপ) অর্কতঃ (দ্বাদশবার পাঠে) গোমেধ-নরমেধস্য (গোমেধ এবং নরমেধ যজ্ঞের) শত্রুনাশঃ (শত্রুদের ধ্বংস হয়)। মন্বাবৃত্ত্যা (চতুর্দশবার পাঠে) সুখী (মানুষ সর্বসুখে সুখী) ভূয়াৎ (হবে), কলাবৃত্ত্যা (ষোড়শবার পাঠে) ধনী (মানুষ অর্থবান্) ভবেৎ (হবে)।। সপ্তদশে (সপ্তদশবার পাঠে) যথাকামং (কামনা অনুযায়ী ফল লাভ) তথা (সেইরূপ) অষ্টাদশে (অষ্টাদশবার পাঠে) শুভম্ (কল্যাণ লাভ) ভবেৎ (হয়)।। বিংশাবৃত্ত্যা (কুড়িবার পাঠে) নারী (স্ত্রী) প্রিয়তমো (পাঠকের প্রিয়তম) যাতি (হয়) চ (এবং) ঋণং (ঋণ) হরেৎ (দূর হয়)।। পঞ্চবিংশাদ্ (পঁচিশবার পাঠে) স্বর্গ (স্বর্গলাভ) ভবেৎ (হবে) (আর) শতাবৃত্ত্যা (শতবার পাঠে) তব (হে ভগবতী, তোমার) প্রিয়ঃ (পাঠক, প্রিয়) ভবেৎ (হবে)। অষ্টোত্তর শতবৃত্ত্যা (একশত আটবার পাঠে) রাজসূয় ফলং (রাজসূয় যজ্ঞের ফল) লভেৎ (লাভ হয়) নিত্যপাঠাৎ (প্রতিদিন পাঠের ফলে) অগ্নিহোত্রী (অগ্নিহোত্রী) ভবেৎ (হয়) চ(এবং) হরেঃ দ্রবে (শ্রীহরির প্রবাহে— ভাগীরথীতে) দেহং ত্যজেৎ (মরণ হয়)।। হে বরাণনে (হে বরাণনে) সহস্রাবৃত্তি পাঠস্য (সহস্রবার পাঠের) ফলং (ফল) কিং স্যাদ্ (কি হয়) সত্যং (সত্যই) তদ্ বক্তুং (তা বলতে) বর্ষাযুতৈঃ অপি (অযুতবর্ষেও) ন হি শক্নোমি (সমর্থ নই)। হে সর্বেশি (হে সর্বেশি) মম (আমার) অরিসংঘবিঘাতকম্ (শত্রুকুলের ধ্বংসের কথা) উক্তং ইতি (কথিত হল)।

নারী প্রিয়তমো যাতি বিংশাবৃত্ত্যা ঋণং হরেৎ।।৪৪।।
পঞ্চবিংশাদ্ ভবেৎ স্বর্গী শতাবৃত্ত্যা তবপ্রিয়ঃ।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা রাজসূয় ফলং লভেৎ।
অগ্নিহোত্রী নিত্য পাঠাৎ তজেদ্দেহং হরের্দ্রব্যে।।৪৫।।
সহস্রাবৃত্তিপাঠস্য ফলং কিং স্যাদ্ বরাণনে।
তদ্ বক্তুং ন হি শক্নোমি সত্যং বর্যাযুতৈরপি।
ইত্যুক্তং মম সর্বেশি অরিসঙঘবিঘাতকম্।
সর্বেষাঞ্চৈব বর্ণনাং বিদ্যানাঞ্চ যশস্বিনী।
ইয়ং যোনিঃ সমাখ্যাতা সবর্তন্ত্রেষু সর্বদা।।৪৬।।
ইতি শ্রীমদাগম সন্দর্ভে শ্রীমদ্‌রুদ্রযামলে রুদ্রচণ্ডিকায়াং
হরগৌরীসংবাদে চণ্ডীরহস্যং নাম প্রথমাবচ্ছেদঃ পটলঃ।।

সর্বেষাং চ এব বর্ণনাং বিদ্যান্যনাং চ যশস্বিনী (সমস্ত বর্ণের এবং বিদ্যার মধ্যে যশস্বিনী) চ (বলে) সর্বদা (সর্বদা) সর্বতন্ত্রেষু (সমস্ত তন্ত্রের মধ্যে) ইয়ং (এই রুদ্রচণ্ডী) যোনিঃ (দেবী চণ্ডীর যোনিরূপে) সমাখ্যাতা (কথিত হয়)।।৪২-৪৬।।

এইভাবে একাবৃত্তি পাঠে সমস্ত রকম সুখ লাভ করবে, আর তিন আবৃত্তি পাঠ করলে সমস্ত প্রকার উপসর্গ হতে মুক্ত হবে, যদি পঞ্চাবৃত্তি পাঠ করে তবে সমস্ত গ্রহদোষ থেকে মুক্ত হবে।।৪১।।

সপ্ত আবৃত্তি পাঠের ফলে মহাভয় দূর হয়, নব (নয়) আবৃত্তি পাঠের ফলে সর্বশান্তি লাভ হয়।একাদশবার আবৃত্তিতে অশ্বমেধ এবং বাজপেয় নামক যজ্ঞের ফল লাভ হয়।। সেইরূপ দ্বাদশবার পাঠের ফলে গোমেধ এবং নরমেধ যজ্ঞের শত্রুদের বিনাশ হয়। চতুর্দশ বার পাঠে মানুষ সর্বসুখে সুখী হবে। ষোড়শ বার পাঠে পাঠকারী মানব ধনী হবে। সপ্তদশ বার পাঠে মানুষ কামনা অনুযায়ী ফল লাভ করবে। সেইরূপ অষ্টাদশ বার পাঠ করলে সর্বকল্যাণ লাভ হবে। বিংশতিবার পাঠে পাঠকের মনোরমা স্ত্রীরত্ন লাভ হবে এবং অঋণী হবে। পঞ্চবিংশতিবার (২৫ বার) পাঠে পাঠকের স্বর্গলাভ হবে। হে ভগবতি শতাবৃত্তি পাঠে পাঠক তোমার প্রিয়তম হবে।। অষ্টোত্তর শতাবৃত্তি করলে পাঠক পাঠ করবে রাজসূয় যজ্ঞের ফল পাবে। প্রতিদিন পাঠ করলে পাঠক হবে অগ্নিহোত্রী এবং ভাগীরথী প্রবাহে তার মরণ হবে।। হে বরাণণে সহস্রাবৃত্তি পাঠের ফল যে কী হয় তা আমি অযুতবর্ষেও বলতে সমর্থ নই।। হে সর্বেশি ভগবতি, আমার (দেবগণের) শত্রুকুলের বিঘাতের কথা (কাহিনী) কথিত হল। এই রুদ্রচণ্ডী সমস্ত বিদ্যার এবং সমস্ত বর্ণের মধ্যে যশস্বিনী। তাই এই রুদ্রচণ্ডী সর্বতন্ত্রের মধ্যে যোনিরূপে সমাখ্যাতা।।৪২-৪৬।।

।।শ্রীমদাগমসন্দর্ভে শ্রীমদ্‌রুদ্রযামলে রুদ্রচণ্ডিকার
হরগৌরী সংবাদে চণ্ডীরহস্য নামক
প্রথমাবচ্ছেদ পটল সমাপ্ত।।

।। মধ্যমাবচ্ছেদঃ ।।

রুদ্র উবাচ

রহস্যং চণ্ডিকাদেব্যা বিদিতং ভুবনত্রয়ে।
কায়বাক্‌চিত্তশুদ্ধঃ সন্ পঠন্ প্রিয়তমো ভবেৎ।।১।।
রুদ্রচণ্ডী মহাপুণ্যা ত্রিগুণাখ্যা বিধাতৃকা
তারিণী তরুণী তন্বী তন্ত্রিকা বিশ্বারূপিকা।।২।।
বিরোধিনী বিপ্রচিত্তা বাণীবর্ণাববোধিকা।
বাসিনী বনিতা বিদ্যা বরারোহা বিমোহিনী।।৩।।
বগলা শঙ্করী শান্তিঃ শুভা ক্ষেমঙ্করী দয়া।
মহাত্মিকা মনোরূপা সীতা মায়া মলাপহা।।৪।।
মাতা ভগবতী শক্তিঃ শিবা সাধ্যা সুরেশ্বরী।
সবনী সিংহসংবাহা শম্ভুবক্ষঃস্থলস্থিতা।।৫।।

চণ্ডিকা দেব্যাঃ (রুদ্রচণ্ডিকা দেবীর) রহস্য (স্তবমাহাত্ম্য) ভুবনত্রয়ে (ত্রিভুবনে) বিদিতং (জানা আছে)। কায়-বাক্-চিত্ত শুদ্ধঃ (শরীরে, বাক্যে ও মনে শুদ্ধ) সন্ (হয়ে) পঠন্ (পাঠকারী) চণ্ডিকাদেব্যাঃ (চণ্ডিকাদেবীর) প্রিয়তমঃ (প্রিয়তম) ভবেৎ (হবে)।।১।। রুদ্রচণ্ডী (রুদ্রচণ্ডিকাদেবীর মাহাত্ম্য) মহাপুণ্যা (মহৎপুণ্য প্রদানকারিণী) ত্রিগুণাখ্যা (স্বত্ত্ব-রজ-তমো এই ত্রিগুণময়ী — ত্রিগুণের তারতম্য বিধায়িনী) বিধাতৃকা (অন্তর্যামিনীরূপে বিধাত্রী) তারিণী (সংসার সমুদ্র হতে উদ্ধারকারিণী) তরুণী (সদা একরূপ—তরুণী-বালাবিদ্যারূপিণী) তন্বী (তন্বী-শরীরধারিণী) তন্ত্রিকা (সর্বতন্ত্রের সাররূপা—যোনিরূপা) বিশ্বরূপিকা (বিশ্বরূপিণী)।।২।। বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা (মহাদেব্যাম্বা বিরোধিনী ও বিপ্রচিত্তা) বাণী-বর্ণ-অববোধিকা (বাণীরূপা, অকারাদি সমস্ত বর্ণরূপা বা ওঁ-কারময়ী) বাসিনী (ব্রহ্মাণ্ডাশ্রয়িনী) বনিতা (হরমনোরমা—জগন্নারীরূপা) বিদ্যা (মহাবাক্য) লক্ষণা (ব্রহ্মবিদ্যারূপা) বরারোহা (ভগবতী) বিমোহিনী (বিশ্বমোহিনী)।।৩।। বগলা (বগলা নামক মহাবিদ্যারূপা) শঙ্করী (মহাদেবী) শান্তিঃ (ব্রহ্মাণ্ডশান্তিরূপা—ইন্দ্রিয়সংযম, বিষয়বিরতিরূপা) শুভা (সর্বশুভঙ্করী) ক্ষেমঙ্করী (মঙ্গলদায়িনী-অপরাধ-সহিষ্ণুতারূপিণী) দয়া (দয়ারূপিণী পরদুঃখনিবারণী) মহাত্মিকা (মহা আত্মিকা—মহদ্ আত্মারূপিণী) মনোরূপা (জগতের সমস্ত মনোরূপা) সীতা (সীতারূপিণী) ভগবতী (ষড়ৈশ্বর্যময়ী) শক্তিঃ (সর্বশক্তিময়ী) মলাপহা (মালিন্য বিদূরণকারিণী)।।৪।। মাতা (জগজ্জননী-ত্রিজগৎ পালনীরূপা) ভগবতী (ষড়ৈশ্বর্যশালিনী), শক্তি (সামর্থ্যরূপা), শিবা (কল্যানরূপা), সাধ্যা (সকলের সাধনযোগ্যা) সুরেশ্বরী (দেবগণের ঈশ্বরীরূপা) সবনী (সর্বকার্য্যসাধিনী), সিংহসংবাহা (সিংহবাহিনী) চ(এবং) শম্ভুবক্ষঃ স্থলস্থিতা (মহাদেব হৃদয়স্থিতা)।।৫।।

একাবৃত্তিং সংশৃণোতি নন্দিকেশো মহামনাঃ।
বিনায়কস্ত্রিরাবৃত্তিং গ্রহাঃ পঞ্চাথ ভৈরবাঃ।।৬।।
শৃণ্বন্তি কামদাঃ সপ্তঃ মানবো নবধাবৃত্তিম্।
অর্কাবৃত্তিঞ্চ দেবেন্দ্রো দৈবৈঃ সিদ্ধাদিভস্তথা।।৭।।
রুদ্রাবৃত্তিং রুদ্রগণাঃ সাদরা সুমনাস্তথা।
নবাবৃত্তিং যক্ষরাজঃ কলাবৃত্তিং তথা শচী।।৮।।
সমুদ্রজা সপ্তদশ ঋষিদারা দশাষ্টধা।
বিংশাবৃত্তিঞ্চ শমনঃ পঞ্চাবিংশং গদাধরঃ।।৯।।
শতাবৃত্তিং যোগিনীনাং ব্রহ্মা সাষ্টশতং সুরৈঃ।
সহস্রার্দ্ধং নায়িকানাং তদূর্দ্ধং শক্তিভিঃ সহ ।।১০।।
শতাবৃত্তিং নবাবৃত্তিমষ্টাবৃত্তিং মহেশ্বরী।
শ্রুত্বাভীষ্টং ফলং দদ্যাদ্ অন্যথা সুতঘাতিনী।।১১।।

(রুদ্র বললেন)

রুদ্রচণ্ডিকার স্তব রহস্য ত্রিভুবনে বিদিত। যিনি শুদ্ধ কায়-বাক্-মন হয়ে এই স্তব রহস্য পাঠ করবেন তিনি দেবী রুদ্রচণ্ডিকার অতীব প্রিয়তম হবেন।।১।।

দেবী রুদ্রচণ্ডিকা মহাপূণ্য প্রদানকারিণী, তিনি ত্রিগুণের তারতম্য বিধায়িনী, অন্তর্যামিনীরূপে বিধাত্রী। তিনি তারিণী, তিনি তন্বী, তিনি যোনিস্বরূপা, তিনি বিশ্বরূপিণী।।২।।

দেবী চণ্ডিকা মহাদেব্যম্বা বিরোধিনী, বিপ্রচিত্তা, তিনি বাক্যরূপিণী, তিনি প্রণবরূপিণী, তিনি জগদাশ্রয়িণী, বনিতা, তিনি ব্রহ্মবিদ্যারূপা, তিনি ভগবতী, হরমনোমোহিনী।।৩।।

দেবী রুদ্রচণ্ডিকাই বগলা, শিবানী, বিষয় বিরতিরূপা, মঙ্গলা, ক্ষেমঙ্করী, দয়ারূপিনী। তিনিই মহাদাত্মারূপা, মনোময়ী, তিনি সীতাদেবী, মায়া, দুঃখবিমোচনী।।৪।।

দেবী রুদ্রচণ্ডিকাই মাতা, ভগবতী, সামর্থ্যরূপা, কল্যাণী, সাধ্যা, তিনিই সুরেশ্বরী, তিনি সর্বানী, সিংহবাহিনী এবং তিনিই মহাদেব হৃদয়স্থিতা।।৫।।

মহামনা নন্দিকেশঃ (মহামনা নন্দিকেশ) রুদ্রচণ্ডিকায়াঃ একাবৃত্তিং (রুদ্রচণ্ডিকার একাবৃত্তি) সংশৃণোতি (শুনেছেন)। বিনায়কঃ (গণেশ) ত্রিরাবৃত্তিং (তিন আবৃত্তি) গ্রহাঃ (গ্রহগণ) তথা (এবং) ভৈরবাঃ (ভৈরবগণ) পঞ্চ (পঞ্চ আবৃত্তি) শৃণ্বন্তি (শুনেছেন) ।।৬।। কামদাঃ (কামদগণ) সপ্ত (সপ্তাবৃত্তি) মানবঃ (নরগণ) নবধা আবৃত্তিম্ (নয়বার আবৃত্তি) শৃণ্বন্তি (শুনেছেন)। দেবেন্দ্র (দেবরাজ) অর্কাবৃত্তিং (দ্বাদশবার আবৃত্তি) তথা (সেইরূপ) দৈবৈঃ (দেবগণকর্তৃক) চ (এবং) সিদ্ধভিঃ (সিদ্ধ প্রভৃতিগণ কর্তৃক)।।৭।। সাদরাঃ তথা সুমনাঃ (হৃদয়বান তথা সুমনা হল) রুদ্রগণাঃ (রুদ্রগণ) রুদ্রাবৃত্তিং (একাদশবার আবৃত্তি শুনেছেন)। যক্ষরাজঃ (যক্ষরাজ কুবের) নবাবৃত্তিং (নয়বার আবৃত্তি শুনেছেন) তথা (সেইরূপ) শচী

মহামায়া-বরং লব্ধ্বা সাবর্নিরষ্টমো মনুঃ।
অভবৎ পরমেশানি দুর্গাপাঠমিদং মহৎ।।১২।।
হরিকর্ণমলোদ্ভূতৌ মহাবীর্য্য মদোদ্ধতৌ।
উভয়াসুরৌসংহন্ত্রী হরিণা পরমেশ্বরী।।১৩।।

কলাবৃত্তিং (ষোড়শবার আবৃত্তি শুনেছেন)।।৮।। সমুদ্রজা (সমুদ্রজাতা লক্ষ্মী) সপ্তদশ (সপ্তদশবার) (এবং) ঋষিদারা (ঋষিপত্নীগণ) দশাষ্টধা (অষ্টাদশবার—শুনেছেন)।শমনঃ (ধর্মরাজ) সং শৃণোতি (শুনেছেন) বিংশাবৃত্তিং (কুড়িবার আবৃত্তি) (চ—এবং) গদাধরঃ (শ্রীবিষ্ণু—শুনেছেন) পঞ্চবিংশং (পঁচিশবার আবৃত্তি)।।৯।। শতাবৃত্তিং (শত আবৃত্তি) নবাবৃত্তি (নয়বার আবৃত্তি) (চ—এবং) অষ্টাবৃত্তিং (অষ্টাবৃত্তি) শ্রুত্বা মহেশ্বরী (মহাদেবী চণ্ডিকা) অভীষ্টং (কাঙ্ক্ষিত) ফলং (ফল) দদ্যাৎ (দান করবেন) অন্যথা (না হলে) মহাদেবী সুতঘাতিনী হবে।।১১।।

মহামনা নন্দিকেশ রুদ্রচণ্ডিকামাহাত্ম্যের একাবৃত্তি শুনেছিলেন। বিনায়ক (গণেশ) শুনেছিলেন ত্রিরাবৃত্তি, গ্রহগণ এবং ভৈরবগণ পঞ্চাবৃত্তি শুনেছেন। কামদগণ শুনেছেন সপ্তাবৃত্তি এবং মানবগণ শুনেছেন নবাবৃত্তি। দেবরাজ প্রমুখ দেবগণ এবং সিদ্ধগণ দ্বাদশাবৃত্তি শুনেছেন। একাগ্রমনা রুদ্রগণ একাদশবৃত্তি শুনেছেন। যক্ষরাজ শুনেছেন নবাবৃত্তি আর দেবেন্দ্রাণী শুনেছেন ষোড়শাবৃত্তি।। সমুদ্রজা (লক্ষ্মী) শুনেছেন সপ্তদশাবৃত্তি এবং ঋষিপত্নীগণ শুনেছেন অষ্টাদশাবৃত্তি। ধর্মরাজ এই রুদ্রচণ্ডীমাহাত্ম্য শুনেছেন বিংশতি আবৃত্তি। আর গদাধর স্বয়ং শুনেছেন পঞ্চবিংশ-আবৃত্তি।। যোগিনীগণ শুনেছেন শত আবৃত্তি, ব্রহ্মা শুনেছেন অষ্টশতাবৃত্তি। শক্তিসহ নায়িকাগণ শুনেছেন তার ঊর্দ্ধ সংখ্যক।। শত আবৃত্তি, নবাবৃত্তি এবং অষ্টাবৃত্তি শুনে মহেশ্বরী চণ্ডিকাদেবী পাঠকের অভীষ্ট ফল অবশ্যই দান করেন। অন্যথায় মহাদেবী সুতঘাতিনী হবেন।।৬-১১।।

পরমেশানি (হে পরমেশ্বরি) ইদং দুর্গাপাঠং (এই দুর্গাদেবীর মাহাত্ম্য পাঠ) মহৎ (অত্যন্ত শ্রেয়স্কর)। মহামায়া-বরং (ভগবতী মহামায়ার আশীর্বাদ) লব্ধ্বা (লাভ করে) সাবর্ণঃ (সূর্যপুত্র)—সাবর্নি অষ্টমঃ মনুঃ (অষ্টম মনু হয়েছিলেন)।।১২।।

পরমেশ্বরী (পরমেশ্বরী দেবী চণ্ডিকা) হরিকর্ণমল-উদ্ভূতৌ (হরিকর্ণমল হতে উদ্ভূত) মহাবীর্য্য-মদোদ্ধতৌ (মহাবীর্য্যবান এবং মদমত্ততায় উদ্ধত) উভয়াসুরৌ (শুম্ভ-নিশুম্ভ নামক উভয় অসুরকে) সংহন্ত্রী (হত্যা করলেন)।।১৩।।

হে পরমেশ্বরি, দুর্গাদেবীর এই মাহাত্ম্য পাঠ অত্যন্ত শ্রেয়স্কর। (এই মাহাত্ম্য পাঠের পর) ভগবতী মহামায়ার বর লাভ করে সূর্যপুত্র সাবর্ণি অষ্টম মনু হয়েছেন।।১২।।

পরমেশ্বরী দেবীচণ্ডিকা হরিকর্ণমল হতে উৎপন্ন, মহাবীর্যবান, মদমত্ততায় উদ্ধত শুম্ভ নিশুম্ভ নামক উভয় অসুরকে হত্যা করলেন।।১৩।।

জঘান মহিষং সংখ্যে পঞ্চবিংশতিকোটিভিঃ।
সেনাভিঃ পরমেশানি ত্বাং নতোহস্মি নতোহস্মি ত্বাম্।।১৪।।
নিযুতৈরষ্টভিঃ সংখ্যে নিশুম্ভ শুম্ভনাশিনী।
বিন্দূদ্ভবৈর্দ্বাদশভিস্তথাক্ষৌহিনীভিঃ শুভে।
জঘান দিতিজং সংখ্যে শতসপ্ততি কোটিভিঃ।।১৫।।
বিষ্ণুপ্রীতা ব্যাসরতা গণমাতা সরস্বতী।
পর্বস্তুতাষ্টমীরতা ষট্‌প্রণাম স্বরূপিণী।।১৬।।
নারায়ণ শ্লোকরূপা চণ্ডিকাহ্লাদরূপিণী।
তৎকুক্ষীপ্রভবা দেবী তদ্‌গুহ্যপরিবাদিনী।।১৭।।

চ (এবং) পঞ্চবিংশতিকোটিভিঃ (পঁচিশ কোটি) সেনাভিঃ (সেনার সহিত) সংখ্যে (রণে) মহিষং (মহিষাসুরকে) জঘনা (হত্যা করলেন), পরমেশানি (হে পরমেশ্বরী) ত্বাং (তোমাকে) নতঃ (প্রণত) অস্মি (হই) নতঃ (প্রণত) অস্মি (হই) ত্বাম (তোমাকে)।।১৪।।

শুভে (হে কল্যানি) সংখ্যে (যুদ্ধে) নিযুতৈঃ অষ্টভিঃ (অষ্টনিযুতসংখ্যক সেনা সহ) বিন্দু-উদ্‌ভবৈঃ দ্বাদশাভিঃ (রক্তবিন্দু হতে উৎপন্ন দ্বাদশ) অক্ষৌহিনীভিঃ (অক্ষৌহিনী সেনা সহ) তথা (আরও) শত-সপ্ততি-কোটিভিঃ (সত্তর শত কোটি সেনা সহ) দিতিজং (দিতির সন্তান—দৈত্যদেরকে) নিশুম্ভশম্ভনাশিনী (নিশুম্ভ শুম্ভনাশিনী—দেবী) জঘান (হত্যা করলেন)।।১৫।।

(তিনি) যুদ্ধে পঞ্চবিংশতি কোটি সেনার সহিত মহিষাসুরকে হত্যা করেছিলেন। হে পরমেশ্বরি তোমাকে নমস্কার করি, তোমাকে নমস্কার করি।।১৪।।

হে কল্যানি, অষ্ট নিযুত সংখ্যক সেনা, রক্তবিন্দু হতে উৎপন্ন দ্বাদশ অক্ষৌহিনীসেনা ও শতসপ্ততি কোটি সেনার সহিত দানবদেরকে শুম্ভনিশুম্ভনাশিনী হত্যা করেছেন।।১৫।।

দেবী রুদ্রচণ্ডী বিষ্ণুপ্রীতা (বিষ্ণুপ্রিয়া—নারায়ণী), ব্যাসরতা (ব্যাসশক্তিযুতা), গণমাতা (লোকমাতা—সর্বজননী—সর্বেশ্বরী), পর্বস্তুতা (পর্ব্বগুলিতে স্তুতা হন), অষ্টমীরতা (অষ্টমীতিথি সংস্তুতা) ষট্‌প্রণাম স্বরূপিণী (ষট্‌প্রণামরূপা)। নারায়ণ শ্লোকরূপা (নারায়ণ-শক্তিস্বরূপা) চণ্ডিকা-(তিনি দেবী চণ্ডিকার) আহ্লাদ রূপিণী (হ্লাদিনীশক্তিস্বরূপা)। তৎকুক্ষীপ্রভবা (সেই দেবী রুদ্রচণ্ডিকার কুক্ষিপ্রভাবজাতা) তদ্-গুহ্য-পরিবাদিনী (সে দেবী চণ্ডিকার অতিগূঢ় পরিবাদিনী), তদ্-বিকারা (সেই দেবী চণ্ডিকার বিকার স্বরূপা), তদ্ আধারা (তাঁর আধাররূপা) শতসপ্তপরায়ণা (শতসপ্তস্বরূপা)। মুক্তিরূপা (মুক্তিদা মুক্তিরূপা) নিয়োগাখ্যা (নিয়োগকারিণী) ন্যাসরূপাধিদেবতা (ন্যাসরূপের অধিদেবতা) ত্রিশামূর্ত্তি (ত্রিশক্তিমূর্ত্তিধারিণী—ত্রিশক্তিরূপা) শক্তিসারা (মহাশক্তি মূলাপ্রকৃতিরূপা) ত্রিচরিত্রার্গলা (ত্রিশক্তিচরিত্রার্গল) অধুনা (প্রকৃতিলোকে) কীলকাসূক্তসংভবা (কীলক এবং সূক্ত সংভবা দেবী চণ্ডিকা)।

তদ্‌বিকারা তদাধারা শতসপ্তপরায়ণা।
মুক্তিরূপা নিয়োগাখ্যা ন্যাসরূপাধিদেবতা।।১৮।।
ত্রিধামূর্ত্তিঃ শক্তিসারা ত্রিচরিত্রার্গলাধুনা।।
কীলকাসূক্তসংভবা কবচাহ্লাদিনী মহা।।১৯।।
উল্‌লাসিনী ষড়্‌গুণাখ্যা ত্রিদশাধ্যায়রূপিণী।
মাহাত্ম্যবাচিনী বালা সুরথরাজ্যসাধিকা।।২০।।
পুনশ্চাসৌ শারদীয়ে শারদীয়ামিষে রমে।
অরণ্যে রঘুনাথোঽপি মহাপূজাং করিষ্যতি।।২১।।
কাত্যায়নি বুদ্ধিরূপে অপবর্গ প্রদায়িনি।
নিমেষাদি স্বরূপেণ নারায়ণি নমোঽস্তু তে।।২২।।

কবচাহ্লাদিনীমহা (দেবী মহাকবচের আহ্লাদিনী-শক্তিস্বরূপা) উল্লাসিনী (উল্লাসশক্তিরূপা) ষড়্‌গুণাখ্যা (ষড়গুণরূপিণী) ত্রিদশধ্যায়রূপিণী (দেবশক্তিস্বরূপা) মাহাত্ম্যবাচিনী (মাহাত্ম্যশক্তিকথয়িত্রী) বালা (ত্রিপুরাসুন্দরী) সুরথরাজ্যসাধিকা (মহারাজ সুরথের রাজ্যদায়িনী)।।১৬-২০।।

রমে (হে রমে-মহামায়ে) শারদীয়ে (শারদীয়) ইষে (আশ্বিন মাসে) অরণ্যে (বনে) আসৌ (সেই) রঘুনাথঃ অপি (শ্রীরামচন্দ্রও) পুনঃ চ (এবং পুনরায়) শারদীয়াং (শারদীয়) মহাপূজাং করিষ্যতি (করবেন)।।২১।।

ঋষি কাত্যায়ণের আশ্রমে আবির্ভূতা (ত্বং—তুমি) কাত্যায়ণি (দেবি কাত্যায়নি) বুদ্ধিরূপে (সকলের বুদ্ধিস্বরূপা) অপবর্গ (মুক্তি) প্রদায়িনি (দায়িনী) নিমেষাদিস্বরূপেণ (নিমেষ প্রভৃতিকালস্বরূপা) নারায়ণি (নারায়ণ শক্তি) তে (তোমাকে/আপনাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক)।।২২।।

দেবী রুদ্রচণ্ডিকা বিষ্ণু প্রিয়া নারায়ণী ব্যাসরতা। তিনি গণমাতা, তিনিই বাগদেবী তিনি পর্বস্তুতা, অষ্টমীরতা, তিনি ষট্‌প্রণামস্বরূপিণী।। তিনিই নারায়ণশক্তিরূপা তিনি দেবী চণ্ডিকারই আহ্লাদশক্তিরূপা, তাঁরই কুক্ষীপ্রভাবা, তিনি মহাদেবী, দেবী চণ্ডিকারই অতিগূঢ়পরিবাদিনী, তিনিই তাঁর বিকার শক্তি, সর্বাধারা, শতসপ্তপরায়ণা, মুক্তিদানরূপা, সর্বকর্তৃত্বহেতু নিয়োগরূপা, তিনি ন্যাসরূপাধিদেবতা, ত্রিশক্তিমূর্ত্তিধারিণী, তিনি ত্রিচরিত্রার্গলা, কীলক ও সূক্ত সংভবা দেবী চণ্ডিকা, মহাকবচাহলাদিনী শক্তিরূপা, উল্লাসিনী, ষড়্‌গুণরূপিণী, দেবশক্তিস্বরূপা, স্বমাহাত্ম্যকথয়িত্রী, ত্রিপুরসুন্দরী, তিনিই মহারাজ সুরথের রাজ্যসাধিকা।।১৬-২০।।

হে মহামায়ে সেই শ্রীরামচন্দ্রও শারদীয় আশ্বিন মাসে (মাসের তিথিতে) অরণ্যে পুনরায় শারদীয়া মহাপূজা করবেন।।২১।।

হে দেবি, তুমি কাত্যায়নি, সর্বজনের বুদ্ধিস্বরূপা, সকলের মুক্তি প্রদায়িণি, নিমেষ প্রভৃতি কালরূপা। হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম।।২২।।

শরণ্যে নায়িকে ঘোরে শক্তিসিংহ সমন্বিতে।
রুদ্রে কৌরবরুদ্ধে চ নারায়ণি নমোহস্তুতে।।২৩।।
স্ত্রী সমস্তে সর্ববিদ্যে সর্বভূতাশয়স্থিতে।
কাত্যায়নি বিপ্রতাপে নারায়ণি নমোহস্তুতে।।২৪।।
চিক্ষুরশ্চামরোদগ্রবিড়ালোগ্রাস্যবাস্কলাঃ।
তথোগ্রবীর্য্যতাম্রাখ্যাসুরদুর্দ্ধর দুর্ম্মুখাঃ।।২৫।।
মহা হনূদ্ধতাদ্যাশ্চ নাশিতাচণ্ডিকে ত্বয়া।
তস্মাৎ সর্বানি সর্বেশি নারায়ণি নমোহস্তুতে।।২৬।।

(ত্বং—তুমি) শরণ্যে (একমাত্র আশ্রয়স্থল—শরণযোগ্যা) নায়িকে (অন্তর্যামিরূপে নায়িকা-চিৎশক্তি) ঘোরে (ভয়ঙ্করা) শক্তিসিংহসমন্বিতে (শক্তিরূপ সিংহযুক্তে)। রুদ্রে (রুদ্রা-ভয়ঙ্করা) কৌরবরুদ্ধে (কৌরবনামক নরকনিবারিনি) চ (এবং) নারায়ণি (নারায়ণশক্তি), তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক)।।২৩।।

স্ত্রী সমস্তে (সমস্ত নারীশক্তিরূপা) সর্ববিদ্যে (কালিকাদি দশমহাবিদ্যারূপা) সর্বভূতাশয়স্থিতে (সমস্ত ভূতের আশ্রয়স্থলা) কাত্যায়ণি (দেবি কাত্যায়নি) বিপ্রতাপে (বিশেষ প্রতাপদায়িনী) নারায়ণি (নারায়ণ শক্তি) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক)।।২৪।।

চণ্ডিকে (হে মহাদেবী চণ্ডিকা) ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক), চিক্ষুর-চামর-উদগ্র-বিড়াল-উগ্রাস্য-বাস্কলাঃ (চিক্ষু, চামর, উদগ্র, বিড়াল, উগ্রাস্য এবং বাস্কল নামক অসুর সেনানী) তথা (সেইরূপ) চ (এবং) উগ্রবীর্য্য-তাম্রাখ্য-অসুর-দুর্দ্ধর-দুর্মুখাঃ, মহাহনূ—উদ্ধতাদ্যাঃ (মহাশক্তিধর ও উদ্ধত অসুর উগ্রবীর্য্য, তাম্রাখ্য, দুর্দ্ধর, দুর্মুখ প্রভৃতি) নাশিতাঃ (নিহত হয়েছে)। তস্মাৎ (সেই কারণে) সর্ব্বাণি, সর্ব্বেশি (হে সর্ব্বাণি, হে সর্ব্বেশি) নারায়ণি (হে নারায়ণ শক্তি) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক)।।২৫-২৬।।

হে দেবি চণ্ডিকা, তুমি একমাত্র শরণযোগ্যা, তুমি নায়িকা (চিৎশক্তি), তুমি ভয়ঙ্করা, শক্তিরূপ সিংহযুক্তা, তুমি রুদ্রাণী, রৌরবনামক নরক-নিবারিণি। হে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।।২৩।।

হে মহাদেবি, তুমি সমস্ত নারী শক্তিরূপা, তুমি কালিকাদি সর্ব-মহাবিদ্যা, সর্বভূতের আশ্রয়স্থলা, তুমি দেবী কাত্যায়নি, তুমি প্রতাপদায়িনি। হে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।।২৪।।

হে মহাদেবী চণ্ডিকা, তুমি চিক্ষুর, চামর, উদগ্র, বিড়াল, উগ্রাস্য, বাস্কল প্রভৃতি অসুর সেনানীদের ন্যায় উগ্রবীর্য্য, তাম্রাখ্য, দুর্দ্ধর, দুর্মুখ প্রভৃতি মহাশক্তিধর ও উদ্ধত অসুরদিগকে নিহত করেছ। তাই হে সর্বানি, হে সর্বেশি, হে নারায়ণি, তোমাকে নমস্কার।।২৫-২৬।।

জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽস্তুতে।।২৭।।
শিবে দুর্গে মহামায়ে ভীমে ভয়বিনাশিনি।
চণ্ডিকে চণ্ডদৈত্যঘ্নি সুরাধ্যক্ষে পরে শিবে।।২৮।।
নারায়ণি নারসিংহি বারাহি বরদে বরে।
শরণ্যে সর্ব্বদে দেবি দুর্গে দুর্গবিনাশিনি।।২৯।।
ভবানি পরমারাধ্যে কৌমারি নিগমাবহে।
নিত্যস্মেরে নিধে দৌর্গে সর্বাশুভবিনাশিনি।।৩০।।

(হে দেবি), (ত্বং—তুমি) জয়ন্তী (জয়যুক্তা/সর্বোৎকৃষ্টা) মঙ্গলা (জন্মাদিনাশিনী),কালী (প্রলয়কালে সর্বসংহারিণী), ভদ্রকালী (মঙ্গলকারিণী), কপালিণী (মহাপ্রলয়কালে ব্রহ্মাদির কপাল হস্তে বিচরণকারিণী), দুর্গা (দুঃখপ্রাপ্যা), শিবা (চিৎস্বরূপা), ক্ষমা (করুণাময়ী), ধাত্রী (বিশ্বাশ্রয়া), স্বাহা (দেবপোষিণী), স্বধা (এবং পিতৃতোষিণী), তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক)।।২৭।।

হে দেবি ত্বং (তুমি) শিবে (চিৎস্বরূপা—কল্যাণী), দুর্গে (দুঃখপ্রাপ্যা), মহামায়ে (মহামায়া) ভীমে (ভয়ঙ্করি), ভয়বিনাশিনি (সর্বভয় বিদূরণকারিণি), চণ্ডিকে (দেবী চণ্ডিকা), চণ্ডদৈত্যঘ্নি (চণ্ডনামক অসুর হত্যাকারিণি), নারায়ণি (নারায়ণ-শক্তি), নারসিংহি (নরসিংহ শক্তিরূপা), বারাহি (বারাহি শক্তিস্বরূপা), বরদে (বরদা/কল্যাণদাত্রী), বরে (শ্রেষ্ঠা), শরণ্যে (শরণযোগ্যা), স্বর্ব্বদে (চতুবর্গদায়িকা), দেবি (মহেশ্বরি), দুর্গে (দুর্জ্ঞেয়া) দুর্গবিনাশিনি (দুঃখনাশিনি), ভবানী (মহাদেবি), পরমারাধ্যে (একমাত্র আরাধ্যা), কৌমারি (কুমারী শক্তিস্বরূপা), নিগমাবহে (নিগমবিহিতা), নিত্যস্মেরে (সর্বভাবে স্মরণ যোগ্যা), নিধে (ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী) দৌর্গে (দুরধিগম্যা), সর্বাশুভবিনাশিনি (সমস্ত অকল্যাণনাশিনি)।।২৮-৩০।।

হে দেবি, তুমি জয়ন্তী, তুমি মঙ্গলা, তুমি কালী, তুমি ভদ্রকালী, তুমি কপালিনী, তুমি দুর্গা, তুমি শিবা, তুমি ক্ষমা, তুমি জগদ্ধাত্রী, তুমি দেবপোষিণী, তুমি পিতৃতোষিণী। তোমাকে আমার নমস্কার।।২৭।।

হে দেবি, তুমি চিৎস্বরূপা, দুর্গা, মহামায়া, ভয়ঙ্করী, সর্বভয়-বিদূরণকারিণী, দেবী চণ্ডিকা, চণ্ডাসুরঘাতিনী, সুরাধ্যক্ষা, শ্রেষ্ঠা, কল্যাণী, নারায়ণশক্তিরূপা, নারসিংহী, বারাহী, বরদা, শ্রেষ্ঠা, শরণযোগ্যা, চতুবর্গফলদায়িনী, মহেশ্বরী, দুর্জ্ঞেয়া, দুঃখনাশিনী, ভবানী, পরমারাধ্যা, কৌমারী, নিগমাবহা, সর্বতঃ স্মরণযোগ্যা, ষড়ৈশ্বর্য্যময়ী, দুরধিগম্যা, সমস্ত অকল্যাণনাশিনী।।২৮-৩০।।

কৃতার্থোঽস্মি, কৃতার্থোঽস্মি কৃতার্থোঽস্মীতি ভাগ্যবান্।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং প্রসীদ পরমেশ্বরি।।৩১।।
ভবানীসন্নিধৌ যস্তু চণ্ডীমেতামুদীরয়েৎ।
দরিদ্রোঽপি ধনী ভূত্বা শিবলোকং ব্রজেৎ কিল।।৩২।।
শনিভৌমদিনে দেবি যদি চেন্দুক্ষয়ো ভবেৎ।
তদা দেব মণীন্দ্রাণাং শরণ্যঃ প্রপঠন্ ভবেৎ।।৩৩।।
ভৌমবারে কৃষ্ণপক্ষে যদি স্যাদষ্টমী তিথিঃ।
বিল্বপত্রসহস্রৈশ্চ সংপূজ্য তত্র পার্বতীম্।।৩৪।।
বলিং দত্ত্বা বিধানেন জপেদাগমচণ্ডিকাম্।
যদ্ যদিষ্টতমঃ লোকে তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতম্।।৩৫।।

(অহং—আমি) ভাগ্যবান্ (শ্রীমান্), অহং কৃতার্থঃ (আমি ধন্য), অস্মি (হই), অহং (আমি) কৃতার্থঃ (সার্থক) অস্মি (হই)। তুভ্যং (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার), তুভ্যং (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার), পরমেশ্বরি (হে পরমেশ্বরি) প্রসীদ (তুমি প্রসন্ন হও)।।৩১।।

যঃ (যিনি) তু (নিশ্চিতভাবে) ভবানী সন্নিধৌ (দেবী ভবানীর নিকটে) এতাম্ (এই) চণ্ডীম্ (রুদ্রচণ্ডী) উদীরয়েৎ (পাঠ করবেন) (সঃ—তিনি) দরিদ্রঃ অপি (দরিদ্র হয়েও) কিল (অবশ্যই) ধনী (ধনী) ভূত্বা (হয়ে) শিবলোকং (শিবলোকে) ব্রজেৎ (যান)।।৩২।।

যদি শনি-ভৌম দিনে চ (শনিবারে এবং মঙ্গলবারে) ইন্দুক্ষয়ঃ (অমাবস্যা তিথি) ভবেৎ (হয়), তদা (তা হলে) দেব-মুনীন্দ্রাণাং (দেবতা এবং মুনিশ্রেষ্ঠদের) শরণ্যঃ (আশ্রয় করে) প্রপঠন্ (এই রুদ্রচণ্ডী অবশ্যই পাঠ) ভবেৎ (করবে)।।৩৩।।

যদি কৃষ্ণপক্ষে (কৃষ্ণপক্ষে) ভৌমবারে (মঙ্গলবারে) অষ্টমী তিথিঃ স্যাৎ (অষ্টমী তিথি হয়) তত্র (সে দিন) আগম বিধানেন (আগমবিধি অনুসারে) বিল্বপত্রসহস্রৈঃ (হাজার বিল্বপত্রের দ্বারা) পার্বতীম্ (চণ্ডীকে) সংপূজ্য (পূজা করে) চ (এবং) বলিং দত্ত্বা (বলি দিয়ে) চণ্ডিকাম্ (দেবী চণ্ডিকার) জপেৎ (জপ করবে)। তাহলে লোকে (সংসারে) যদ্ যদ্ (যা যা) ইষ্টতমঃ (কল্যাণকর) নিশ্চিতম্ (অবশ্যই) আপ্নোতি (তা, তা পাবে)।।৩৪-৩৫।।

আমি ভাগ্যবান আমি আজ কৃতার্থ, আমি ধন্য, তোমাকে নমস্কার, তোমাকে নমস্কার। হে পরমেশ্বরি তুমি আমার প্রতি প্রসন্না হও।।৩১।।

যিনি নিশ্চিতভাবে দেবী ভবানীর সন্নিধানে এই রুদ্রচণ্ডিকা পাঠ করবেন, তিনি দরিদ্র হলেও ধনী হয়ে অবশ্যই শিবলোকে যাবেন।।৩২।।

যদি শনিবারে অথবা মঙ্গলবারে অমাবস্যা তিথি হয়, তা হলে, দেবতা এবং মুনিদের শরণ করে অবশ্যই রুদ্রচণ্ডিকা পাঠ করবেন।।৩৩।।

যদি মঙ্গলবারে কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথি হয়, তবে আগমবিধানে পার্বতীকে সহস্র বিল্বপত্রের দ্বারা পূজা করে এবং বলি দিয়ে দেবী চণ্ডীকার মন্ত্র জপ করবে। তা হলে সংসারে যা যা ইষ্টতম তার সমস্তই (পূজক) লাভ করবে।।৩৪-৩৫।।

কৃষ্ণাষ্টমী-সমাযুক্তা বিশাখা বা শনৌ ভবেৎ।
তত্র জপ্‌ত্বেদৃশীং কৃত্বা সাধকঃ সাধয়েৎ শিবাম্।।৩৬।।
অপরাজিতাশতৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য পরমেশ্বরীম্।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং বাপি পার্বতীম্।।৩৭।।
পূজয়িত্বাগ্রমনসা দুর্গাপাঠমিমং জপন্।
লভতে বাঞ্ছিতং সর্ব্বমিহলোকে পরত্র চ।।৩৮।।

।।ইত্যাগম সন্দর্ভে শ্রীমদ্ রুদ্রযামলে রুদ্রচণ্ডিকায়াং শিবদুর্গা-সংবাদে সাধনরহস্যং নাম মধ্যমাবচ্ছেদঃ পটলঃ।।

অথবা যদি শনৌ (শনিবারে) কৃষ্ণাষ্টমী সমাযুক্তা (কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমীযুক্তা) বিশাখা নক্ষত্র ভবেৎ (হয়) তত্র (সেই শনিবারে) সাধকঃ (সাধক) জপ্‌ত্বা (জপ করে) শিবাম্ (মহাদেবী চণ্ডিকাকে) ঈদৃশীং (এই ভাবে) সাধয়েৎ (সাধন করবেন)।।৩৬।।

অষ্টম্যাং (অষ্টমীতে) চ (এবং) নবম্যাং (নবমীতে) বা (অথবা) চতুর্দ্দশ্যাং (চতুর্দ্দশীতে) অপি (ও) শতৈঃ (একশত) অপরাজিতা পুষ্পৈঃ (অপরাজিতা পুষ্পের দ্বারা) পার্ব্বতীম্ (পার্বতীকে) পূজয়িত্বা (পূজা করে) অগ্রমনসা (একামনে) ইমং (এই) দুর্গা পাঠং (রুদ্রচণ্ডী) জপন্ (পাঠকারী) ইহলোকে (এইলোকে) চ (এবং) পরত্র (পরলোকে) সর্ব্বং (সমস্ত) বাঞ্ছিতং (কাঙ্ক্ষিত ফল) লভতে (লাভ করবেন)।।৩৭-৩৮।।

অথবা যদি শনিবারে কৃষ্ণাষ্টমী সমাযুক্ত বিশাখা নক্ষত্র হয়, তবে সে-দিন সাধক মহাদেবীকে জপ করে এইভাবে সাধন করবেন।।৩৬।।

অষ্টমী এবং চতুর্দ্দশী অথবা নবমী তিথিতেও শত অপরাজিতা পুষ্পের দ্বারা পমেশ্বরীকে পূজা করে একাগ্রমনে যদি এই চণ্ডীপাঠ করে, তবে সেই পাঠকারী ইহলোকে এবং পরলোকে সর্বপ্রকার বাঞ্ছিত ফল লাভ করেন।।৩৭-৩৮।।

।।শ্রীমদাগমসন্দর্ভে শ্রীমদ্‌রুদ্রযামলে
রুদ্রচণ্ডিকার শিব-দুর্গাসংবাদে
সাধনরহস্য নামক মধ্যম
অবচ্ছেদ পটল
সমাপ্ত।।

।। উত্তমাবচ্ছেদঃ ।।

রুদ্র উবাচ ।।

চণ্ডিকাং হৃদয়ে ন্যস্য স্মরণং যঃ করোত্যপি।
অনন্তফলমাপ্নোতি দেবি চণ্ডীপ্রসাদতঃ।।১।।
রবিবারে যদা চণ্ডীং পঠেদাগমসম্মতাম্।
নবাবৃত্তিফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।।২।।
সোমবারে যদা চণ্ডীং পঠেদ্ যস্তু সমাহিতঃ।
সহস্রাবৃত্তি পাঠস্য ফলং জানীহি সুব্রতে।।৩।।
কুজবারে জগদ্ধাত্রি পঠেদাগমসম্মতাম্।
শতাবৃত্তি ফলং তস্য বুধে লক্ষফলং ভবেৎ।।৪।।

দেবি (হে মহাদেবী চণ্ডিকা) হৃদয়ে (হৃৎপদ্মে) চণ্ডিকাং (চণ্ডিকা দেবীকে) ন্যস্য (স্থাপন করে) যঃ (যিনি) স্মরণং (দেবীকে স্মরণ) করোতি অপি (করেনও), (সঃ—তিনি) চণ্ডী-প্রসাদতঃ (দেবী চণ্ডিকার অনুগ্রহে) অনন্ত ফলং (অনন্ত ফল) আপ্নোতি (লাভ করেন)।।১।।

(যঃ—যিনি) যদা (যদি) রবিবারে (রবিবারে) আগম সম্মতাম্ (আগম শাস্ত্র সম্মত) চণ্ডীং (রুদ্রচণ্ডী) পঠেৎ (পাঠ করেন) তস্য (তাঁর) নবাবৃত্তিফলং (নয়বার আবৃত্তির বা পাঠের) ফলং (ফল) জায়তে (লাভ হয়/জন্মে), অত্র (এ বিষয়ে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) ন (নাই) ।।২।।

সুব্রতে (হে সুব্রতে, দেবি) সোমবারে যদা (যদি সোমবারে) সমাহিতঃ (একমনা) হয় (হয়ে) চণ্ডীং (রুদ্রচণ্ডী) পঠেৎ (পাঠ করেন) তু (তাহলে) সহস্রাবৃত্তি (সহস্রবার) পাঠস্য (পাঠের) ফলং (ফল) ভবতি (হয় বলে), জানীহি (জানবে)।।৩।।

জগদ্ধাত্রি (হে জগদ্ধাত্রি) কুজবার (মঙ্গলবারে) আগমসম্মতাম্ (আগমবিধি অনুসারে), পঠেৎ (পাঠ করলে) তস্য (পাঠকের) শতাবৃত্তি (শত পাঠের ফল) এবং বুধবারে লক্ষ ফলং (লক্ষাবৃত্তি পাঠের ফল) ভবেৎ (হয়) ।।৪।।

—রুদ্র বললেন—

হে মহাদেবি যিনি দেবী চণ্ডিকাকে হৃদয়ে স্থাপন করে দেবী চণ্ডিকাকে স্মরণ করেন, তিনি দেবী চণ্ডীর অনুগ্রহে অনন্ত ফল লাভ করেন।।১।।

রবিবারে যদি আগম সম্মত হয়ে চণ্ডীপাঠ করা হয়, তবে পাঠকের নয়বার আবৃত্তির ফললাভ হয় এতে কোন সন্দেহ নেই।।২।।

হে সুব্রতে, সোমবারে যিনি সমাহিত হয়ে রুদ্রচণ্ডী পাঠ করবেন, তার পাঠের ফল সহস্রাবৃত্তি হবে বলে জানবে।।৩।।

আগাম সম্মত হয়ে রুদ্রচণ্ডী পাঠ করলে মঙ্গলবারে শতবার এবং বুধবারে লক্ষবার আবৃত্তির ফল লাভ হয়।।৪।।

গুরৌবারে মহামায়ে লক্ষযুগ্মফলং ধ্রুবম্।
শুক্রে দেবি জগদ্ধাত্রি চণ্ডীপাঠেন শঙ্করি।।৫।।
জ্ঞেয়ং তুল্যং ফলং দুর্গে পঠেদ্ যদি সমাহিতঃ।
শনিবারে জগদ্ধাত্রি কোট্যাবৃত্তিফলং ধ্রুবম্।।৬।।
অতএব জগদ্ধাত্রি যশ্চ চণ্ডীং সমভ্যসেৎ।
স ধন্যশ্চ কৃতার্থশ্চ রাজরাজাধিপো ভবেৎ।।৭।।
আরোগ্যং বিজয়ং সৌখ্যং বস্ত্র-রত্ন-প্রবালকম্।
পঠনাৎ শ্রবণাচ্চৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ।।৮।।
ধনং ধান্যং প্রবালঞ্চ রাজবস্তু বিভূষিতম্।
চণ্ডীশ্রবণমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সর্বং মহেশ্বরী।।৯।।

হে মহামায়ে, গুরুবারে (বৃহস্পতিবারে) লক্ষযুগ্মফলং (পাঠ করলে দুই লক্ষাবৃত্তির) ফলং (ফল) ভবেৎ (হয়), আর হে জগদ্ধাত্রি, হে শঙ্করি শুক্রে (শুক্রবারে) চণ্ডীপাঠেন (রুদ্রচণ্ডীপাঠের দ্বারা), সমাহিতঃ পাঠকঃ (একমনা পাঠক) জ্ঞেয়ং তুল্যং ফলং (পরম জ্ঞান ফল লাভ করেন)। হে জগদ্ধাত্রি শনিবারে সমাহিতঃ পঠনাৎ কোটি আবৃত্তিফলং ধ্রুবম্ (নিশ্চিত) ।।৫-৬।।

জগদ্ধাত্রি (হে জগদ্ধাত্রি) যঃ চ (যিনি) চণ্ডীং (রুদ্রচণ্ডীকে) সমভ্যসেৎ (সম্যকরূপে অভ্যাস করবেন) সঃ (তিনি) ধন্যঃ চ (ধন্য এবং) কতার্থঃ (কতার্থ) চ (এবং) রাজরাজাধিপঃ (রাজরাশ্বের) ভবেৎ (হবেন)।।৭।।

পঠনাৎ (রুদ্রচণ্ডীপাঠের ফলে) চ (এবং) শ্রবণাৎ (শ্রবণের ফলে) আরোগ্যং (রোগ নিরাময়) বিজয়ং (বিজয়) সৌখ্যং (সৌখ্যতা) এবং বস্ত্র-রত্ন-প্রবালকম্ (বস্ত্র-রত্ন-প্রবাল) জায়তে (লাভ হয়) অত্র (এ বিষয়ে) ন সন্দেহঃ (কোন সন্দেহ নেই)।।৮।।

চন্ডী শরণ মাত্রেণ (রুদ্রচণ্ডী মাহাত্ম্য শ্রবণমাত্রই) মহেশ্বরী (মহেশ্বরী রুদ্রচণ্ডিকা তুষ্ট হয়ে শ্রবণকারীকে) সর্বং ধনং ধান্যং প্রবালং চ রাজবস্তু বিভূষিতং (ধন, ধান্য, রত্নাদি এবং রাজবস্তু দ্বারা বিভূষিত) কুর্য্যাৎ (করে থাকেন)।।৯।।

হে মহামায়ে বৃহস্পতিবারে পাঠের নিশ্চিত ফল হল—দুই লক্ষবার আবৃত্তি। হে দেবি জগদ্ধাত্রি, হে শঙ্করি শুক্রবারে পাঠের দ্বারা জ্ঞেয় তুল্য ফললাভ হয়। আর, হে দুর্গে, হে জগদ্ধাত্রি, শনিবারে সমাহিত হয়ে পাঠ করলে নিশ্চিতভাবে কোটিবার আবৃত্তির ফল লাভ হয়।।৫-৬।।

হে জগদ্ধাত্রি, অতএব, যিনি রুদ্রচণ্ডীকে সম্যকরূপে অভ্যাস করবেন, তিনি ধন্য, কৃতার্থ এবং রাজরাজেশ্বর হবেন।।৭।।

রুদ্রচণ্ডী পঠন এবং শ্রবণের ফলে রোগ নিরাময়, বিজয়, সৌখ্য, এবং বস্ত্র, রত্ন ও প্রবাল প্রভৃতি লাভ হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই।।৮।।

রুদ্রচণ্ডী মাহাত্ম্য শ্রবণমাত্রই মহেশ্বরী রুদ্রচণ্ডিকা তুষ্ট হয়ে শ্রবণকারীকে ধন, ধান্য, রত্নাদি এবং রাজবস্তুর দ্বারা বিভূষিত করে থাকেন।।৯।।

ওঁ ঘোরচণ্ডী মহাচণ্ডী চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিনী।
চন্ডবক্ত্রা মহামায়া মহাদেব বিভূষিতা।।১০।।
রক্তদন্তা বরারোহা মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
তারিণী জননী দুর্গা চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা।।১১।।
গুহ্যকালী জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা যামলোদ্ভবা।
শ্মশানবাসিনী দেবী ঘোরচণ্ডী ভয়ানকা।।১২।।
শিবা ঘোরা রুদ্রচণ্ডী মহেশগণভূষিতা।
জাহ্নবী পরমা কৃষ্ণা মহাত্রিপুরসুন্দরী।।১৩।।
বিদ্যা শ্রী পরমাবিদ্যা চণ্ডী বৈরীবিমর্দ্দিনী।
দুর্গা দুর্গা শিবা ঘোরা চণ্ডহন্ত্রী প্রচণ্ডিকা।।১৪।।
মহেশী বগলা দেবী ভৈরবী চণ্ডবিক্রমা।
প্রমথৈর্ভূষিতা কৃষ্ণা চামুণ্ডা মুণ্ড-মর্দ্দিনী।।১৫।।
রণঘণ্টা চণ্ডঘণ্টা রণরামা রণপ্রিয়া।
ভবানী ভদ্রকালী চ শিবা ঘোরা ভয়ানকা।।১৬।।

(মহাদেবী রুদ্রচণ্ডিকার স্তব)

মহাদেবী রুদ্রচণ্ডী ঘোরচণ্ডী, তিনি মহাচণ্ডী, চণ্ড ও মুণ্ডনামক অসুরদ্বয় বিনাশিনী, [illegible] বদনা, তিনি মহামায়া ও মহাদেব-বিভূষিতা।।১০।।

দেবী রক্তদন্তা, তিনি বরারোহা, তিনি মহিষাসুরমর্দ্দিনী (ঘাতিনী)। তিনি জগত্তারিণী, [illegible]ননী, দুর্গা, রণচণ্ডিকা এবং চণ্ডবিক্রমা।।১১।।

দেবী রুদ্রচণ্ডিকাই গুহ্যকালী, তিনিই জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা এবং যামলোদ্ভবা। তিনিই [illegible]সিনী দেবী ভয়ানকা ঘোরচণ্ডী।।১২।।

[illegible] কল্যাণী, তিনিই রুদ্রানী, রুদ্রচণ্ডী ও মহেশ্বর-অনুচর ভূষিতা। তিনি যোগবিদ্যা, [illegible], পরমেশ্বরী মহাবিদ্যা চণ্ডী এবং শত্রুঘাতিনী। তিনিই দুর্গতিনাশিনী দুর্গা, কল্যাণী, [illegible]ণী চণ্ডহন্ত্রী এবং প্রচণ্ডিকা।।১৪।।

দেবী রুদ্রচণ্ডীই মহেশ্বরী, বগলা দেবী, ভৈরবী এবং চণ্ডবিক্রমা। তিনি ভূতগণের [illegible]তা, কৃষ্ণা, চামুণ্ডা, মুণ্ডাসুরমর্দ্দিণী।।১৫।।

[illegible]ঘণ্টা ও চণ্ডঘণ্টারূপা, রণরামা ও রণপ্রিয়া। তিনিই ভবানী, ভদ্রকালী, কল্যাণী, [illegible], রুদ্রশক্তি এবং ভয়ানকা।।১৬।।

বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়া নন্দগোপগৃহোদ্ভবা।
মঙ্গলা জননী চণ্ডী মহাক্রুদ্ধা ভয়ঙ্করী।।১৭।।
বিমলা ভৈরবী নিদ্রা জাতির্বুদ্ধিঃ স্মৃতিঃক্ষমা।
তৃষ্ণা ক্ষুধা তথা ছায়া শক্তিমায়া মনোহরা।।১৮।।
তস্যৈ দেব্যৈ নমস্তস্যৈ সর্বরূপেণ সংস্থিতা।
প্রাণপ্রিয়া জাতিমায়া নিদ্রারূপা মহেশ্বরী।।১৯।।
যা দেবী সর্বভূতেষু সর্ব্বরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।২০।।

সা (সেই রুদ্রচণ্ডিকা দেবী) প্রাণপ্রিয়া (প্রাণপ্রিয়া শক্তি) জাতি (জাতিশক্তি) মায়া (মায়া শক্তিরূপা) নিদ্রারূপা (জগতের নিদ্রাশক্তিরূপা) মহেশ্বরী (ভগবতী)। সা (তিনি) সর্ব্বরূপেণ (সর্বরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিত)। তস্যৈ (সেই) দেব্যৈ (ভগবতী রুদ্রচণ্ডিকা দেবীকে) নমঃ (নমস্কার করি)।।১৯।।

যা (যে) দেবী (দেবী চণ্ডিকা) সর্বভূতেষু (সর্ব প্রাণীতে) সর্ব্বরূপেণ (সর্বশক্তিরূপে) সংস্থিতা (অবস্থিতা) তস্যৈ (তাঁকে) নমঃ (নমস্কার)। তস্যৈ (তাঁকে) নমঃ (নমস্কার), তস্যৈ (তাঁকে) নমঃ (নমস্কার), নমঃ (নমস্কার)।।২০।।

তিনিই বিষ্ণুপ্রিয়া-শক্তি, নন্দগোপগৃহসম্ভবা মহামায়া যোগমায়া। তিনি কল্যাণকারিণী, ত্রিভুবন জননী, আবার মহাক্রুদ্ধা ভয়ঙ্করী দেবী চণ্ডী।।১৭।।

তিনিই হলেন বিমলা বুদ্ধি, ভৈরবী, নিদ্রাশক্তি, জাতি, বুদ্ধি, স্মৃতি ও ক্ষমা-শক্তি। তিনিই তৃষ্ণা-ক্ষুধা-ছায়া-মায়া শক্তি এবং হরমনোরমা মহাশক্তি।।১৮।।

সেই রুদ্রচণ্ডিকা দেবী প্রাণপ্রিয়া শক্তি, জাতিশক্তি, মায়াশক্তি ও নিদ্রাশক্তি রূপা মহেশ্বরী। তিনি সর্বরূপে অবস্থিতা। সেই দেবী রুদ্রচণ্ডিকাকে নমস্কার করি।।১৯।।

যে দেবী সর্বপ্রাণীতে সর্বশক্তিরূপে অবস্থিতা, তাঁকে নমস্কার। তাঁকে নমস্কার, তাঁকে নমস্কার, নমস্কার।।২০।।

এতাং চণ্ডীং জগদ্ধাত্রি ব্রাহ্মণস্তু সদা পঠেৎ।
নান্যস্তু পাঠকো দেবি পঠনে ব্রহ্মহা ভবেৎ।।২১।।
নারদঃ পাঠকশ্চৈব কৈলাসে রত্নভূষিতে।
বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকে চ দেবরাজপুরে শিবে।।২২।।
যঃ শৃণোতি ধরায়ঞ্চ মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ।
ব্রহ্মহত্যা চ গো-হত্যা স্ত্রীবধোদ্‌ভবপাতকম্।।২৩।।
তৎসর্ব্বং পাতকং দুর্গে মাতৃগমনপাতকম্।
শ্বশ্রূগমনপাপঞ্চ কন্যাগমনপাতকম্।।২৪।।
সুতস্ত্রীগমনঞ্চৈব যদ্ যৎ পাপং প্রজায়তে।
পরদারকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।।২৫।।

দেবি জগদ্ধাত্রি (হে দেবি জগদ্ধাত্রি) ব্রাহ্মণঃ (ব্রাহ্মণজাতি) তু (কেবল) এতাং (এই) চণ্ডীং (রুদ্রচণ্ডী) সদা (সর্বদা) পঠেৎ (পাঠ করবে)। অন্য (অপরজাতি) পাঠকঃ (পাঠক) ন অস্তু (হবে না) পঠনে (পাঠ করিলে) ব্রহ্মহা (ব্রহ্মঘাতক) ভবেৎ (হবে) ।।২১।।

শিবে (হে মহাদেবী কল্যাণি) নারদঃ এব (দেবর্ষি নারদই) রত্নভূষিতে কৈলাসে (রত্নভূষিত কৈলাসে) বৈকুণ্ঠে (বিষ্ণুলোকে) ব্রহ্মলোকে (ব্রহ্মালয়ে) চ (এবং) দেবরাজপুরে (ইন্দ্রলোকে) পাঠকঃ (পাঠক) অস্তি (আছেন)।।২২।।

যঃ (যে) ধারায়াং (ধরাতলে) শৃণোতি (রুদ্রচণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ শ্রবণ করে) সঃ (সে) ব্রহ্মহত্যা, গো-হত্যা, স্ত্রীবধোদ্‌ভবপাতকম্ (স্ত্রীবধজনিত পাপ হতে), মাতৃগমনপাতকম্ (জননীসঙ্গমের পাপ হতে), শ্বশ্রুগমনপাপং (শাশুড়ীসঙ্গম জনিত পাপ হতে), কন্যাগমনপাতকম্ (কন্যাসঙ্গমের পাপ হতে), চ (এবং) সুতস্ত্রীগমনং এব (পুত্রবধূগমন পাপ হতে) যদ্ যৎ পাপং (যে যে পাপ) প্রজায়তে (জন্মে), এবং পরদার কৃতং পাপং (পরস্ত্রীসঙ্গমজনিত পাপ হতে) তৎক্ষণাদেব (সেই ক্ষণেই) নশ্যতি মুক্ত হয় ।।২৩ ২৫।।

হে দেবি জগদ্ধাত্রি কেবল ব্রাহ্মণেরাই এই রুদ্রচণ্ডী সর্বদা পাঠ করবেন। অন্য জাতি নহে। অন্যজাতি এই রুদ্রচণ্ডী পাঠ করলে ব্রহ্মহত্যার অপরাধে অপরাধী হবে।।২১।।

হে মহাদেবি কল্যাণি, রত্নভূষিত কৈলাসে, বৈকুণ্ঠে, ব্রহ্মলোকে এবং ইন্দ্রলোকে দেবর্ষি নারদই একমাত্র পাঠক আছেন।।২২।।

এই ধরাতলে যে রুদ্রচণ্ডী পাঠ শ্রবণ করে সে ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা জনিত মাতৃসঙ্গমজনিত, শাশুড়িসঙ্গমজনিত, কন্যাসঙ্গমজনিত এবং পুত্রবধূসঙ্গমজনিত এবং পরস্ত্রীসঙ্গমজনিত যে যে পাপ হয়, সে সমস্ত পাপ হতে তৎক্ষণাৎ মুক্ত হয়।।২৩-২৫।।

জন্মজন্মান্তরাৎ পাপাৎ গুরুহত্যাদিপাতকাৎ।
মুচ্যতে মুচ্যতে দেবি গুরুপত্নীষু সঙ্গমাৎ।।২৬।।
মনসা বচসা পাপং যৎ পাপং ব্রহ্মহিংসনে।
মিথ্যায়াঞ্চৈব যৎ পাপং তৎপাপং নশ্যতি ক্ষণাৎ।।২৭।।
শ্রবণং পঠনঞ্চৈব যঃ করোতি ধরাতলে।
স ধন্যশ্চ কৃতার্থশ্চ রাজরাজাধিপো ভবেৎ।।২৮।।
যঃ করিষ্যত্যবজ্ঞাং রুদ্রযামলচণ্ডিকাম্।
পাপৈরেতৈঃ সমাযুক্তো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।২৯।।

জন্মজন্মান্তরাদ্ পাপাদ্ (জন্মজন্মান্তরের পাপ হতে) গুরুহত্যাদিপাতকাৎ (গুরুহত্যাপ্রভৃতি পাপ হতে), গুরপত্নীর সঙ্গমাৎ (গুরুপত্নীদের সঙ্গমজনিত পাপ হতে), মনসা (মনের দ্বারা) বচসা (বাক্যের দ্বারা) পাপং (কৃত পাপ হতে), ব্রহ্মহিংসনে (ব্রহ্মহিংসা জনিত) পাপং (পাপ হতে), এবং মিথ্যায়াং এব (মিথ্যা আচরণ হতেও যে পাপ হয়), দেবি (হে দেবি চণ্ডিকে) তৎ পাপং (সেই পাপ) নশ্যতি ক্ষণাৎ (তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়ে যায়) ।।২৬-২৭।।

ধরাতলে (পৃথিবীতে) যঃ (যিনি) শ্রবণং চ পঠনং চ (শ্রবণ এবং পঠন) করোতি (করেন) সঃ (তিনিই) ধন্যঃ চ (ধন্য এবং) কৃতার্থঃ (কৃতার্থ) চ (এবং) রাজরাজাধিপঃ (রাজরাজেশ্বর) ভবেৎ (হবেন) ।।২৮।।

যঃ (যে) রুদ্রযামল চণ্ডিকাম্ (রুদ্রযামলচণ্ডিকাকে) অবজ্ঞাং (অশ্রদ্ধা বা অবহেলা) করিষ্যতি (করবে), সঃ (সে) এতৈঃ (এই সমস্ত) পাপেঃ (পাপে) সমাযুক্তঃ (সমাযুক্ত) (সন্—হয়ে) রৌরবং নরকং (রৌরব নামক নরকে) ব্রজেৎ (গমন করবে)।।২৯।।

হে দেবি, জন্মজন্মান্তরের যে পাপ, গুরুহত্যা হতে যে পাপ, গুরুপত্নীগমন হতে যে পাপ, মনের দ্বারা ও বাক্যের দ্বারা কৃত যে পাপ, ব্রহ্মহিংসনে যে পাপ এবং মিথ্যা আচরণে যে পাপ হয়, রুদ্রচণ্ডিকা মাহাত্ম্য পাঠ শ্রবণে সেই ক্ষণেই সে সমস্ত পাপ দূরীভূত হয়ে যায়।।২৬-২৭।।

এই ধরাতলে যিনি রুদ্রচণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ করেন বা শ্রবণ করেন, তিনিই ধন্য, কৃতার্থ এবং রাজরাজেশ্বর হন।।২৮।।

যে রুদ্র যামলোক্ত চণ্ডিকাকে অবজ্ঞা করে সে এই সমস্ত পাপে যুক্ত হয়ে রৌরব নামক নরকে যায়।।২৯।।

অশ্রদ্ধাং যে চ কুর্বন্তি তে চ পাতকিনো নরাঃ।
রৌরবং রক্তকুন্ডঞ্চ কৃমিকুণ্ডং মলস্য বৈ।
ততঃ পিতৃগণৈঃ সার্দ্ধং বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।।৩০।।
শৃণু দেবি মহাভাগে চণ্ডীপাঠং শৃণোত্যপি।
গয়ায়াঞ্চৈব যৎ পুণ্যং কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরাগ্রতঃ।।৩১।।
প্রয়াগে মুন্ডনে চৈব হরিদ্বারে হরের্গৃহে।
তুল্যপুণ্যং ভবেদ্দবি সত্য দুর্গে শিবে রমে।।৩২।।
ত্রিগয়ায়াং ত্রিকাশ্যাং বৈ যচ্চ পুণ্যং সমুত্থিতম্।
তচ্চ পুণ্যং তচ্চ পুণ্যং তচ্চ পুণ্যং ন সংশয়ঃ।।৩৩।।

চ (এবং) যে (যারা) অশ্রদ্ধাং (রুদ্রচণ্ডিকাকে অশ্রদ্ধা) কুর্বন্তি (করে) তে (তারাই) পাতকিনঃ (পাপী) নরাঃ (লোক) চ (এবং) রৌরবং (রৌরব নরককুণ্ডে) রক্তকুণ্ডং চ (এবং রক্তকুণ্ডে) চ কৃমিকুণ্ডং (কৃমিকুণ্ডে) মলস্য বৈ (মল হয়ে থাকে)। ততঃ (তারপর) বিষ্ঠায়াং (মলে) পিতৃগণৈঃ (পিতৃগণের) সার্দ্ধং (সাথে) কৃমিঃ (কৃমিরূপে) জায়তে (জন্মগ্রহণ করে)।।৩০।।

দেবি মহাভাগে (হে দেবি মহাভাগে রুদ্রচণ্ডিকে) (ত্বং—তুমি) শৃণু (শ্রবণ কর—) যঃ (যে) চণ্ডীপাঠং (চণ্ডীপাঠ) অপি (ও) শৃণোতি (শ্রবণ করে) (তস্য —তার) গয়ায়াং এব (গয়াতে) চ (এবং) কাশ্যাং (কাশীতে) বিশ্বেশ্বর-অগ্রতঃ (বিশ্বেশ্বরের সম্মুখে) যৎ (যে) পুণ্যং (পুণ্য) (ভবাত—হয়), প্রয়াগে (প্রয়াগে) মুণ্ডনে (মুণ্ডনের ফলে), হরিদ্বারে (হরিদ্বারে) হরেঃ গৃহে (শিবালয়ে মুণ্ডনের ফলে) তুল্যপুণ্যং (সমান পুণ্য) ভবেৎ (হয়) দেবি (হে দেবি) দুর্গে, শিবে, রমে (হে দুর্গে, হে শিবে, হে রমে) সত্যং (ইহা যথার্থ) ত্রিগয়ায়াং (ত্রিগয়াতে) ত্রিকাশ্যাং (ত্রিকাশীতে) যৎ চ (সে-ই) পুণ্যং (পুণ্য), তৎ-চ (সে-ই) পুণ্যং (পুণ্য) ভবতি (হয়) অত্র (এ বিষয়ে) ন সংশয় (কোন সন্দেহ নেই)।।৩১-৩৩।।

এবং যারা রুচণ্ডিকাকে অশ্রদ্ধা করে তারাই পাপী লোক হয়। আর তারা রৌরব নরককুণ্ডের রক্তকুণ্ডে এবং কৃমিকুণ্ডে মল হয় এবং পিতৃগণের সাথে ঐ মলে কৃমিরূপে জন্মায়।।৩০।।

হে মহাভাগে রুদ্রচণ্ডিকে, তুমি শোন—যে জন এই চণ্ডীপাঠ শ্রবণও করে, তার, গয়াতে, কাশীর বিশ্বনাথের সম্মুখে, প্রয়াগে মস্তক মুণ্ডনে, হরিদ্বারে হরের আলয়ে যে পুণ্য হয়, সেই সমান পুণ্য লাভ করে, হে দেবি দুর্গে, শিবে, রমে—এটি সত্য যে, ত্রিগয়ায়, ত্রিকাশীতে মানবের যেই যেই পুণ্য লাভ হয়, সে-ই, সে-ই পুণ্য এই চণ্ডীপাঠ শ্রবণ করে অবশ্যই লাভ করবে, এতে কোনরূপ সংশয় বা সন্দেহ নেই।।৩১-৩৩।।

ভবানী চ ভবানী চ ভবানীতুচ্যতে বুধৈঃ।
ভকারশ্চ ভকারশ্চ ভকারঃ কেবলঃ শিবঃ।।৩৪।।
বাণী চৈব জগদ্ধাত্রী বরারোহে ভকারকঃ।
প্রেতবদ্দেবি বিশ্বেশি ত-কারঃ প্রেতবৎসলঃ।।৩৫।।
আরোগ্যঞ্চ জয়ং দুঃখনাশনং সুখবর্দ্ধনম্।
পুত্রং জরারোগ্যং কুষ্ঠং গলিতনাশনম্।।৩৬।।
অর্দ্ধাঙ্গরোগান্মুচ্যেত দদ্রুরোগাচ্চ পার্বতি।
সত্যং সত্যং জগদ্ধাত্রি মহামায়ে শিবে শিবে।।৩৭।।

বুধৈঃ (জ্ঞানিগণ) ভবানী চ (ভবানী) ভবানী চ (এবং ভবানী) ভবানী ইতি (ভবানী—এই নাম) উচ্যতে (উচ্চারণ করেন)। (তারমধ্যে) ভ-কারঃ চ (ভ-কার) ভকারঃ চ (এবং ভ-কার) ভকারঃ (ভ-কার) কেবলঃ (কেবল—একমাত্র) শিবঃ (শিব)।। দেবি, বিশ্বেশি, বরারোহে, (হে দেবি বিশ্বেশ্বরি, হে বরারোহে) বাণী চ-এব (বাগ্‌দেবী) জগদ্ধাত্রী (জগদ্ধাত্রী) হলেন ভ-কারকঃ (ভ-কারক)। হে দেবি, প্রেতবৎ (প্রেতবৎ) ত-কারঃ (ত-কার) প্রেতবৎসলঃ (প্রেতবৎসল)।।৩৪-৩৫।।

পার্বতি (হে পার্বতি) আরোগ্যং চ (আরোগ্য) জয়ং (জয়) দুঃখনাশনং (সমস্ত দুঃখের বিনাশ) সুখবর্দ্ধনম্ (সমস্ত সুখের বৃদ্ধি) জরা (জরা হতে) আরোগ্যং (আরোগ্য) গলিত কুষ্ঠনাশনং (গলিত কুষ্ঠের নাশ) ভবতি (হয়)।।৩৬।।

হে জগদ্ধাত্রি, মহামায়ে, হে শিবে-কল্যাণি—সত্যং সত্যং (সত্য সত্যই) বলছি (অর্দ্ধাঙ্গরোগ হতে) চ (এবং) দদ্রুরোগৎ (দদ্রুরোগ হতে) নরঃ মুচ্যেত (মুক্ত হয়)।।৩৭।।

জ্ঞানিগণ কেবল ভবানী ভবানী ভবানী—এই নাম উচ্চারণ করেন। তার মধ্যে ভ-কার হলেন কেবলমাত্র শিব।। হে বরারোহে, হে চণ্ডি, বাণী এবং জগদ্ধাত্রী ঐ ভকারক। হে-দেবি, হে বিশ্বেশ্বরী, ত-কার প্রেতবৎসল।।৩৪-৩৫।।

রুদ্রচণ্ডী পাঠ শ্রবণকারীর আরোগ্য, জয়, সর্বদুঃখবিনাশ, সর্বসুখবৃদ্ধি, পুত্রলাভ, জরা হতে আরোগ্যলাভ, এবং গলিতকুষ্ঠের নাশ প্রভৃতি হয়ে থাকে।। হে পার্বতি, হে জগদ্ধাত্রি, হে মহামায়ে, হে শিবানি, সত্যই বলছি—রুদ্রচণ্ডী শ্রবণকারী মানব অর্দ্ধাঙ্গ রোগ এবং দদ্রুরোগ থেকে সত্যই মুক্ত হয়।।৩৬-৩৭।।

চণ্ডে চণ্ডে মহাঘোরে চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।
মন্দে দিনে মহেশানি বিশেষফলদায়িনী।
সর্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে ভক্ত্যা চণ্ডীং শৃণোতি যঃ।।৩৮।।
ব্রাহ্মণো হিতকারী চ পঠেন্নিয়তমানসঃ।
মঙ্গলং মঙ্গলং জ্ঞেয়ং মঙ্গলং জয়মঙ্গলম্।
ভবেদ্ধি পুত্রপৌত্রৈশ্চ কন্যাদাসাদিভির্যুতঃ।।৩৯।।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চনিধনে কালে নির্বানমাপ্নুয়াৎ।
মহাদানোদ্ ভবং পুণ্যং তুল্য হিরণ্যকে যথা।।৪০।।
চণ্ডীস্মরণমাত্রেণ পঠনাৎ ব্রাহ্মণোঽপি সঃ।
নির্বাণমেতি দেবেশি মহাস্বস্ত্যয়নং হি তৎ।।৪১।।

হে চণ্ডে হে মহাঘোরে, হে চণ্ডিকে, হে ব্যাধিনাশিনী, হে মহেশানি মন্দে দিনে (শনিবারে) বিশেষফলদায়িনী (দেবী চণ্ডীর আরাধনা বিশেষ ফলদায়িনী)। ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) যঃ (যে) চণ্ডীং শৃণোতি (চণ্ডী শ্রবণ করে) (সঃ—সে) সর্বদুঃখাৎ (সমস্ত দুঃখ হতে) প্রমুচ্যতে (মুক্ত হয়)।।৩৮।।

হিতকারী ব্রাহ্মণঃ (হিতকারী ব্রাহ্মণ) যদি নিয়তমানঃ (সংযতমনা হয়ে নিয়ত) পঠেৎ (পাঠ করে) (তবে) মঙ্গলং মঙ্গলং জ্ঞেয়ং (অবশ্যই মঙ্গল হবে বলে জানবে) চ (এবং) জয়মঙ্গলম্ (কল্যাণেরই জয় হবে)। আরও হি (অবশ্যই) (সঃ—সেই বলে) পুত্র—পৌত্রৈঃ (পুত্র পৌত্রাদির দ্বারা) চ (এবং) কন্যা-দাসাদিভিঃ (কন্যা-ভৃত্য প্রভৃতির দ্বারা) যুতঃ (যুক্ত/সম্পন্ন হবে)।।৩৯।।

হে মহাদেবী (চণ্ডীপাঠকঃ—চণ্ডীপাঠক) নিধনে কালে (মরণকালে) তত্ত্বজ্ঞানং (তত্ত্বজ্ঞান) চ (এবং) নির্বাণং (মুক্তি) আপ্নুয়াৎ (লাভ করেন)। যথা (যেমন) হিরণ্যকাদি দানে মহাদানোদ্ এবং (মহাদানের ফলে উদ্ভূত) পুণ্যং(পুণ্য) হয়, তথা (তেমনি) চণ্ডীস্মরণমাত্রেণ (দেবী চণ্ডিকার স্মরণমাত্রই), সঃ (সেই) ব্রাহ্মণঃ অপি (ব্রাহ্মণও) পঠনাৎ (পাঠমাত্রই) নির্বাণম্ (মুক্তি) এতি (প্রাপ্ত হয়—লাভ করে)। দেবেশি (হে মহাদেবি), তৎ (রুদ্রচণ্ডী পাঠ হল—মহাস্বস্ত্যয়ণ)।।৪০-৪১।।

হে চণ্ডে, হে মহাঘোরে, হে চণ্ডিকে, হে ব্যধিনাশিনি, হে মহেশ্বরি, বিশেষ ফলদায়িনী এই চণ্ডী যিনি শনিবারে ভক্তিসহকারে শ্রবণ করেন, তিনি সর্বদুঃখ হতে মুক্ত হন।।৩৮।। নিয়ত সংযতমনা ব্রাহ্মণ পাঠকের অবশ্যই সর্বপ্রকার জয় এবং মঙ্গল হবে। আরও, তিনি অবশ্যই দেবি চণ্ডীর প্রসাদে পুত্র-পৌত্র কন্যা এবং দাসাদি সম্পন্ন হবেন।।৩৯।।

হে মহাদেবি, চণ্ডীপাঠক প্রয়াণকালে তত্ত্বজ্ঞান এবং মুক্তিলাভ করে। যেমন, রুদ্রচণ্ডী স্মরণমাত্র স্বর্ণাদি মহাদানোদ্ভব পুণ্য লাভ হয়, তেমনি, রুদ্রচণ্ডী পঠনমাত্র পাঠক ব্রাহ্মণ নির্বাণ (মুক্তি) লাভ করে। হে দেবদেবি-মহাদেবি,—রুদ্রচণ্ডী পাঠ হল—মহাস্বস্ত্যয়ন।।৪০-৪১।।

সর্ব্বত্র বিজয়ী জন্তুঃ শ্রবণাৎ গ্রহদোষতঃ।
মুচ্যতে চ জগদ্ধাত্রি রাজরাজাধিপোভবেৎ।।৪২।।
মহাচণ্ডী শিবা ঘোরা ভয়ানকা বরপ্রদা।
কাঞ্চনী কমলা বিদ্যা মহারোগবিমর্দ্দিনী।।৪৩।।
শুভচণ্ডী ঘোরচণ্ডী চণ্ডী ত্রৈলোক্যদুর্লভা।
দেবানাং দুর্লভ চণ্ডী রুদ্রযামলসম্মতা।।৪৪।।
অপ্রকাশ্যা মহাদেবী প্রিয়া রাবণমর্দ্দিনী।
মৎস্যপ্রিয়া মাংসরতা মৎস্যমাংসবলিপ্রিয়া।।৪৫।।
মধুমত্তা মহানৃত্যা ভূতপ্রমথ সঙ্গতা।
মধ্যভাগা মহারামা ধান্যদা ধনদায়িনী।।৪৬।।
বস্তুদা মণিরাজ্যাদি প্রজাবিষয়বর্দ্ধিকা।
মুক্তিদা সর্বদা চণ্ডী মহাবিপদিরক্ষিকা।।৪৭।।

হে জগদ্ধাত্রি (হে দেবি জগদ্ধাত্রি), শ্রবণাৎ (রুদ্রচণ্ডীপাঠ শ্রবণ করলে) জন্তুঃ (জীব) সর্বত্র (সর্বত্র) বিজয়ী (বিজয় লাভ করে) চ (এবং) গ্রহদোষতঃ (গ্রহদোষ হতে) মুচ্যতে (মুক্ত হয়), (এবং) রাজরাজাধিপঃ (রাজরাজেশ্বর) ভবেৎ (হয়)।।৪২।।

হে জগদ্ধাত্রি রুদ্রচণ্ডীপাঠ শ্রবণ করলে জীব সর্বত্র বিজয়ী হয়, গ্রহদোষ হতে মুক্ত হয় এবং (পরিণামে) রাজরাজেশ্বর হয়।।৪২।।

রুদ্রচণ্ডী মহাচণ্ডী তিনি কল্যাণী, তিনি রুদ্রাণী, তিনি ভয়ঙ্করী, আবার শুভাশীর্বাদ প্রদায়িনী। তিনি কাঞ্চনী (কাঞ্চনবর্ণা), তিনিই কমলা, মহাবিদ্যা এবং মহারোগ বিনাশিনী। দেবী রুদ্রচণ্ডী কল্যাণচণ্ডিকা, আবার রুদ্রচণ্ডিকা, তিনিই ত্রিজগতে নিতান্ত দুর্লভ দেবী চণ্ডী। তিনি দেবদুর্লভা রুদ্রযামলসম্মতা দেবী চণ্ডিকা।।৪৩-৪৪।।

এই রুদ্রচণ্ডী সর্বত্র অপ্রকাশ্যা। তিনি মহাদেবী, প্রিয়ঙ্করী, রাবণধ্বংসকারিণী। দেবী রুদ্রচণ্ডী মৎস্যপ্রিয়া, মাংসপ্রিয়া এবং মৎস্য বলিপ্রিয়া। তিনি মধুপানমত্তা এবং ভূত-প্রমথদের সাথে মহানৃত্যপরায়ণা। দেবী চণ্ডিকা মধ্যভাগা মহামনোরমা। তিনি জীবগণের প্রতি অন্নদা এবং ধনসম্পদ্ প্রদায়িনী। তিনি মণিরাজ্যাদি বস্তুদানকারিণী এবং প্রজাবিষয়বর্দ্ধিণী। দেবী চণ্ডী সর্বদা মহাবিপদে রক্ষিকা এবং মুক্তিদানকারিণী।।৪৫-৪৭।।

ইমাঞ্চ চণ্ডীং পঠতি মনুষ্যঃ
শৃণোতি ভক্ত্যা পরমং শিবস্য।
চণ্ডীং ধরণ্যামতি পুণ্যযুক্তাং
ভক্ত্যাবগচ্ছেদ্ বরমন্দিরং শুভম্।।৪৮।।
যো যম্মনোরথং দুর্গে করোতি ধরণীতলে।
রুদ্রচণ্ডী প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি তস্য বৈ।।৪৯।।
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্ররূপা রুদ্রাণী রুদ্রবল্লভা।
রুদ্রভক্তা রুদ্রপূতা রুদ্রভূষা সমন্বিতা।।৫০।।
শিবচণ্ডী মহাচণ্ডী শিবপ্রীতিগণান্বিতা।
ভৈরবী পরমা বিদ্যা মহাবিদ্যা বিনোদিনী।।৫১।।
সুন্দরী পরমা পূজ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
গুহ্যকালী ভদ্রকালী মহাকালী বিমর্দ্দিনী।।৫২।।

ধরণ্যাম্ (পৃথিবীতে) অতিপুণ্যযুক্তাং (অতিপুণ্যময়ী) ইমাং (এই) চণ্ডীং (রুদ্রচণ্ডী) যঃ মনুষ্যঃ (যে মানব) পঠতি (পাঠ করে) (চ-এবং) ভক্ত্যা (ভক্তি সহকারে) শৃণোতি (শ্রবণ করে), সঃ মনুষ্যঃ (সেই মানুষ) শিবস্য (মহাদেবের মহাকল্যাণকর) পরমং (পরম) মন্দিরং (লোকে) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) অবগচ্ছেৎ (যায়—অবস্থান করে প্রাপ্ত হয়) ।।৪৮।।

দুর্গে (হে দুর্গে) ধরণীতলে (পৃথিবীতে) যঃ (যে) যৎ (যা) মনোরথং (মনোবাঞ্ছা) করোতি (করে) রুদ্রচণ্ডী প্রসাদেন (রুদ্রচণ্ডীদেবীর অনুগ্রহে) তস্য (তার) কিং (কি) বৈ (না) ন সিদ্ধতি (সিদ্ধ হয় না) ।।৪৯।।

পৃথিবীতে অতিপুণ্যময়ী এই রুদ্রচণ্ডী যে মানব পাঠ করে এবং ভক্তি সহকারে শ্রবণ করে, সেই মানব মহাকল্যাণকর পরমশিবলোকে ভক্তিসহকারে অবস্থান করে।।৪৮।।

হে দুর্গে, এই পৃথিবীতে যে যা মনোবাঞ্ছা করে, দেবী রুদ্রচণ্ডীর অনুগ্রহে তার কি-না সিদ্ধ হয় অর্থাৎ সমস্ত বাঞ্ছাই তার পূরণ হয়।।৪৯।।

রুদ্রচণ্ডী ধ্যানযোগ্যা, তিনি রুদ্ররূপা, তিনি রুদ্রাণী, রুদ্রের বল্লভা তিনি। রুদ্রভক্তগণ দেবীর প্রসাদে সদা পবিত্র, রুদ্রাদেবীই তাদের ভূষা (অলঙ্কার)।। দেবী রুদ্রচণ্ডী শিবচণ্ডী, তিনি মহাচণ্ডী, তিনি শিবপ্রীতিগণমণ্ডিতা। তিনি ভৈরবী, তিনি পরমা বিদ্যা (পরাবিদ্যা), তিনি মহাবিদ্যা, তিনি সদা বিনোদিনী। তিনি সুন্দরী, তিনি পরমাপূজ্যা।

কৃষ্ণা কৃষ্ণস্বরূপা সা জনসংমোহকারিণী।
অতিতন্দ্রা মহালজ্জা সর্বমঙ্গলদায়িকা।।৫৩।।
ঘোরতন্দ্রা ভীমরূপা ভীমাদেবী মনোহরা।
ব্যাল-ব্যালগণাসিদ্ধিদায়িকা সর্ব্বদা শিবা।।৫৪।।
স্মৃতিরূপা কীর্ত্তিরূপা বুদ্ধিরূপা মনোহরা।
বিষ্ণুপ্রিয়া শক্রপূজ্যা যোগীন্দ্রৈরপি সেবিতা।।৫৫।।
মহাভয়ানকা দেবী ভবদুঃখবিনাশিনী।
চণ্ডিকা শক্তিহস্তা চ কৌমারী সর্বকামদা।।৫৬।।
বারাহী চ বরাহস্য ইংদ্রাণী শক্রপূজিতা।
মাহেশ্বরী মহেশস্য মহেশ গণভূষিতা।।৫৭।।
চামুণ্ডা নারসিংহী চ নৃসিংহী শত্রুনাশিনী।
সর্বশত্রুপ্রশমনী সর্ব্বারোগ্যপ্রদায়িনী।।৫৮।।
নৈব দুঃখভয়ং কিঞ্চিৎ পাঠাদ্বা শ্রবণাদ্ যতঃ।
গুহ্যমেকং প্রবক্ষ্যামি নৈব জানন্তি কেচন।।৫৯।।

তিনিই মহাত্রিপুর সুন্দরী (মহাবিদ্যা ষোড়শী)। তিনি গুহ্যকালী, তিনিই ভদ্রকালী, তিনি মহাকালী, তিনি সর্বশত্রুবিমর্দ্দিণী।। তিনি কৃষ্ণা—কৃষ্ণস্বরূপা, তিনি জনসংমোহকারিণী, দেবী রুদ্রচণ্ডীই অতিতন্দ্রা, মহালজ্জারূপা, তিনি সর্বমঙ্গলপ্রদানকারিণী।। তিনি ঘোরতন্দ্রা, ভীমরূপা, তিনিই দেবী ভীমা, তিনি মনোহরা। তিনি ব্যাল-ব্যালগণাসিদ্ধিদায়িকা, তিনি সর্বদাই কল্যাণী। তিনিই স্মৃতিরূপা, তিনি কীর্তিরূপা, তিনি বুদ্ধিরূপা, এবং মনোহরা। তিনি বিষ্ণুপ্রিয়াশক্তি, তিনি দেবেন্দ্রপূজ্যা এবং যোগিন্দ্রগণের দ্বারাও সেবিতা। তিনি মহাভয়ানকা, তিনিই মহাদেবী, সংসারদুঃখবিনাশিনী, তিনি চণ্ডিকা, শক্তিহস্তা এবং কুমারী শক্তি ও সর্বকামনাপূরণকারিণী। তিনিই বরাহ অবতারের বারাহী শক্তি, তিনি ইন্দ্রপূজিতা ইন্দ্রশক্তি—ইন্দ্রাণী। তিনিই মহেশ্বরের গণভূষিতা মাহেশ্বরী শক্তি।। তিনিই দেবী চামুণ্ডা, নারসিংহী এবং শত্রুনাশিনী নৃসিংহীশক্তি। দেবী রুদ্রচণ্ডী সর্বশত্রুবিমার্দ্দিনী এবং সর্বারোগ্য প্রদয়িনী।।৫০-৫৮।।

যতঃ (যেহেতু) পাঠাৎ বা শ্রবণাৎ (রুদ্রচণ্ডী পাঠের ফলে বা পাঠ শ্রবণের ফলে) কিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র) দুঃখভয়ং (দুঃখভয়) ন এব ভবতি (হয়ই না) অতঃ (অতএব) (হে-দেবি) একং গুহ্যং (একটি গোপনীয় উপায়) প্রবক্ষ্যামি (বলব) (যঃ—যা) কেচন (কেউই) ন এব জানন্তি (জানেন-ই না)।।৫৯।।

যেহেতু রুদ্রচণ্ডী পাঠের ফলে বা শ্রবণের ফলে কোন প্রকার দুঃখ ভয় থাকেই না তাই, হে দেবি, আমি (রুদ্রদেব) একটি গোপনীয় উপায়ের কথা বো লব, যা কেউ জানে না।।৫৯।।

স্মৃতিভ্রংশাদ্ বরারোহে ত্বয়েবাপি ন জায়তে।
ইতি সত্যং মহেশানি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।।৬০।।
নৈব দুঃখং নৈব শোকং নৈব রোগভয়ং তথা।
আরোগ্যং মঙ্গলং নিত্যং করোতি শুভমঙ্গলম্।।৬১।।
মহেশানি বরারোহে ব্রবীমি সত্যমুত্তমম্।
অভক্তায় ন দাতব্যং মম প্রাণাধিকং শুভম্।।৬২।।
মম ভক্তায় শান্তায় শিববিষ্ণুপ্রিয়ায় চ।
দদ্যাৎ কদাচিদ্দেবেশি সত্যং সত্যং মহেশ্বরি।।৬৩।।

হে বরারোহে (দেবি রুদ্রচণ্ডিকে) স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিভ্রম হেতু) ত্বয়া এব অপি (তোমা কর্তৃকও) ন জায়তে (জানা হয় নি)। হে মহেশানি (হে মহাদেবি) ইতি (ইহা) সত্যং (নিশ্চিত) (তাই) সত্যং সত্যং (সত্য সত্যই) অহং (আমি) বদামি (বলছি) ।।৬০।।

দুঃখং (দুঃখ) ন এব (নাই-ই) শোকং (শোক) ন-এব (নাই-ই) রোগভয়ং (রোগভয়) ন-এব (নাই-ই)। তথা (সেখানে) আরোগ্যং (আরোগ্য) মঙ্গলং (কল্যাণ) নিত্যং (সর্বদা) শুভমঙ্গলং (শুভমঙ্গল) করোতি (করে)।।৬১।।

মহেশানি (হে মহেশ্বরি) বরারোহে (হে বরারোহে) সত্যম্ (যথার্থ) উত্তমম্ (উত্তম কথা) ব্রবীমি (বলছি)—মম (আমার) প্রাণাধিকং (প্রাণাধিক প্রিয়) শুভম—(রুদ্রচণ্ডী মাহাত্ম্য) অভক্তায় (ভক্তিহীনকে) কদাচিৎ (কখনো) ন দাতব্যং (দেওয়া উচিত নয়)।।৬২।।

হে দেবেশি, হে মহেশ্বরি, মম (আমার) ভক্তায় (ভক্তকে) শান্তায় (বিশুদ্ধকে) চ (এবং) শিব-বিষ্ণু-প্রিয়ায় (শিব ও বিষ্ণুর প্রিয় ব্যক্তিকে—বৈষ্ণব এবং শৈবকে) সত্যং সত্যং (সত্য সত্যই—অবশ্যই) দদ্যাৎ (দেবে)।।৬৩।।

হে বরারোহে স্মৃতিভ্রংশ হেতু এটি তোমারও জানা নেই। তাই হে মহাদেবি, এটি নিশ্চিত যে, আমি সত্য সত্যই তোমাকে বলছি।।৬০।।

(পাঠ শ্রবণের ফলে) কোনও প্রকার দুঃখ, শোক ও রোগভয় থাকে না সর্বদা আরোগ্য, কল্যাণ এবং শুভমঙ্গল হয়ে থাকে।।৬১।।

হে মহেশ্বরি, হে বরারোহে তোমাকে যথার্থ উত্তম বক্তব্য বলছি—আমার প্রাণাধিক প্রিয় শুভবস্তু রুদ্রচণ্ডী মাহাত্ম্য কখনো ভক্তিহীনকে দেবে না।।৬২।।

হে দেবদেবী, হে মহেশ্বরি, আমার ভক্তকে, বিশুদ্ধকে, এবং শৈব ও বৈষ্ণবকে (শিব বিষ্ণু প্রিয়কে) সত্য সত্যই এই দেবী রুদ্রচণ্ডী মাহাত্ম্য প্রদান করবে।।৬৩।।

অনন্ত ফলমাপ্নোতি শিবচণ্ডী প্রসাদতঃ।
অশ্বমেধ-বাজপেয়-রাজসূয় শতেন বৈ।
তুষ্টাশ্চ পিতরো দেবাস্তথা চ সর্বদেবতাঃ।।৬৪।।
দুর্গায়াং মৃণ্ময়ীজ্ঞানং রুদ্রযামলপুস্তকম্।
মন্ত্রমক্ষরসংজ্ঞানং করোতি হি নরাধমঃ।।৬৫।।
অতএব মহামায়ে কিং বক্ষ্যে তব সন্নিধৌ।
লম্বোদরাধিকাশ্চণ্ডীপঠনাৎ শ্রবণাৎ যতঃ।।৬৬।।
তত্ত্বমসীতি বাক্যেন মুক্তিমাপ্নোতি দুর্ল্লভাম্।
তথা অস্যাঃ পঠনাদ্দেবি সংসৃতিঃ স্যাৎ সুদুর্ল্লভা।।৬৭।।

শিব-চণ্ডী (মহাদেব ও দেবী চণ্ডিকার) প্রসাদতঃ (অনুগ্রহে) অনন্ত ফলং (অনন্ত ফল) আপ্নোতি (লাভ করে)। চণ্ডিকা প্রসাদতঃ (চণ্ডিকার অনুগ্রহে) অশ্বমেধ—বাজপেয় বৈ রাজসূয় শতেন (শত অশ্বমেধ, বাজপেয় ও রাজসূয় যজ্ঞে) তুষ্টাঃ পিতরঃ (পিতৃগণ তুষ্ট হয়) চ (এবং) দেবাঃ (দেবতারা তুষ্ট হন) তথা (সেইরূপ) সর্বদেবতাঃ (সকল দেবতা তুষ্ট হন)।।৬৪।।

নরাধমঃ দুর্গায়াং (দুর্গাকে) মৃণ্ময়ী জ্ঞানং (মাটির মূর্ত্তি জ্ঞান) রুদ্রযামল পুস্তকম্ (রুদ্রযামলকে কেবল পুস্তক) এবং মন্ত্রং (দেবী চণ্ডিকার মন্ত্রকে) অক্ষর সংজ্ঞানং (অক্ষরের সমান জ্ঞান) করোতি হি (করে)।।৬৫।।

হে মহামায়ে তব (তোমার) সন্নিধৌ (সম্মুখে) কিং (কি) বক্ষ্যে (বলবো), যতঃ (যেহেতু) চণ্ডীপঠনাৎ (চণ্ডীপাঠের ফলে) (এবং) শ্রবণাৎ (পাঠ-শ্রবণের ফল) লম্বোদরাধিক (লম্বোদরের অধিক হয়)।।৬৬।।

হে দেবি, তত্ত্বমসি ইতি (হে শ্বেতকেতু, তুমি সেই পুরুষ এই) বাক্যেন (বাক্যে) দুর্ল্লভাং (দুর্ল্লভা) মুক্তিং (মুক্তি) লাভ হয়। তথা (সেইরূপ—কিন্তু) অস্যাঃ (এই রুদ্র চণ্ডিকার) পঠনাৎ (পঠনের ফলে) সুদুর্ল্লভা সংসৃতিঃ (সুদুর্লভ-মুক্তি) স্যাৎ (হবে)।।৬৭।।

শত অশ্বমেধ-বাজপেয় এবং রাজসূয় যজ্ঞে পিতৃগণ, দেবগণ তথা সর্বদেবতা তুষ্ট হন, কিন্তু শিব ও চণ্ডীর অনুগ্রহে অনন্ত ফল লাভ হয়।।৬৪।।

যারা নরাধম, তারাই দুর্গামূর্ত্তিকে মৃণ্ময়ী মূর্ত্তি, রুদ্রযামলকে (রুদ্রচণ্ডীকে) কেবল পুস্তক মাত্র মনে করে, এবং দেবী চণ্ডীকার মন্ত্রকে অক্ষর সংজ্ঞা মাত্র মনে করে।।৬৫।।

হে মহামায়ে, তোমার কাছে আর কি বলব—যেহেতু রুদ্রচণ্ডী পাঠ এবং শ্রবণের ফল লম্বোধরের অধিক হয়।।৬৬।।

হে দেবি, তত্ত্বমসি এই মহাবাক্যে দুর্লভা মুক্তি হয়। কিন্তু রুদ্রচণ্ডীপাঠের ফলে সুদুর্লভ সংসৃতি হবে।।৬৭।।

সত্যং সত্যং মহেশানি পুনঃ সত্যং ময়োদিতম্।
কপিলা শতদানস্য ফলং যৎ প্রতিবাসরম্।।৬৮।।
তৎফলং লভতে নিত্যং রুদ্রচণ্ডীপ্রসাদতঃ।
অন্যথা নৈব সম্ভাব্যং সত্যং সত্যং বদামি তে।।৬৯।।

।ইতি শ্রীমদাগমসন্দর্ভে শ্রীমদ্‌রুদ্রযামলে রুদ্রচণ্ডিকায়াং হরগৌরী সংবাদে [illegible]স্যং নাম উত্তমাবচ্ছেদঃ পটলঃ।।

[illegible]হে মহেশানি (মহাদেবি) সত্যং সত্যং (সত্য সত্য) পুনঃ (আবার) সত্যং (সত্য [illegible]) ময়া (আমা কর্তৃক) উদিতং (কথিত হল)। প্রতিবাসরম্ (প্রতিদিন) কপিলা শতদানস্য [illegible]কপিলা গাভী দানের) যৎ (যেই) ফলং (ফল) রুদ্রচণ্ডীপ্রসাদতঃ (রুদ্রচণ্ডীর অনুগ্রহে) [illegible] (রোজ) তৎ ফলং লভতে (সেই ফল লাভ হয়)।

অস্যাঃ (একথার) অন্যথা (অন্যথা) ন এব সম্ভাব্যং (অন্য-সম্ভাবনা আর নাই)। [illegible](তোমাকে) সত্যং সত্যং (সত্য সত্য) বদামি (বলছি)।।৬৮-৬৯।।

[illegible] মহাদেবি, সত্য সত্য পুনঃ সত্য করে আমি তোমাকে বলছি—প্রতিদিন শত [illegible] গাভীদানের যে ফল হয়, এই রুদ্রচণ্ডীর অনুগ্রহে সেই ফল লাভ হয়। একথার [illegible] সম্ভাবনা আর নেই। হে দেবি, তোমাকে সত্য সত্যই আমি বলছি।।৬৮-৬৯।।

শ্রীমদাগমসন্দর্ভে শ্রীমদ্‌রুদ্রযামলে
রুদ্রচণ্ডিকার হরগৌরীসংবাদে
ফলরহস্য নামক
উত্তমাবচ্ছেদ পটল
সমাপ্ত।।

।।তুরীয়াবচ্ছেদঃ।।

রুদ্র উবাচ —

পুরাসীদ্দিবি দুর্দ্ধর্ষঃ প্রলম্বো নামতোঽসুরঃ।
ইন্দ্রং নির্জ্জিত্য শক্রত্বং নীতবান্ নিজতেজসা।
ময়া দত্তবরোন্মত্তঃ কালকঙ্কাল-প্রোষ্কলান্।।১।।
সুকালং বিকলং কৌলং নিষ্কালং কালসঞ্চরম্।
প্রতিকালং কার্যকালং হর্ষকালং হলাহলম্।।২।।
সংকালং কালকুলকং কালহাট্যং হটাহটম্।
হটৎকালং বৃহৎকালং কালচক্রং কলাকলম্।।৩।।
মহাকালং কালরূপং সৈন্যের্দ্বিকোটিসংজ্ঞকম্।
অমারয়ৎ সুরপ্রীত্যৈ বিড়োজা প্রমুখৈঃ স্তুতা।।
দুন্দুভির্বাদয়িত্বা চ ঘণ্টাদ্যৈর্ঘোররাবণৈঃ।।৪।।

পুরা (প্রাচীন কালে) ময়া (আমা কর্তৃক) দত্তঃ (প্রদত্ত) বর-উন্মত্তঃ (বরে উন্মত্ত-উল্লাসিত) দুর্দ্ধর্যঃ (অতি দুরন্ত) প্রলম্ব নামতঃ (প্রলম্ব নামে) অসুর (অসুর-দানব) শক্রত্বং (শক্ররূপী) ইন্দ্রং (দেবরাজ ইন্দ্রকে) নির্জিত্য (বিজয় করে) নিজতেজসা (আপনতেজে) কাল-কঙ্কাল-প্রোষ্কলান্ (কাল, কঙ্কাল, প্রোষ্কল নামক অসুরদিগকে) দিবি (স্বর্গে) নীতবান্ (নিয়েছিলেন)।।১।।

বিড়োজা প্রমুখে (বিড়োজা প্রভৃতির দ্বারা) স্তুতা (স্তুত হয়ে) দেবী রুদ্রচণ্ডিকা সুরপ্রীত্যৈ (দেবতাদের প্রীতির জন্য) দুন্দুভিঃ (দুন্দুভিকে) বাদয়িত্বা (বাজিতে) চ (এবং) ঘণ্টাদ্যৈঃ (ঘণ্টা প্রভৃতির দ্বারা) ঘোররাবণৈঃ (ভয়ঙ্কর-উচ্চরব করে) সুকালং (সুকাল), বিকলং (বিকল), কোলসঞ্চর, প্রতিকালং (প্রতিকাল) কার্য্যকালং (কার্য্যকাল), হর্ষকালং (হর্ষকাল), হলাহলম (হলাহলকে) সংকালং (সংকাল), কালকুলক (কালকুলককে), কালহাট্যং (কালহাটকে), হটাহটম্ (হটাহটকে) হটৎকালং (হটৎকালকে), বৃহৎকালকে (বৃহৎকালকে), কালচক্রং (কালচক্রকে), কলাকলম্ (কলাকলকে), মহাকালং (মহাকালকে), কালরূপং (কালরূপকে) প্রভৃতি সন্যের্দ্বিকোটিসংজ্ঞকম্ (প্রভৃতি নামক দ্বিকোটি সৈন্যকে) অমারয়ৎ (নিহত করেছিলেন)।।৪।।

শ্রীরুদ্রদেব বললেন—

পুরাকালে শ্রীরুদ্রদেব দত্ত বরে উন্মত্ত, অতি দুরন্ত প্রলম্ব নামে এক অসুর দেবরাজ ইন্দ্রকে নিজতেজে পরাজিত করে কাল, কঙ্কাল এবং প্রোষ্কল নামক অসুরদিগকে স্বর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।।১।।

বিড়োজা প্রভৃতির দ্বারা স্তুত হয়ে দেবী রুদ্রচণ্ডিকা দেবতাদের প্রীতির জন্য স্বর্গীয় যুদ্ধদামামা বাজিয়ে এবং ঘণ্টা প্রভৃতির দ্বারা অতি উচ্চ ভয়ংকর রব করে, সুকাল, বিকল, কোল, নিষ্কাল, কালসঞ্চর, প্রতিকাল, কার্যকাল, হর্ষকাল, হলাহল, সংকাল, কালকুলক, কালহাট্য, হটাহট, হটৎকাল, বৃহৎকাল, কালচক্র, কলাকল, মহাকাল এবং কালরূপ নামক দ্বিকোটি সেনাকে নিহত করেছিলেন।।২-৪।।

বিড়োজাস্তদ্‌ভয়াৎ শীঘ্রং ব্রহ্মাদ্যৈরগমৎ ততঃ।
কারণাখ্যজলানাং বৈ উপরিস্থা পরেশ্বরী।।৫।।
যত্রাস্তে তাভিঃ সখীভির্নায়িকাদিভিরেব সা।
স্তুতা বহুবিধৈঃ স্তোত্রৈরপৃচ্ছন্ মৃদুবাক্যতঃ।
প্রলম্বং নাশয় শুভে নান্যথা মৃত্যুমেষ্যতি।।৬।।
ইতি স্তুত্বা শিবাং দেবাঃ কথিতং মাতুরগ্রতঃ।
ভব্যা প্রাহ শিবে গচ্ছ প্রলম্বনাশনায় চ ।।৭।।

তত (তারপর) বিড়োজাঃ (বিড়োজা) তদ্‌ভয়াৎ (তার ভয়ে) ব্রহ্মাদৈঃ (ব্রহ্মা প্রমুখদেবগণের সাথে) শীঘ্রং (দ্রুত) (সেখানে) অগমৎ (গিয়েছিলেন), যত্র (যেখানে) কারণাখ্য (কারণনামক) জলানাং (জলের/সাগরের) উপরিস্থা (উপরে) পরেশ্বরী (পরমেশ্বরী) আস্তে (আছেন), অত্র (সেখানে) তাভিঃ (দেবীর সেই) সখীভিঃ (সখীগণকর্তৃক) নায়িকাদিভিঃ (নায়িকাদের দ্বারা) এব (ই) সা (সেই দেবী চণ্ডিকা) বহুবিধৈঃ (বহু প্রকার) স্তোত্রৈঃ (স্তোত্রের দ্বারা) স্তুত্বা (স্তুত হয়ে) মৃদুবাক্যতঃ (বিনীত বাক্যের দ্বারা) অপৃচ্ছন্ (জিজ্ঞাসা করলে)। শুভে (হে কল্যাণি) প্রলম্বং নাশয় (প্রলম্বকে নিহত কর), নান্যথা (তা না হলে) মৃত্যুম্ এষ্যতি (মারা যাব)।।৫-৬।।

শিবাং (মহাদেবী শিবশক্তিকে) ইতি (এই ভাবে) স্তুত্বা (স্তব করে) দেবাঃ (দেবগণ) মাতুঃ (জগজ্জননীর) অগ্রতঃ (কাছে) কথিতং (বললেন) চ (এবং) ভব্যা (ভবানী) প্রাহ (বললেন)— শিবে (হে শিবশক্তি) প্রলম্বনাশায় (প্রলম্বকে নিহত করতে) গচ্ছ (যাও)।।৭।।

তারপর বিড়োজারা তার ভয়ে ব্রহ্মা প্রমুখদেবগণের সাথে শীঘ্র সেখানে গিয়েছিলেন, যেখানে দেবী পরেশ্বরী কারণ সলিলের উপরে অবস্থিতা আছেন। সেখানে সেই সখীগণ এবং নায়িকা প্রভৃতির দ্বারা দেবী বহুবিধ স্তবে স্তুত হলেন। তারপর দেবতারা বিনয়বাক্যে দেবীকে বললেন— হে কল্যাণি, তুমি প্রবলম্বকে নিহত কর। তা না হলে দেবতারা নিহত হবেই।।৫-৬।।

মহাদেবী শিবশক্তিকে এইভাবে স্তব করে দেবগণ জগজ্জননীর নিকটগিয়ে বললেন। সেখানে ভব্যা বললেন, হে শিবে তুমি প্রলম্বাসুরকে নিহত করতে যাও।।৭।।

আজ্ঞাং লব্ধ্বা চ সা দেবী গত্বামরপুরে বরে।
শতৈশ্চ যোগিনীসৈন্যৈর্যুযুধে প্রহরদ্বয়ম্।
মহিষপ্রতিমং তঞ্চ জঘান পরমেশ্বরী।।৮।।
ততস্তাভিঃ স্তুতা তত্র চণ্ডিকা বিশ্বরূপিণী।
বরারোহা ভগবতী স্বাশ্রমা সুখিনী শুভা।।৯।।
মধুপা মাধবী মাত্রা মিত্রা মিত্রং যশস্বিনী।
মনোভবা মধূন্মত্তা মহিষঘ্নী সুমন্ত্রিণী।।১০।।
ইমাঞ্চ চণ্ডিকাং নিত্যং যঃ পঠেৎ পাঠয়েন্নরঃ।
সর্বতীর্থাবগাহস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।।১১।।

আজ্ঞাং (অনুমতি) লব্ধ্বা (লাভ করে) সা দেবী পরমেশ্বরী (সেই দেবী পরমেশ্বরী) বরে (শ্রেষ্ঠ) অমরপুরে (দেবপুরীতে) গত্বা (গিয়ে) প্রহরদ্বয়ম্ (দুই প্রহর) শতৈঃ যোগিনীসৈন্যৈ (শত যোগিনীসেনা নিয়ে) যুযুধে (যুদ্ধ করলেন) চ (এবং) তং (সেই) মহিষপ্রতিমং (মহিষতুল্য প্রলম্বাসুরকে) জঘান (বধ করলেন)।।৮।।

ততঃ (তারপর—প্রলম্বাসুর নিহত হলে পর) তত্র (সেখানে—দেবালয়ে) তাভিঃ (নায়িকাগণ কর্তৃক) চণ্ডিকা (দেবী চণ্ডিকা) ইত্থম্ (এই ভাবে) স্তুতা (স্তুতা হতে লাগলেন)—দেবি চণ্ডিকা ত্বং (তুমি) বিশ্বরূপিণী, বরারোহে, ভগবতী, স্বাশ্রমা (আত্মশক্তিরূপিণী) সুখিনী (সাক্ষাৎ সুখরূপা), শুভা (কল্যাণী), মধুপা (মধুপানরতা), মাধবী (মাধব-শক্তিরূপিণী), মাত্রা (মাত্রা শক্তিরূপা) মিতা (মিতা-শক্তিরূপা), মিত্রং (প্রীতি-শক্তিরূপা), যশস্বিনী, মনোভবা, মধূন্মত্তা (মধুপানে উন্মত্তা), মহিষঘ্নী (মহিষঘাতিনী), সুমন্ত্রিণী।।৯-১০।।

যঃ নর (যে লোকে) ইমাং (এই) চণ্ডিকাং (রুদ্রচণ্ডিকামাহাত্ম্য) নিত্যং (প্রতিদিন) পঠেৎ (পড়বে) চ (এবং) পাঠয়েৎ (পড়াবে) সঃ (সেই লোক) নিশ্চিতম্ (অবশ্যই) সর্বতীর্থ—অবগাহস্য (সর্বতীর্থস্থানে অবগাহন স্নানের) ফলং (ফল) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হবে) ।।১১।।

দেবতাদের (অনুমতি নিয়ে) অনুরোধে সেই দেবী পরমেশ্বরী শ্রেষ্ঠ অমরপুরে (স্বর্গে) গিয়ে শত যোগিনীসেনা নিয়ে দুই প্রহর যুদ্ধ করলেন এবং সেই মহিষপ্রতিম (তুল্য) প্রলম্বাসুরকে নিহত করলেন।।৮।।

প্রলম্বাসুর নিহত হলে পরে স্বর্গলোকে সেই নায়িকারা এই ভাবে দেবী চণ্ডিকার স্তব করতে লাগলেন—হে দেবি চণ্ডিকা, তুমি বিশ্বরূপিণী, তুমি বরারোহা, তুমি ভগবতী, আত্মশক্তিরূপিণী, তুমি সাক্ষাৎ সুখরূপা, তুমি কল্যাণী, তুমি মধুপানরতা, মাধব-শক্তিরূপিণী, মাত্রা তুমি, মিতা তুমি, তুমিই প্রীতিশক্তিরূপা, যশস্বিনী তুমি, মনোভবা তুমি, তুমি মধুপানে উন্মত্তা, তুমি মহিষঘাতিনী, তুমি সুমন্ত্রিণী।।৯-১০।।

যে মানব এই রুদ্রচণ্ডিকার মাহাত্ম্য নিত্য পাঠ করবে অথবা করাবে, সে লোক অবশ্যই সর্বতীর্থে অবগাহন স্নানের ফল লাভ করবে।।১১।।

যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং রুদ্রচণ্ডীমিমাং সুধীঃ।
গাত্রোত্থানে গুরুরগ্রে গুহায়াং গবিধূমতঃ।।১২।।
গোষ্ঠে গৌড়ে গোকুলে বা গোবিন্দাগ্রে গয়োপরি।
গঙ্গায়াং গিরিজাযজ্ঞে গিরিজাপ্রতিপূজনে।
গ্রহণে গো-কোটিদানে যদ্যত্তীর্থং মহীতলে।।১৩।।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং জায়তে শ্রূয়তে যদি।
চণ্ডিকাং রুদ্রবক্ত্রারবিন্দবাক্যবিনির্গতাম্।।১৪।।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্ময়োদিতম্।
রুদ্রচণ্ডীসমং পুণ্যং কিঞ্চিন্নাস্তি ক্ষিতিস্তলে।।১৫।।
নিত্যং যস্তাং স্তবৈরেতৈঃ স্তূয়তে চ সমাহিতঃ।
বাধাজালঞ্চ তস্যাং বা সমস্তাচার এব হি।।১৬।।

যঃ সুধীঃ (যে জ্ঞানিব্যক্তি) প্রযতঃ (একাগ্রচিত্ত হয়ে) নিত্যং (প্রতিদিন) গাত্রোত্থানে (শয্যাত্যাগকালে) গুরোঃ অগ্রে (গুরুদেবের সম্মুখে) গুহায়াং গবিধূমতঃ (গুহায় গোধূমযুক্তস্থানে), গোষ্ঠে (গোচারণভূমিতে), গৌড়ে, গোকুলে বা গোবিন্দাগ্রে (শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহের সম্মুখে), গয়োপরি (গয়ার শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে) গঙ্গায়াং (গঙ্গা গর্ভে), গিরিজাযজ্ঞে (পার্বতী পুজাভূত যজ্ঞে) গিরিজা প্রতিপূজনে (পার্বতীর পূজন কালে) গ্রহণে (গ্রহণকালে) গো-কোটিদানে (কোটি গোদানকালে) (চ-এবং) মহীতলে (পৃথিবীতে) তত্র তত্র (সেই সেই স্থানে যদি) পঠেৎ (পাঠ করা হয়), বা (অথবা) শ্রূয়তে (শোনা হয়) যদি, তস্মাৎ (তাহলে) কোটিগুণং (কোটি গুণ) পুণ্যং (পুণ্য) জায়তে (হয়)। যতঃ (যেহেতু) রুদ্রবক্ত্রারবিন্দ-বাক্য-বিনির্গতাম্ চণ্ডিকাম্ (রুদ্রচণ্ডিকা রুদ্রবদনপদ্মবিনির্গত) অভবৎ (হয়েছে)।।১২-১৪।।

ময়া (আমা কর্তৃক—রুদ্র কর্তৃক) উদিতং (কথিত) এতৎ (এই রুদ্রচণ্ডী মাহাত্ম্য) সত্যং (সত্য) সত্যং (সত্য) পুনঃ (আবার) সত্যং সত্যং (সত্য সত্য)। ক্ষিতিঃ তলে (ধরাতলে) রুদ্রচণ্ডী (রুদ্রচণ্ডীর) সমং পুণ্যং (সমান পুণ্য) কিঞ্চিৎ (কিছুই) নাস্তি (নাই)।।১৫।।

সমাহিতাঃ (সমনোযোগী) যঃ (যে) তাং (সেই দেবী চণ্ডিকাকে) এতৈঃ (এই) স্তবৈঃ (স্তবগুলির দ্বারা) নিত্যং (রোজ) স্তূয়তে (স্তব করে) তস্যাং (সেই দেবীর) সমস্ত আচার (সমস্ত প্রকার আচার নিয়ম) বাধাজালং (সর্বপ্রকার বিপদ্জাল) নষ্ট হয়।।১৬।।

রুদ্রচণ্ডিকা মাহাত্ম্য রুদ্রদেবের মুখপদ্ম নির্গত। তাই যে সুধী একমনা হয়ে নিত্য শয্যাত্যাগকালে, গুরুদেবের সম্মুখে, গুহায় গোধূমযুত স্থানে, গোষ্ঠে, গৌড়ে, গোকুলে) বা গোবিন্দের সম্মুখে, গয়ার শ্রীবিষ্ণুপাদপদ্মে, গঙ্গাপ্রবাহে, পার্বতীযজ্ঞে বা পার্বতীপূজনে, গ্রহণে, কোটি গোদান কালে বা পৃথিবীতে যে যে তীর্থ আছে, সর্বত্র যদি পাঠ করা হয় বা শোনা হয়, তবে কোটিগুণ পুণ্য লাভ হয়।।১২-১৪।।

রুদ্রদেব কর্তৃক কথিত এই রুদ্রচণ্ডিকা মাহাত্ম্য সত্যই যথার্থ, আবার বলি—সত্যই যথার্থ। ধরাতলে রুদ্রচণ্ডিকা মাহাত্ম্যের সমান পুণ্যবস্তু আর কিছুই নেই।।১৫।।

মনোযোগী হয়ে যে সেই দেবী রুদ্রচণ্ডিকাকে এই সমস্ত স্তবের দ্বারা নিত্য স্তুতি করে তার সমস্ত বাধাজালে দেবী বিনষ্ট করেন।।১৬।।

মধুকৈটভনৈপাত্যং মহিষাসুর সংহরম্।
পঠন্তি পাঠয়ন্ত্যেব বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।।১৭।।
শ্রোষ্যন্তি নিত্যং যে ভক্ত্যা মাহাত্ম্যং তব চণ্ডিকে।
নবম্যাং কৃষ্ণপক্ষে বা চতুর্দ্দশ্যাং তথৈব চ।।১৮।।
শুক্লাষ্টম্যাং পর্ব্বতো বা ভক্তাশ্চৈবেকচেতসঃ।
ন চৈষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্ন দারিদ্র্যং ন চাপদঃ।।১৯।।
ন চ শত্রুভয়ং কিঞ্চিন্ন চৈবেষ্ট বিয়োজনম্।
দস্যুতো রাজতো নৈব ন শস্ত্রানলয়োরপি।
ন জলে নোপসর্গে চ মহামারীভয়ং ন চ।।২০।।

চণ্ডিকে (হে রুদ্রচণ্ডিকে) যে (যে সমস্ত) ভক্তাঃ (ভক্তগণ) একচেতসঃ (একমনা হয়ে) কৃষ্ণপক্ষে (কৃষ্ণপক্ষের) নবমীতে বা (অথবা) চ চতুর্দ্দশ্যাং (চতুর্দশীতে) তথা এব চ (সেইরূপই) বা (অথবা) শুক্লাষ্টম্যাং (শুক্লাষ্টমীতে) পর্ব্বতো (পর্বতিথিতে) মধুকৈটভ-নৈপাত্যং (মধুকৈটভের নিহনন বৃত্তান্ত) চ (এবং) মহিষাসুরসংহরম্ (মহিষাসুরের সংহার বৃত্তান্ত) চ (এবং) শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ (শুভ-নিশুম্ভের) বধং (বধকাহিনী) মাহাত্ম্যং (ঐরূপ দেবী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য) ভক্ত্যা (ভক্তিসহকারে) নিত্যং (প্রত্যহ) পঠন্তি (পড়েন) পাঠয়ন্তি (পড়ান) এব (ই) বা (অথবা) শ্রোষ্যন্তি (শ্রবণ করেন), এষাং (এঁদের) দুষ্কৃতং (দুষ্কৃতি) ন (থাকে না), চ (এবং) কিঞ্চিৎ (সামান্য) দারিদ্রং (দারিদ্র) ন (থাকে না) চ (এবং) আপদঃ (আপদবিপদ) চ (এবং) কিঞ্চিৎ (কিছুমাত্র) শত্রুভয়ং (শত্রুভয়) ন (থাকে না), চ (এবং) ইষ্টবিয়োজনম্ (প্রিয় বিয়োগ) ন (থাকে না) চ (এবং) দস্যুতেঃ (দস্যু থেকে) রাজতঃ (রাজার থেকে) চ (এবং) শস্ত্রানলয়ো (শস্ত্র এবং আগুন থেকে) অপি (ও) চ (এবং) জলে (জলে থেকে) উপসর্গে (কোন উপসর্গ থেকে) চ (এবং) মহামারী (মহামারী থেকে) ভয়ং (ভয়) ন এব চ (থাকেই না)।।১৭-২০।।

হে রুদ্রচণ্ডিকে যে সমস্ত ভক্ত একমনা হয়ে কৃষ্ণপক্ষের নবমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে, সেইরূপ শুক্লপক্ষের অষ্টমীতে মধুকৈটভের নিহনন-বৃত্তান্ত, মহিষাসুরের সংহার-বৃত্তান্ত এবং শুম্ভনিশুম্ভের বধকাহিনীরূপ দেবী রুদ্রচণ্ডিকার মাহাত্ম্য ভক্তি সহকারে নিত্য পাঠ করেন, পাঠ করান অথবা শ্রবণ করেন, তাদের কোনরূপ দুষ্কৃতি, সামান্য দারিদ্র্য, আপদ, কিছুমাত্র শত্রুভয়, প্রিয়বিয়োগ, দস্যু থেকে বা রাজার থেকে এবং শস্ত্র ও আগুন থেকেও কোনও প্রকার ভয় থাকে না। তাঁদের জল থেকে, কোন উপসর্গ থেকে এবং কোনও মহামারী থেকে কোনও প্রকার ভয় থাকেই না।।১৭-২০।।

যত্রৈতৎ পঠ্যতে ভক্ত্যা নিত্যমায়তনে মম।
তৎ স্থানং ন বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং মম সর্বদা।।২১।।
মহাস্বস্ত্যয়নং পুণ্যং পাপজালবিনাশনম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং সত্যং তথাক্ষয়দিবঃপ্রদম্।।২২।।
বহ্নিকর্মণি পূজায়াং বলিদানে তথোৎসবে।
মমৈতাং চণ্ডিকাং শ্রুত্বা তৎ সর্ব্বমক্ষয়ং লভেৎ।।২৩।।
যুদ্ধে বীরবরো ভূয়াৎ নির্ভয়ো রিপুসংকুলে।
কল্যাণং লভতে নিত্যং লভতে কুলবর্দ্ধনম্।।২৪।।

মম (আমার) যত্র (যে) আয়তনে (আলয়ে) নিত্যম্ (প্রতিদিন) ভক্ত্যা (ভক্তি সহকারে) এতৎ (এই চণ্ডীমাহাত্ম্য) পঠতে (পাঠ করা হয়) তৎ (সেই) স্থানং (স্থান) (অহম্—আমি) ন বিমোক্ষ্যামি (পরিত্যাগ করি না), ভক্তঃ (ভক্ত পাঠক) সর্বদা (সর্বদা) মম (আমার) সান্নিধ্যং (অতি নিকটে) বর্ত্ততে (থাকে)।।২১।।

চণ্ডিকাদেবীমাহাত্ম্যং (চণ্ডিকা দেবীর মাহাত্ম্য) মহাস্বস্ত্যয়নং (মহাস্বস্ত্যয়ন) পুণ্যং (পুণ্যকর্ম) সত্যং (অবশ্যই) পাপজাল-বিনাশনম্ (পাপসমূহের বিনাশকারী) চতুবর্গপ্রদং (ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ প্রদানকারী) তথা (সেইরূপ) অক্ষয় দিবঃ প্রদম্ (অক্ষয় স্বর্গলাভরূপ ফলপ্রদ)।।২২।।

মম (আমার) এতাং (এই) চণ্ডিকাং (চণ্ডিকামাহাত্ম্য) বহ্নিকর্মণি (হোমাদিকার্যে) পূজায়াং (পূজাতে), বলিদানে (বলিদানকার্যে) তথা (সেইরূপ) উৎসবে (অন্য-দেবোৎসবে) শ্রুত্বা (শ্রবণ করে — শ্রবণ করলে) তৎ সর্ব্বং (সেই সমস্ত) অক্ষয়ং (অক্ষয়) লভেৎ (লাভ হবে)।।২৩।।

যুদ্ধে বীরবরো (বীরশ্রেষ্ঠ) ভূয়াৎ (হবে) রিপুসংকুলে (শত্রুকুলমধ্যে) নির্ভয়ঃ (ভয়হীন) ভয়াৎ (হবে) নিত্যং (সদা) কল্যাণং (মঙ্গল) লভতে (লাভ হবে) চ (এবং) কুলবর্দ্ধনং (নিত্য বংশবৃদ্ধি) লভতে (লাভ হবে)।।২৪।।

আমার যে আলয়ে প্রতিদিন ভক্তিসহকারে এই দেবী চণ্ডীমাহাত্ম্য পাঠ করা হয়, সেই স্থান আমি (কদাপি) পরিত্যাগ করি না। আমার ভক্তও সর্বদা আমার সান্নিধ্যে থাকে।।২১।।

দেবীচণ্ডিকার মাহাত্ম্যপাঠ (অবশ্যই) মহাস্বস্ত্যয়ন, মহাপুণ্যকর্ম, পাপসমূহের বিনাশকারী। সেইরূপ অক্ষয় স্বর্গবাসরূপফল প্রদানকারী।।২২।।

হোমাদিকার্যে, পূজায়, বলিদানকার্যে, সেইরূপ অন্য উৎসবে আমার এই চণ্ডিকামাহাত্ম্য শ্রবণ করলে সেই সমস্ত কার্যে অক্ষয় ফললাভ হবে।।২৩।।

এই দেবী মাহাত্ম্য পাঠের ফলে পাঠক যুদ্ধে বীর শ্রেষ্ঠ হবে, শত্রুকুল মধ্যে হবে নির্ভয়। সদা লাভ হবে কল্যাণ এবং নিত্য হবে বংশবৃদ্ধি।।২৪।।

শান্তিকর্মণি দুঃস্বপ্নে প্রপঠেন্ মিত্রকর্মণি।
সংঘাতভেদনে চৈব রক্ষোভয়বিনাশনে।।২৫।।
আরোগ্যং শত্রুসংহারেহরণ্যে যানে বনাগ্নিতঃ।
শূন্যে সিংহাদিজন্তুনাং ভয়ে সর্ব্বভয়েহপি চ।।
স্মরেন্নেতৎ পরং গুহ্যং সঙ্কটান্মুচ্যতে নরঃ।।২৬।।
একধা দশধা চৈব শতধা চ সহস্রধা।
অযুতং লক্ষ নিযুতং কোট্যর্ব্বুদ মহার্বুর্বদম্।।২৭।।
পদ্মঞ্চাপি মহাপদ্মং খর্ব্বঞ্চ লঘুখর্ব্বকম্।
হংসঞ্চেব মহাহংসং মহাশংখঞ্চ ধূলকম্।।২৮।।
অক্ষৌহিনী মহাধূলং মহাক্ষৌহিণিকা ক্রমাৎ।
যথাশক্তি যথাবৃত্তি যাবজ্জীবং ভবার্ণবে।
তাবদ্বা জন্মনি দিনং কিয়ৎ কালং কলৌকুলে।।২৯।।
ভবানীত্যুচ্চরণ্ জন্তুর্ভবান্মুচ্যেত নান্যথা।
ভবানীত্যুচ্চরন্ ব্যাজাৎ ন যোনৌ জায়তে জনঃ।।৩০।।

শান্তিকর্মণি (শান্তিকর্মে), দুঃস্বপ্নে (দুঃস্বপ্নদর্শনে), মিত্রকর্মণি (বন্ধুত্বকর্মে/প্রিয়কর্মে) সংঘাতভেদনে (সংঘাতভেদনে), চ (এবং) রক্ষঃ-ভয়-বিনাশনে (রাক্ষসের ভয় দূরকরণে) দেবীমাহাত্ম্যং (দেবী চণ্ডিকামাহাত্ম্যং) প্রপঠেৎ (পাঠ করবে)।।২৫।।

শত্রুসংহারে (শত্রু নিধনে), অরণ্যে (বনে), যানে (শকটে), বনাগ্নিতঃ (দাবানল হতে), শূন্যে (গগনে), সিংহাদিজন্তুনাং (সিংহপ্রভৃতিজন্তুর) ভয়ে (ভয়ে) চ এবং সর্বভয়ে অপি (সমস্ত প্রকার ভয়েও) এতৎ (এই) পরং গুহ্যং (পরম গোপনীয়) (তত্ত্ব—দেবীমাহাত্ম্য) স্মরেৎ (স্মরণ করিবে)। তর্হি (তাহলে) নরঃ (মানব) সঙ্কটাৎ (বিপদ হতে) মুচ্যতে (মুক্ত হবে)।।২৬।।

শান্তি কর্মে, দুঃস্বপ্নদর্শনে, প্রিয়কর্মে, বিপদমীমাংসায় এবং রাক্ষসের ভয় দূরকরণে দেবী চণ্ডিকার মাহাত্ম্য অবশ্য পাঠ করবে।।২৫।।

শত্রুনিধনে, অরণ্যে, শকটে, দাবানলে, আকাশে, সিংহপ্রভৃতি জন্তুর ভয়ে এবং সমস্ত প্রকার ভয়ে এই পরম গোপনীয় দেবী রুদ্রচণ্ডিকার মাহাত্ম্য স্মরণ করবে, তাহলে মানব সঙ্কট হতে মুক্ত হবে।।২৬।।

একধা (একবার) দশধা (দশবার) চ (এবং) এব (ই) শতধা (শতবার) চ (এবং) সহস্রধা (হাজারবার), অযুতং (অযুতবার) লক্ষ (লক্ষবার) নিযুতং (নিযুতবার) কোটি-অর্ব্বুদ-মহার্ব্বুদং (কোটিবার, অর্বুদবার, মহার্বুদবার) চ (এবং) পদ্মং (পদ্মবার) অপি (ও) মহাপদ্মং (মহাপদ্মবার), চ (এবং) খর্বং (খর্ববার), লঘু খর্বকং (লঘু খর্ববার), চ (এবং) এব (ই) হংসং (হংসবার), মহাহংসং (মহাহংসবার) চ (এবং) মহাশংখং (মহাশংখবার), ধূলকং (ধূলকবার) অক্ষৌহিনী (অক্ষৌহিনীবার), মহাধূলং (মহাধূলবার)

অথানুক্রমিকাং বক্ষ্যে শৃণু দেবি শুচিস্মিতে।
ন্যাসং বিধানং পূজাঞ্চ নত্বা সর্ব্বমুদীরয়েৎ।।৩১।।
আদৌ দ্বিতুর্য্যপঞ্চানাং চত্বারিংশাদ্দ্বিতীয়কে।
অষ্টোত্তরশতং তিস্রোহপ্যষ্টোত্তরশতদ্বয়ম্।।৩২।।
সংখ্যাতমের শ্লোকানাং ময়োক্তং খলু পার্ব্বতি।
গৃহেহপি লিখিতং তিষ্ঠন্নুক্তং ফলমবাপ্নুয়াৎ।।৩৩।।
।।ইত্যাগমসন্দর্ভে রুদ্রযামলে পুষ্পিকাকল্পে তুর্য্যখণ্ডে দুর্গাপ্রীতিবচনে মাহাত্ম্যং নাম রুদ্রোক্তা রুদ্রচণ্ডী সমাপ্তা।।

চ (এবং) মহাক্ষৌহিণিকা (মহা-অক্ষৌহিনিকাবার) এবং ক্রমাৎ (এই ক্রমে) ভবার্ণবে (সংসারে) যাবৎ জীবং (যতদিন বাঁচবে) তাবৎ (ততদিন) জন্মণি বা (অথবা, তত জন্মে), কলৌকুলে (কলিকালে কুলে) যথাশক্তি (শক্তি অনুযায়ী) যথাবৃত্তি (যতবার) ভবানী ইতি (ভবানী এই নাম) উচ্চারণ্ (উচ্চারকার) জন্তু (জীব) ভবাৎ (সংসার হতে) মুচ্যতে (মুক্ত হয়), নান্যথা (অন্যপ্রকারে নহে)। ভবানী ইতি (ভবানী এই নাম) উচ্চরণ্ ব্যাজাৎ (ছলেও উচ্চারকারী) জনঃ (জীব) যোনৌ (যোনিতে) ন জায়তে (জন্ম নেয় না) ব্যাজাৎ (কপটতা হতে)।।২৭-৩০।।
অথ (তারপর) দেবি (হে রুদ্রচণ্ডিকে), শুচিস্মিতে (হে শুচিস্মিতে), ত্বং (তুমি) শৃণু (শ্রবণ কর) (অহং-আমি) অনুক্রমিকাং (অনুক্রমিকা) বক্ষ্যে (বলছি)—ন্যাসং বিধানং (ন্যাস, বিধান পূর্বক) পূজাং (পূজা করে) চ (এবং) নত্বা (প্রণাম করে) সর্ব্বম্ (সবকিছু) উদীরয়েৎ (বলবে/করবে)।।৩১।।

একবার, দশবার এইভাবে শতবার, সহস্রবার, অযুত-লক্ষ-নিযুত-কোটি-অর্বুদ-মহার্বুদবার, পদ্ম-মহাপদ্ম-খর্ব-লঘুখর্ববার, হংস-মহাহংসবার, মহাশংখ-ধূলক-অক্ষৌহিনী-মহাধূল-মহাক্ষৌহিনিকাবার এই ক্রমে সংসারে যতদিন বাঁচবে ততদিন অথবা তত জন্মে এই কলিকালে যথাশক্তি যথাবৃত্তি ভবানী এই নাম উচ্চারণকারী জীব সংসার হতে মুক্ত হয়। ভবানী-এই নাম ছলেও উচ্চারণকারী জীব কোন যোনিতে জন্মগ্রহণ করে না।।২৭-৩০।।
তারপর, হে দেবি, হে শুচিস্মিতে, আমি অনুক্রমিকা বলছি—তুমি শ্রবণ কর— ন্যাস বিধান, পূজা এবং প্রণাম করে সমস্ত কার্য করবে।।৩১।।

শ্রীমদাগম সন্দর্ভে শ্রীমদ্রুদ্রযামলে
পুষ্পিকা কল্পে তুর্যখণ্ডে দুর্গা প্রীতিবচন মাহাত্ম্য
নামক রুদ্রোক্তা রুদ্রচণ্ডী সমাপ্তা।।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

রুদ্রচণ্ডীপাঠ-অপরাধ-ক্ষমাপন-স্তোত্র

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরি।।১।।
ভ্রমেণ পঠিতং যচ্চ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
তন্মে সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাত্তব চণ্ডিকে।।২।।
যন্মাত্রা-বিন্দু-বিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব বর্ণাদিহীনম্
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্বং প্রসভকৃতিবশাদ্ ব্যক্তমব্যক্তমম্ব।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেহস্মিন্।
তৎ সর্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎ প্রসাদাৎ প্রসীদ।।৩।।

যৎ (যে) অক্ষরং (অক্ষর) পরিভ্রষ্টং (পাঠচ্যুত), যৎ চ (এবং যা) মাত্রাহীনং (মাত্রাহীন) ভবেৎ (হয়েছে) মহেশ্বরি (হে মহেশ্বরি), ত্বৎ প্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) সর্বং (সব) পূর্ণং (সম্পূর্ণ) ভবতু (হউক)।।১।।

ভ্রমেণ (ভুল করে) যৎ চ (যে-এবং) শ্লোকং (শ্লোক) বা (অথবা) শ্লোকার্দ্ধং এব শ্লোকের অর্ধেকই) পঠিতং (পঠিত হয়েছে) চণ্ডিকে (হে দেবি চণ্ডিকে) মে (আমার) তৎ (সেই ভ্রমে পঠিত শ্লোক) তব প্রসাদাৎ (তোমার কৃপায়) সম্পূর্ণতাং (সম্পূর্ণ) যাতু (হউক) ।।২।।

অম্ব (জননী), তে (তোমার) অস্মিন্ (এই) স্তবে (দেবী মাহাত্ম্যে) সাম্প্রতং (সম্প্রতি—এখন) প্রসভ-কৃতিবশাৎ (দ্রুত পাঠ করার জন্য যে হটকারিতা হেতু) ভক্ত্য- অভক্ত্যা (ভক্তি এবং অভক্তিপূর্বক) অনুপূর্বং (প্রথম থেকে) যৎ (যে) মাত্রা-বিন্দু-বিন্দু দ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব-বর্ণাদিহীনং (মাত্রা অনুস্বার, বিসর্গ, পদ, সন্ধি, সমাস, এবং বর্ণপ্রভৃতি ছাড়া) ব্যক্তম্ (স্পষ্ট প্রকাশিত) অব্যক্তম্ (অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত), মোহাৎ (মোহবশতঃ) অজ্ঞানতঃ বা (অথবা অজ্ঞানতা বশতঃ), পঠিতম্ (পঠিত), অপঠিতং (অপঠিত আছে), তৎ সর্বং (সেই সমস্ত) ভগবতি (হে পরমেশ্বরি) ত্বৎ-প্রসাদাৎ (তোমার অনুগ্রহে) সাঙ্গম্ (পূর্ণাঙ্গ) আস্তাম্ (হউক), বরদে (হে বরপ্রদায়িনী), প্রসীদ (তুমি প্রসন্না হও)।।৩।।

হে মহেশ্বরি, এই রুদ্রচণ্ডীপাঠে যে অক্ষর পাঠচ্যুত ও যা মাত্রাহীন হয়েছে, তোমার কৃপায় সে সকল সম্পূর্ণ হোক।।১।।

হে দেবি চণ্ডিকে ভুল করে যে শ্লোক বা শ্লোকার্ধ পঠিত হয়েছে, তোমার কৃপায় আমার সে-সকল ত্রুটি সম্পূর্ণা প্রাপ্ত হোক ।।২।।

হে জগজ্জননি, অধুনা তোমার এই স্তবপাঠে (মাহাত্ম্যপাঠে) দ্রুতপাঠের কারণে বা হঠকারিতার ফলে, মাত্রা, অনুস্বার, বিসর্গ, পদ, সন্ধি, সমাস এবং বর্ণপ্রভৃতি হীন হয়ে, স্পষ্টভাবে বা অস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয়েছে এবং অজ্ঞানতা বশতঃ পঠিত বা অপঠিত যা হয়েছে, হে পরমেশ্বরি, তোমার কৃপায় সে সকল যেন সম্পূর্ণ হয়ে উঠে। হে বরপ্রদায়িনি, আমার প্রতি প্রসন্না হও।।৩।।

প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরুমে দেবি, চণ্ডিকে দেবি নমোহস্তুতে।।৪।।

।। ওঁ তৎ সৎ।।

অম্ব (হে জননি), ভগবতি (হে পরমেশ্বরি), ভক্তবৎসলে (হে ভক্তবৎসলা, হে ভক্ত স্নেহময়ি) প্রসীদ (প্রসন্না হও)। দেবি (হে দেবি দুর্গে), মে (আমাকে) প্রসাদং (কৃপা) কুরু (কর), চণ্ডিকে (হে রুদ্রচণ্ডিকে), দেবি (হে দেবি) তে (তোমাকে) নমঃ (নমস্কার) অস্তু (হউক)।।৪।।

হে জননি পরমেশ্বরি, হে ভক্তবৎসলা, আমার প্রতি প্রসন্না হও, আমার প্রতি কৃপাময়ী হও। হে দেবি আমাকে কৃপা কর। হে রুদ্রচণ্ডিকে দেবি, আমি তোমাকে প্রণাম করি।।৪।।

।। ওঁ তৎ সৎ ।।

।। ইতি শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী সমাপ্তা।।

।। নমঃ পরমদেবতায়ৈ।।

।। শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।।

—ঃ পাঠের ঃ—

শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী

অথ রুদ্রচণ্ডী কবচম্

ওঁ নমশ্চণ্ডিকায়ৈ

শ্রী রুদ্রচণ্ডিকাকবচস্য ভৈরবঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দশ্চণ্ডিকা দেবতা চতুর্বর্গফল-প্রাপ্ত্যর্থং জপে বিনিয়োগঃ।

শ্রী কার্ত্তিকেয় উবাচ।

কবচং চণ্ডিকাদেব্যাঃ শ্রোতুমিচ্ছামি তে শিব।
যদি তেঽস্তি কৃপানাথ কথয়স্ব জগৎ প্রভো ।।১।।

শ্রী শিব উবাচ।

শৃণু বৎস প্রবক্ষ্যামি চণ্ডিকাকবচং শুভম্।
ভুক্তিমুক্তিপ্রদাতারমায়ুষ্যং সর্বকামদম্।।২।।
দুর্লভং সর্বদেবানাং সর্বপাপনিবারণম্।
মন্ত্র সিদ্ধিকরং পুংসাং জ্ঞানসিদ্ধিকরং পরম্।।৩।।
চণ্ডিকাকবচস্যাস্য ঋষির্দেবোঽথ ভৈরব।
চণ্ডিকা দেবতা প্রোক্তা ছন্দোঽনুষ্টুপ্ প্রকীর্ত্তিতম্।।৪।।
চতুর্বর্গফলপ্রাপ্ত্যৈ বিনিয়োগঃ প্রকীর্ত্তিতঃ।
চণ্ডিকা মেঽগ্রতঃ পাতু আগ্নেয্যাং ভবসুন্দরী।।৫।।
যাম্যাং পাতু মহাদেবী নৈঋত্যাং পাতু পার্বতী।
বারুণে চণ্ডিকা পাতু চামুণ্ডা পাতু বায়বে।।৬।।
উত্তর ভৈরবী পাতু ঈশানে পাতু শঙ্করী।
পূর্বে পাতু শিবা দেবী ঊর্দ্ধে পাতু মহেশ্বরী।।৭।।
অধঃ পাতু সদানন্তা মূলাধারনিবাসিনী।
মূর্দ্ধিণী পাতু মহাদেবী ললাটে চ মহেশ্বরী।।৮।।
কণ্ঠে কোটীশ্বরী পাতু হৃদয়ে নলকুবরী।
নাভৌ কটিপ্রদেশে চ পায়াল্লম্বোদরী সদা।।৯।।
ঊর্বোর্জ্জান্বোঃ সদা পায়াৎ ত্বচং মে মদলালসা।
ঊর্দ্ধে পার্শ্বে সদা পাতু ভবানী ভক্তবৎসলা।।১০।।

পাদয়োঃ পাতু মামীশা সর্বাঙ্গে বিজয়া সদা।
রক্তমাংসে মহামায়া ত্বচি মাং পাতুলালসা।।১১।।
শুক্রমজ্জাস্থিসঙেঘষু গুহ্যং মে ভুবনেশ্বরী।
ঊর্দ্ধকেশী সদা পায়াৎ নাড়ীং সর্বাঙ্গসন্ধিষু।।১২।।
ওঁ ঐং ঐং হ্রীং হ্রীং চামুণ্ডে স্বাহা মন্ত্রস্বরূপিণী।
আত্মানং মে সদা পায়াৎ সিদ্ধবিদ্যাদশাক্ষরী।।১৩।।
ইত্যেতৎ কবচং দেব্যাঃ চণ্ডিকায়াঃ শুভাবহম্।
গোপনীয়ং প্রযত্নেন কবচং সর্বসিদ্ধিদম্।।১৪।।
সর্বরক্ষাকরং ধন্যং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ ।।১৫।।
অজ্ঞাত্বা কবচং দেব্যা যঃ পঠেৎ স্তবমুত্তমম্।
ন তস্য জায়তে সিদ্ধির্বহুধা পঠনেন চ।।১৬।।
ধৃত্বৈতৎ কবচং দেব্যা দিব্যদেহধরো ভবেৎ।
অধিকারী ভবেদেতচ্চণ্ডীপাঠেন সাধকঃ।।১৭।।

ইতি শ্রীরুদ্রযামলতন্ত্রে শিব-কার্ত্তিকেয় সংবাদে রুদ্রচণ্ডিকা কবচং সমাপ্তম্।

রুদ্রচণ্ডী-মন্ত্রস্য ত্রৈলোক্যমঙ্গলং নাম কবচম্

কবচান্তরম্—

শ্রী পার্বত্যুবাচ

দেবদেব মহাদেব দয়ালো দীন-বৎসল।
কেন সিদ্ধিং দদাত্যাস্তু চণ্ডী ত্রৈলোক্য - দুর্লভা।।১।।

শ্রীমহাদেব উবাচ

রুদ্রেণারাধিতা চণ্ডী মহাসিদ্ধির্ভবেত্তদা।
রুদ্ররূপা রুদ্রভাবা রুদ্রভূষা সদা স্থিতা।।২।।
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্রগেহা রুদ্রাণী রুদ্রবল্লভা।
সর্বদা বরদা দেবী ব্রহ্মজ্ঞানপ্রদায়িনী।।৩।।
সর্বপাপহরা দেবী সর্বরোগক্ষয়ঙ্করী।
সর্বারিষ্ট-গতিদাত্রী সর্বগ্রহনিবারিণী।।৪।।
শিবং দেহি শুভং দেহি সুখং দেহি সদা প্রিয়ে।
তুষ্টিং পুষ্টিং জয়ারোগ্যং মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলম্।।৫।।
অকাল মরণং বাপি কালে মৃত্যুর্যদা ভবেৎ।
চণ্ডীস্মরণমাত্রেণ মৃত্যোর্মৃত্যুকরং পরম্।।৬।।
জ্ঞাত্বা দেবগণাঃ সর্বে চণ্ড্যভূদ্ রুদ্রগেহিনী।
রুদ্রচণ্ডী তদাখ্যাতা ত্রৈলোক্য পরমেশ্বরী।।৭।।
রুদ্রোহভবম্মহারুদ্রশ্চণ্ডীপাঠ-প্রসাদতঃ।
তদা শাপঃ প্রদাতব্যঃ স্বীয়-সিদ্ধির্যদা শিবে।।৮।।
কৃষ্ণেনারাধিতা চণ্ডী কৃষ্ণচণ্ডী ন সিদ্ধিদা।
কৃষ্ণনামধরা দেবী সর্বতন্ত্রেষু গোপিতা।।৯।।
কৃষ্ণচণ্ডী মহাদেবি প্রাণান্তে ন প্রকাশিতা।
জ্ঞাত্বা চণ্ডীং জগৎ সর্বং কৃষ্ণশাপোহভবত্তদা।।১০।।
স্বীয়ভাবে তদা দেবী অভিশাপং করোতি হি।
তেন তে স্বীয়পাপেন ন সিধ্যন্তি কদাচন।।১১।।

শ্রী পার্বত্যুবাচ।

দেবদেব দীননাথ দীনবন্ধো দয়ানিধে।
ইদানীং বদ মে নাথ চণ্ডীসিদ্ধিকরং পরম্।।১২।।
বিনা ধ্যানং বিনা পূজাং বিনা জপপরায়নম্।
বিনা হোমং বিনা মন্ত্রং বিনা সাধনসংজ্ঞকম্।
অনায়াসেন সিধ্যন্তি কোনোপায়েন তদ্ বদ।।১৩।।

শ্রী মহাদেব উবাচ

শৃণু পার্বতি সুভগে চণ্ডীসিদ্ধিকরং পরম্।
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্রচণ্ডী প্রসন্না সর্বদা সতী।।১৪।।
তস্যাহং কবচং দেবি কথয়ামি শুচিস্মিতে।
ত্রৈলোক্যে সর্বদেবানাং সাধনেনৈব যৎ ফলম্।
তৎফলং লভতে সদ্যঃ কবচাধ্যায়মাত্রতঃ।।১৫।।
শতমষ্টৌ পঠেৎ যস্তুসর্বসিদ্ধীশ্বরো ভবেৎ।
শতাবৃত্তিং পঠেদ্ যো হি সপ্তদ্বীপেশ্বরো ভবেৎ।।১৬।।
পঞ্চাশদ্ পাঠমাত্রেণ পঞ্চাশদ্বর্নসিদ্ধয়ে।
অষ্টাবিংশতিপাঠেন অষ্টসিদ্ধিঃকরে স্থিতা।।১৭।।
একাদশ পঠেদ্ যস্তু রুদ্রস্তস্য প্রসন্নধীঃ।
দশবিদ্যাঃ প্রসিধ্যন্তি যঃ পঠেদ্দশধা শিবে।।১৮।।
নবাবৃত্তিং পঠেদ্ যো হি গ্রহদেব প্রসন্নধীঃ।
অষ্টাবৃত্তিং পঠেদ্ যস্তু অষ্টপাশৈর্বিমুচ্যতে।।১৯।।
সপ্তধা পাঠমাত্রেণ চিরায়ুর্ভবতি ধ্রুবম্।
পঠেৎ ষষ্ঠং কর্মভেদে ষটকর্ম সিদ্ধয়ে ধ্রুবম্।।২০।।
পঞ্চমং প্রপঠেদ্ যস্তু পঞ্চাত্মা চ প্রসন্নধীঃ।
চতুর্থং প্রপঠেদ্ যস্তু চতুর্বেদাবিদাং বরঃ।।২১।।
ত্রিধা পাঠে মহেশানি সর্বশান্তির্ভবিষ্যতি।
পাঠদ্বয়ং কৃতং যদ্ধি সর্বকাম্যং প্রসাদয়ে।।২২।।

একধা পাঠমাত্রেণ চণ্ডী সিদ্ধির্ভবিষ্যতি।
অতঃ পরমহং বক্ষে কবঞ্চ পরাৎপরম্।।২৩।।
রক্ষাকরং মহামন্ত্রং ত্রৈলোক্যমঙ্গলাভিধম্।
প্রণবো বাগ্‌ভবো মায়া ৩৩ঃ সদ্যঃ সনাতনী।।২৪।।
স্থিরা মায়া ততঃ কামো লজ্জাযুগ্মং ততঃ পরম্।
এ নবাক্ষরো মন্ত্রঃ সর্বাশা পরিপূরকঃ।।২৫।।
অগ্নিস্তম্ভং জলেস্তম্ভং বায়ুস্তম্ভং ততঃ পরম্।
বহু কিং কথ্যতে দেবি ত্রৈলোক্যস্তম্ভনং ভবেৎ।।২৬।।
কর্ষয়েদখিলং দেবি শোষয়েদখিলং জগৎ।
মোহয়েদখিলান্ লোকান্ মারয়েৎ সকলং জগৎ।।২৭।।
বশয়েদ্ সর্বদেবাদীন্ ঋতুভেদে মহেশ্বরী।
সর্বরক্ষা করো মন্ত্রঃ সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম ন সংশয়ঃ।।২৮।।
শিখায়াং প্রণবঃ পাতু শিরসি বাগ্‌ভবঃ প্রিয়ে।
ভ্রূমধ্যে রক্ষতে মায়া হৃদয়ং কালিকাহতু।।২৯।।
নাভিং পাতু স্থিরা মায়া তদধঃ কাম রক্ষতু।
লিঙ্গমূলং পাতু লজ্জা যজুর্গুহ্যে সদাহবতু।।৩০।।
কটিং পৃষ্ঠং কূর্পরঞ্চ স্কন্ধং কর্ণদ্বয়ং তথা।
প্রণবো রক্ষতে দেবি মাতৃভাবেন সর্বদা।।৩১।।
কণ্ঠং গলঞ্চ চিবুকং ওষ্ঠদ্বয়ং ততঃ পরম্।
দন্তং জিহ্বাং তথা রন্ধ্রং তদন্তে মুখমণ্ডলম্।।৩২।।
বাগ্‌ভবো রক্ষতে দেবি পিতৃভাবেন সর্বদা।
নাসিকাং হনুযুগ্মঞ্চ চক্ষুষী ভ্রূযুগং তথা।।৩৩।।
ললাটঞ্চ কপালঞ্চ চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিমণ্ডলম্।
সর্বদা রক্ষতে মায়া শক্তিরূপে মহেশ্বরি।।৩৪।।
বায়ুদ্বয়ং ততঃ সর্বং পঞ্জরং হৃদিমণ্ডলম্।
রক্ষতে কালিকাবীজং কন্যারূপেণ সর্বদা।।৩৫।।

উদরং মূলদেশঞ্চ চণ্ডিকে ত্বং সদাহবতু।
রক্তং মাংসং তথা মজ্জা শুক্রাণি মেদ এব চ।।৩৬।।
রক্ষেল্লজ্জা শক্তিরূপে সগুণা পরমা কলা।
নখ কেশানি সর্বাণি যজুঃ পাতুসদা প্রিয়ে।।৩৭।।
সর্বাঙ্গং রক্ষতে চণ্ডী সর্বমন্ত্রং সকীলকম্।
আত্মা পরাত্মা জীবাত্মা চণ্ডিকা পাতু সর্বদা।।৩৮।।
সাধনে চণ্ডিকা পাতু সজ্জ্ঞানং চণ্ডিকাহবতু।
সৎসঙ্গং চণ্ডিকা পাতু সদ্‌যোগং চণ্ডিকাহবতু।।৩৯।।
সৎকথাং চণ্ডিকা রক্ষেৎ সচ্চিন্তাং চণ্ডিকাহবতু।
পূর্বস্যাং চণ্ডিকা পাতু আগ্নেয্যাং চণ্ডিকাহবতু।।৪০।।
দক্ষিণস্যাং তথা চণ্ডী সর্বদা পরিরক্ষতু।
নৈর্ঋত্যাং চণ্ডিকা রক্ষেৎ পশ্চিমে চণ্ডিকাহবতু।।৪১।।
বায়ব্যাং চণ্ডিকা পাতু উত্তরে চণ্ডিকাহবতু।
ঐশান্যাং চণ্ডিকা পাতু ঊর্দ্ধাধশ্চণ্ডিকা তথা।।৪২।।
চণ্ডিকা রক্ষতে কন্যাং সুতং স্ত্রী চণ্ডিকাবতু।
ভ্রাতরং ভগিনীং সর্বং চণ্ডিকা রক্ষতে সদা।।৪৩।।
বন্ধুবর্গ-কুটুম্বানি দাসীদাসং ততঃ পরম্।
রক্ষতে চণ্ডিকা দেবী মাতৃভাবান্মহেশ্বরী।।৪৪।।
গজবাজিগবান্ সর্বান্ জন্তূনাং সর্বপর্বসু।
রক্ষতে চণ্ডিকাদেবী স্বীয়ভাবেন শাম্ভবী।।৪৫।।
বাস্তুবৃক্ষাদিকং সর্বং চণ্ডিকা রক্ষতে সদা।
সৈন্য স্বসৈন্যবর্গানাং চণ্ডিকা পরিরক্ষতু।।৪৬।।
শ্মশানে প্রান্তরেহরণ্যে চণ্ডিকা পাতু সর্বদা।
রাজদ্বারে রণে ঘোরে পর্বতে বা রণে স্থলে।।৪৭।।
অগ্নি-বজ্রাদিদুর্য্যোগে বিবাদে শত্রুসঙ্কটে।
চণ্ডিকা পাতু সর্বত্র যথা ধেনুঃ সুতংপ্রতি।।৪৮।।

ইতি তে কথিতং কান্তে ত্রৈলোক্য মঙ্গলাভিধম্।
ত্রৈলোক্য মঙ্গলং নাম কবচং পরিকথ্যতে।।৪৯।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রুদ্রচণ্ডীং পঠেদ্ যদি।
সিদ্ধির্ন জায়তে তস্য কল্পকোটিশতৈরপি।।৫০।।
ইদং কবচমজ্ঞাত্বা রুদ্রচণ্ডীপাঠং করোতি যঃ।
বিপরীতং ভবেৎ সর্বং বিঘ্নস্তস্য পদে পদে।।৫১।।
তদনন্তং ভবেৎ সর্বং কবচাধ্যায়মাত্রতঃ।
ধারণে কবচং দেবি ফলসংখ্যা পরিপূরকম্।।৫২।।
তত্রৈব কবচং দেবি সর্বাশা পরিপূরকম্।
পঞ্চবক্ত্রেন কথিতং কিং ময়া কথ্যতেঽধুনা।।৫৩।।
ভূর্জ্জে গঙ্গাষ্টকেনৈব লিখেত্ত কবচং শুভম্।
সমন্ত্রং কবচং দেবি স্বমন্ত্রং পুটিতং ততঃ।।৫৪।।
গোত্রং নাম ততঃ কামং পূর্ণমন্ত্রং লিখেৎ প্রিয়ে।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং পক্ষয়োরুভয়োরপি।।৫৫।।
প্রাণপ্রতিষ্ঠা মন্ত্রেণ প্রতিষ্ঠাং কুরুতে ততঃ।
পূজয়েদ্ বিধিযুক্তেন পঞ্চাঙ্গং তদনন্তরম্।।৫৬।।
এবং তে ধারয়েদ্ যস্তু স রুদ্রো নাত্র সংশয়ঃ।
কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ হৃন্নাভিকটিদেশতঃ।।
যোষিদ্ বামভুজে ধৃত্বা সাক্ষাৎকালী ন সংশয়ঃ ।।৫৭।।
ধনং পুত্রং জয়ারোগ্যং যদ্ যন্মনসি কামদম্।
তত্তৎ প্রাপ্নোতি দেবেশি নিশ্চিতং মম ভাষিতম্।
ন সন্দেহো ন সন্দেহো ন সন্দেহঃ কদাচন।।৫৮।।
দেয়ং শিষ্যায় শান্তায় গুরুভক্তিরতায় চ।
শক্তিধ্যেয়াঃ শক্তিরতাঃ শক্তিপ্রাণাঃ সদাশয়াঃ।।৫৯।।
এবং তল্লক্ষণৈর্যুক্তং কবচং দীয়তে ক্বচিৎ।
নিত্যং পূজা প্রকর্ত্তব্যা কবচং পরমং শিবে।।৬০।।

অশক্তৌ পরমেশানি পুষ্প ধূপং প্রদাপয়েৎ।
তস্য দেহে তস্য গেহে চণ্ডিকা ত্বচলা ভবেৎ।।৬১।।
খলে দুষ্টে শঠে মূর্খে দাম্ভিকে নিন্দুকে তথা।
শক্তিনিন্দাং শক্তিহিংসাং যঃ করোতি স পামরঃ।।
এতেষাং পরমেশানি সুকৃতির্ন কদাচন।।৬২।।
ন দদ্যাৎ কবচং দেবি যদীচ্ছেদাত্মনো হিতম্।
দত্তে চ সিদ্ধিহানিঃ স্যাদ্ দত্তে চ শিবহা ভবেৎ।।৬৩।।
ইতি শ্রী রুদ্রযামল তন্ত্রে শ্রীপার্বতীরহস্যে ত্রৈলোক্যমঙ্গলং
নাম রুদ্রচণ্ডীকবচং সমাপ্তম্।।ওঁ তৎসৎ ওঁ।।

।। অথ শ্রী শ্রী রুদ্রচণ্ডী।।

প্রথমাবচ্ছেদঃ—

নমো রুদ্রচণ্ডিকায়ৈ

(ওঁ হ্রীঁ) শ্রী পার্ব্বত্যুবাচ।

ভগবন্ ভূতভব্যেশ ত্রৈলোক্যাধিপতে হর।
যদুপাখ্যানমাশ্চর্য্যং সৌরথেয়ং বদস্ব মে।।১।।

রুদ্র উবাচ।

অস্যাঃ শ্রীরুদ্রচণ্ডিকায়া ব্রহ্মাদয় ঋষয়োঽনষ্টুপ্ ছন্দশ্চণ্ডিকা দেবতা চতুর্বর্গসাধনে রুদ্রচণ্ডিকাপাঠে বিনিয়োগঃ।।

ওঁ সাবর্নিরিতি বিখ্যাতো মনুরাসীন্মহেশ্বরি।
বক্ষ্যে ত্বয়ি তদুৎপত্তিং শৃণুষ্ব ত্বং সমাহিতা।।২।।
পূর্ব্বং যৎ সূচিতং কান্তে ন শ্রুতং ক্বাপি তদ্ যথা।
শ্রূয়তাং শ্রূয়তাং রম্যে দেবি প্রৌঢ়ে বরাঙ্গনে।।৩।।
ইত্যুক্ত্বা সব্যহস্তেন চিবুকং গৃহ্য চুম্বিতম্।
বক্ত্রারবিন্দং সুন্দর্য্যাঃ কৃত্বা চোবাচ শঙ্করঃ।।৪।।
অধুনৈবাগতস্তত্র গণেশস্তন্ত্রবিদ্ গুরুঃ।।
প্রণম্য সাম্বিকং রুদ্রম্ উষিতং ভৈরবৈঃ সহ ।।৫।।
নায়িকা যোগিনীভিঃ সা সাবধানেন শঙ্করী।
কৈলাসে যোগসংস্থানে মহদ্গুহ্যানি শ্রূয়তে।।৬।।
মহামায়ানুভাবেন যোঽষ্টমঃ সূর্যসম্ভবঃ।।
চৈত্রান্মন্বধিপো রাজা স নাম্না সুরথঃ সুধীঃ।।৭।।
পূর্বং স্বারোচিষে জাতঃ সকলেহবনিমণ্ডলে।
জিতঃ কালে নৃপৈরন্যৈঃ সোঽভূৎ কোলাখ্যকৈর্নৃপঃ।।৮।।
তথামাত্যৈরেব স তৈর্বনং যতো নৃপাগ্রণীঃ।
বিকেনৈব যত্রাস্তে বর্য্যো মেধা মহামুনিঃ।।৯।।
তত্রাতিষ্ঠৎ কিয়ৎকালং বিচরন্ স তদাশ্রমে।

দৃষ্টবান্ জনমেকঞ্চ বৈশ্যং বিহরিণং বনে।।১০।।
তমপৃচ্ছন্ মহারাজ কস্মান্ ম্লানো ভবাং স্ততঃ।
রাজ্ঞা পৃষ্টঃ কৃতার্থ সন্ দুঃখিতোহহং ভবান্ যথা।।১১।।
বিবেকিনৌ তৌ মিলিতৌ প্রাপ্তাবেবান্তিকং মুনেঃ।
পৃষ্ঠো নৃপেণ বিপ্রোন্দ্রোহপ্যয়ং পুত্রৈর্নিরাকৃতঃ।।১২।।
অহং মমত্বকাপন্নো রাজ্যে রাজ্যাঙ্গকেষ্বপি।
তথাপ্যেবাবয়োঃ কস্মাদ্ হার্দ্দী ভবতি তেষু চ।।১৩।।
মেধসোক্তং বলবতী মহামায়া গদাভৃতঃ।
তয়া সংমোহ্যতে বিশ্বং সৃজত্যবতি হন্তি চ।।১৪।।
চেতঃসু জ্ঞানিনাং দেবী নিত্যা ভগবতী হি সা।
বরদা মুক্তয়ে লোকে যোগনিদ্রাভিধীয়তে।।১৫।।
বিশ্বাধারা জগন্মূর্ত্তির্দৈত্যারেরীশ্বরী চ সা।
উৎপন্না পরমোৎপন্না বিষ্ণুনিদ্রা মৃষার্দ্দিনী।।১৬।।
নন্দজা বিন্ধ্যসংস্থানা হৈমী হরিহরপ্রিয়া।
স্তুতিঃ প্রীতিঃ সুরপ্রীতা কৃতিঃ প্রীতিঃ পুরাবহা।।১৭।।
যোগনিদ্রাসমাপন্নো যদা বিষ্ণুর্জ্জগদ্গুরুঃ।
তদা দ্বারসুরৌ ঘোরৌ মধুকৈটভসংজ্ঞকৌ।।১৮।।
হরিকর্ণমলোদ্ভূতৌ ব্রহ্মাণম্ হন্তুমুদ্যতৌ।
ভীতো ব্রহ্মা ভক্তিযুতস্ত্যেমসীং শরণং গতঃ।।১৯।।
(ভয়াদ্ বাগ্‌ভিঃ স্তুতো ব্রহ্মা স্তৌতি তাদৃশীম্)।।
অতুলাং যোগনিদ্রাখ্যাং ভক্তাভীষ্টাং সুরাম্বিকাম্।
স্বাহা-স্বধা বষড্‌রূপাং শুভাং পীযূষবাদিনীম্।।২০।।
অক্ষরাং বীজরূপাঞ্চ পালয়িত্রীং বিনাশিনীম্।
ত্রিধামাত্রাত্মিকাস্থাঞ্চ অনুচ্চার্য্যাং মহেশ্বরীম্।।২১।।
মহেশ্বরীং মহামায়াং মাতরং সর্বমাতরম্।
অর্ধমাত্রাঞ্চসাবিত্রীং মহাবিদ্যাং বিনোদিনীম্।।২২।।

ইত্থং স্তুতা ত্যক্তবতী ষড়ঙ্গং মধুবৈরিণঃ।
স চোত্তস্থৌ জগদ্‌বন্ধ র্যুযুধে বাহুযুদ্ধতঃ।।
পঞ্চবর্ষসহস্রাণি ততস্তৌ দানবৌ মৃতৌ ।।২৩।।
ততো দেবাসুরং যুদ্ধং শতবর্ষমভূৎ পুরা।
পরাজিতোহভূতদ্‌ দেবেন্দ্র ইন্দ্রোহভূন্মহিষাসুরঃ।।২৪।।
ততঃ সা তামসী দেবী দেবতেজঃ সমুদ্‌ভবা।
জঘান সপ্তসেনান্যশ্চিক্ষুরাখ্যমুখাং স্তথা।।২৫।।
উগ্রবীর্য্যাদিকানাঞ্চ সেনাশ্চ চতুরঙ্গিনীঃ।
খুরক্ষেপাদিকোন্মত্তং মায়িকং মহিষং রণে।।২৬।।
মাহিষং সৈংহিকং রূপং পৌরুষং হাস্তিকং তদা।
দ্বৈরূপ্যঞ্চ যথা কৃত্বা জঘান বরবার্ণিনী ।।২৭।।
হিমালয়ে স্থিতৈর্দেবৈঃ স্তুতা দৈত্যনিপীড়িতৈঃ।
কালিকা শিবদূতী চামুণ্ডা মূর্ত্তিধরা পরা।।২৮।।
সুগ্রীবস্য বচঃ শ্রুত্বা ধূম্রনেত্রং নিপাতিতম্।
চণ্ডং মুণ্ডং রক্তবীজং রক্তবিন্দুসমুদ্‌ভবম্।।২৯।।
কন্‌ব্বন্বয়ং কোটিবীর্য্যং কালকেয়ঞ্চ কালকম্।
ধৌম্রং মৌর্যং দৌহৃদঞ্চ ষড়শীতিসহস্রকম্।।৩০।।
কালকেয়াদি সৈন্যঞ্চ সর্বং নায়কভূষিতম্।
পুনঃ শুম্ভং নিশুম্ভঞ্চ দৈত্যরাজং জঘান সা ।।৩১।।
দেবানাং স্থানমাদত্তং শেষং পাতালসংস্থিতম্।
কৃত্বা রমতি কল্যাণী রণস্থল্যাং রণপ্রিয়া।।৩২।।
তদা বৃহস্পতিমুখা মহর্ষিসুরসিদ্ধকাঃ।
স্তোত্রৈর্নানাবিধৈরগৈঃ স্তুতিঞ্চচক্রুরনুত্তমাম্।।৩৩।।

দেবস্তুতি ঃ

কাত্যায়নী মাতৃকাখ্যা অপাং রূপা বিশোকিনী।
বৈষ্ণবী নারসিংহী চ বরাহী চ মহেশ্বরী।।৩৪।।

কৌমারী চ তথেন্দ্রানী ব্রহ্মানী চাগ্নিরূপিনী।
মহাকালী মহালক্ষ্মীর্মহাকল্পা সরস্বতী।।৩৫।।
একবীরা ভ্রামরী চ তথৈব অষ্টভুজা শিবা।
দশহস্তা সহস্রভুজা সর্বশক্তিস্বরূপিনী।।৩৬।।
মুনেস্তস্যোপদেশেন মৃণ্ময়ীং মধুমাসতঃ।
মূর্ত্তিং নির্মায় পূজাঞ্চক্রতুর্বৎসরত্রয়ম্।।৩৭।।
তত আগত্য সা দেবী তাভ্যামিষ্টং বরং দদৌ।
দুর্গাবরং সমালভ্য সূর্যবীর্য্য সমুদ্ভবঃ।।৩৮।।
মন্বন্তরাধিপঃ শ্রীমান্ সুরথঃ সম্ভবিষ্যতি।
সমাধিজ্ঞানমাসাদ্য মুক্তোহভূৎ তৎ প্রসাদতঃ।।৩৯।।
ইত্থং চণ্ডীং পঠেৎ যস্তু দ্বিজো বা প্রতিবাসরম্।
কুজে বা শনিবারে বা পঠন্ সর্ব ফলং লভেৎ।।৪০।।
একাবৃত্ত্যা ভবেৎ সৌখ্যং ত্রিরাবৃত্তোপসর্গতঃ।
স্যান্মুক্তো গ্রহদোষাচ্চ পঞ্চাবৃত্তং পঠেদ্যদি।।৪১।।
সপ্তাবৃত্তং মহাভীতৌ নবাবৃত্তঞ্চ শান্তিতঃ।
বাজপেয়ফলঞ্চাপি রুদ্রাবৃত্ত্যাশ্বমেধিকম্।।৪২।।
গোমেধ-নরমেধস্য শত্রুনাশং তথার্কতঃ।।
মন্বাবৃত্ত্যা সুখী ভূয়াৎ কলাবৃত্ত্যা ভবদ্ধনী।।৪৩।।
যথাকামং সপ্তদশে তথা চাষ্টদশে শুভম্।
নারী প্রিয়তমো যাতি বিংশাবৃত্ত্যা ঋণং হরেৎ।।৪৪।।
পঞ্চবিংশাদ্ ভবেৎ স্বর্গী শতাবৃত্ত্যা তবপ্রিয়ঃ।
অষ্টোত্তরশতাবৃত্ত্যা রাজসূয় ফলং লভেৎ।
অগ্নিহোত্রী নিত্য পাঠাৎ তজেদ্দেহং হরেদ্রব্যে।।৪৫।।
সহস্রাবৃত্তিপাঠস্য ফলং কিং স্যাদ্ বরাণনে।
তদ্ বক্তুং ন হি শক্নোমি সত্যং বর্ষাযুতৈরপি।
ইত্যুক্তং মম সর্বেশি অরিসঙঘবিঘাতকম্।

সর্বেষাঞ্চৈব বর্ণনাং বিদ্যানাঞ্চ যশস্বিনী।
ইয়ং যোনিঃ সমাখ্যাতা সবর্তন্ত্রেষু সর্বদা।।৪৬।।
ইতি শ্রীমদাগম সন্দর্ভে শ্রীমদ্‌রুদ্রযামলে রুদ্রচণ্ডিকায়াং
হরগৌরীসংবাদে চণ্ডীরহস্যং নাম প্রথমাবচ্ছেদঃ পটলঃ।।

।। মধ্যমাবচ্ছেদঃ ।।

রুদ্র উবাচ

রহস্যং চণ্ডিকাদেব্যা বিদতং ভুবনত্রয়ে।
কায়বাক্‌চিত্তশুদ্ধঃ সন্ পঠন্ প্রিয়তমো ভবেৎ।।১।।
রুদ্রচণ্ডী মহাপুণ্যা ত্রিগুণাখ্যা বিধাতৃকা
তারিণী তরুণী তন্বী তন্ত্রিকা বিশ্বারূপিকা।।২।।
বিরোধিনী বিপ্রচিত্তা বাণীবর্ণাববোধিকা।
বাসিনী বনিতা বিদ্যা বরারোহা বিমোহিনী।।৩।।
বগলা শঙ্করী শান্তিঃ শুভা ক্ষেমঙ্করী দয়া।
মহাত্মিকা মনোরূপা সীতা মায়া মলাপহা।।৪।।
মাতা ভগবতী শক্তিঃ শিবা সাধ্যা সুরেশ্বরী।
সর্বানী সিংহসংবাহা শম্ভুবক্ষঃস্থলস্থিতা।।৫।।
একাবৃত্তিং সংশৃণোতি নন্দিকেশো মহামনাঃ।
বিনায়কস্ত্রিরাবৃত্তিং গ্রহাঃ পঞ্চাথ ভৈরবাঃ।।৬।।
শৃণ্বন্তি কামদাঃ সপ্তঃ মানবো নবধাবৃত্তিম্।
অর্কাবৃত্তিঞ্চ দেবেন্দ্রো দৈবৈঃ সিদ্ধাদিভস্তথা।।৭।।
রুদ্রাবৃত্তিং রুদ্রগণাঃ সাদরা সুমনাস্তথা।
নবাবৃত্তিং যক্ষরাজঃ কলাবৃত্তিং তথা শচী।।৮।।
সমুদ্রজা সপ্তদশ ঋষিদারা দশাষ্টধা।
বিংশাবৃত্তিঞ্চ শমনঃ পঞ্চাবিংশং গদাধরঃ।।৯।।
শতাবৃত্তিং যোগিনীনাং ব্রহ্মা সাষ্টশতং সুরৈঃ।
সহস্রার্দ্ধং নায়িকানাং তদূর্দ্ধং শক্তিভিঃ সহ ।।১০।।
শতাবৃত্তিং নবাবৃত্তিমষ্টাবৃত্তিং মহেশ্বরী।
শ্রুত্বাভীষ্টং ফলং দদ্যাদ্ অন্যথা সুতঘাতিনী।।১১।।
মহামায়া-বরং লব্‌ধ্বা সাবর্নিরষ্টমো মনুঃ।
অভবৎ পরমেশানি দুর্গাপাঠমিদং মহৎ।।১২।।

হরিকর্ণমলোদ্‌ভূতৌ মহাবীর্য্য মদোদ্ধতৌ।
উভয়াসুরৌসংহন্ত্রী হরিণা পরমেশ্বরী।।১৩।।
জঘান মহিষং সংখ্যে পঞ্চবিংশতিকোটিভিঃ।
সেনাভিঃ পরমেশানি ত্বাং নতোহস্মি নতোহস্মি ত্বাম্‌।।১৪।।
নিযুতৈরষ্টভিঃ সংখ্যে নিশুম্ভ শুম্ভনাশিনী।
বিন্দূদ্‌ভবৈর্দ্বাদশভিস্তথাক্ষৌহিনীভিঃ শুভে।
জঘান দিতিজং সংখ্যে শতসপ্ততি কোটিভিঃ।।১৫।।
বিষ্ণুপ্রীতা ব্যাসরতা গণমাতা সরস্বতী।
পর্বস্তুতাষ্টমীরতা ষট্‌প্রণাম স্বরূপিণী।।১৬।।
নারায়ণ শ্লোকরূপা চণ্ডিকাহ্লাদরূপিণী।
তৎকুক্ষীপ্রভবা দেবী তদ্‌গুহ্যপরিবাদিনী।।১৭।।
তদ্‌বিকারা তদাধারা শতসপ্তপরায়ণা।
মুক্তিরূপা নিয়োগাখ্যা ন্যাসরূপাধিদেবতা।।১৮।।
ত্রিধামূর্ত্তিঃ শক্তিসারা ত্রিচরিত্রার্গলাধুনা।।
কীলকাসূক্তসংভবা কবচাহ্লাদিনী মহা।।১৯।।
উল্‌লাসিনী ষড়্‌গুণাখ্যা ত্রিদশাধ্যায়রূপিণী।
মাহাত্ম্যবাচিনী বালা সুরথরাজ্যসাধিকা।।২০।।
পুনশ্চাসৌ শারদীয়ে শারদীয়ামিষে রমে।
অরণ্যে রঘুনাথোহপি মহাপূজাং করিষ্যতি।।২১।।
কাত্যায়নি বুদ্ধিরূপে অপবর্গ প্রদায়িনি।
নিমেষাদি স্বরূপেণ নারায়ণি নমোহস্তু তে।।২২।।
শরণ্যে নায়িকে ঘোরে শক্তিসিংহ সমন্বিতে।
রুদ্রে কৌরবরুদ্ধে চ নারায়ণি নমোহস্তুতে।।২৩।।
স্ত্রী সমস্তে সর্ববিদ্যে সর্বভূতাশয়স্থিতে।
কাত্যায়নি বিপ্রতাপে নারায়ণি নমোহস্তুতে।।২৪।।
চিক্ষুরশ্চামরোদগ্রবিড়ালোগ্রাস্যবাস্কলাঃ।

তথোগ্রবীর্য্যতাম্রাখ্যাসুরদুর্দ্ধর দুর্ম্মুখাঃ।।২৫।।
মহা হনূদ্ধতাদ্যাশ্চ নাশিতাচণ্ডিকে ত্বয়া।
তস্মাৎ সর্বানি সর্বেশি নারায়ণি নমোঽহস্তুতে।।২৬।।
জয়ন্তী মঙ্গলা কালী ভদ্রকালী কপালিনী।
দুর্গা শিবা ক্ষমা ধাত্রী স্বাহা স্বধা নমোঽহস্তুতে।।২৭।।
শিবে দুর্গে মহামায়ে ভীমে ভয়বিনাশিনি।
চণ্ডিকে চণ্ডদৈত্যঘ্নি সুরাধ্যক্ষে পরে শিবে।।২৮।।
নারায়ণি নারসিংহি বারাহি বরদে বরে।
শরণ্যে সর্ব্বদে দেবি দুর্গে দুর্গবিনাশিনি।।২৯।।
ভবানি পরমারাধ্যে কৌমারি নিগমাবহে।
নিত্যস্মেরে নিধে দৌর্গে সর্বাশুভবিনাশিনি।।৩০।।
কৃতার্থোঽহস্মি, কৃতার্থোঽহস্মি কৃতার্থোঽহস্মীতি ভাগ্যবান্।
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং প্রসীদ পরমেশ্বরি।।৩১।।
ভবানীসন্নিধৌ যস্তু চণ্ডীমেতামুদীরয়েৎ।
দরিদ্রোঽহপি ধনী ভূত্বা শিবলোকং ব্রজেৎ কিল।।৩২।।
শনিভৌমদিনে দেবি যদি চেন্দুক্ষয়ো ভবেৎ।
তদা দেব মণীন্দ্রাণাং শরণ্যঃ প্রপঠন্ ভবেৎ।।৩৩।।
ভৌমবারে কৃষ্ণপক্ষে যদি স্যাদষ্টমী তিথিঃ।
বিল্বপত্রসহস্রৈশ্চ সংপূজ্য তত্র পার্বতীম্।।৩৪।।
বলিং দত্ত্বা বিধানেন জপেদাগমচণ্ডিকাম্।
যদ্ যদিষ্টতমঃ লোকে তত্তদাপ্নোতি নিশ্চিতম্।।৩৫।।
কৃষ্ণাষ্টমী-সমাযুক্তা বিশাখা বা শনৌ ভবেৎ।
তত্র জপ্ত্বেদৃশীং কৃত্বা সাধকঃ সাধয়েৎ শিবাম্।।৩৬।।
অপরাজিতাশতৈঃ পুষ্পৈঃ সংপূজ্য পরমেশ্বরীম্।
অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং বাপি পার্বতীম্।।৩৭।।
পূজয়িত্বাগ্রমনসা দুর্গাপাঠমিমং জপন্।

লভতে বাঞ্ছিতং সর্ব্বমিহলোকে পরত্র চ।।৩৮।।

।।ইত্যাগম সন্দর্ভে শ্রীমদ্ রুদ্রযামলে রুদ্রচণ্ডিকায়াং শিবদুর্গা-সংবাদে সাধনরহস্যং নাম মধ্যমাবচ্ছেদঃ পটলঃ।।

।। উত্তমাবচ্ছেদঃ ।।

রুদ্র উবাচ ।।

চণ্ডিকাং হৃদয়ে ন্যস্য স্মরণং যঃ করোত্যপি।
অনন্তফলমাপ্নোতি দেবি চণ্ডীপ্রসাদতঃ ।।১ ।।
রবিবারে যদা চণ্ডীং পঠেদাগমসম্মতাম্।
নবাবৃত্তিফলং তস্য জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।।২ ।।
সোমবারে যদা চণ্ডীং পঠেদ্ যস্তু সমাহিতঃ।
সহস্রাবৃত্তি পাঠস্য ফলং জানীহি সুব্রতে ।।৩ ।।
কুজবারে জগদ্ধাত্রি পঠেদাগমসম্মতাম্।
শতাবৃত্তি ফলং তস্য বুধে লক্ষফলং ভবেৎ ।।৪ ।।
গুরৌবারে মহামায়ে লক্ষযুগ্মফলং ধ্রুবম্।
শুক্রে দেবি জগদ্ধাত্রি চণ্ডীপাঠেন শঙ্করি ।।৫ ।।
জ্ঞেয়ং তুল্যং ফলং দুর্গে পঠেদ্ যদি সমাহিতঃ।
শনিবারে জগদ্ধাত্রি কোট্যাবৃত্তিফলং ধ্রুবম্ ।।৬ ।।
অতএব জগদ্ধাত্রি যশ্চ চণ্ডীং সমভ্যসেৎ।
স ধন্যশ্চ কৃতার্থশ্চ রাজরাজাধিপো ভবেৎ ।।৭ ।।
আরোগ্যং বিজয়ং সৌখ্যং বস্ত্র-রত্ন-প্রবালকম্।
পঠনাৎ শ্রবণাচ্চৈব জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ।।৮ ।।
ধনং ধান্যং প্রবালঞ্চ রাজবস্তু বিভূষিতম্।
চণ্ডীশ্রবণমাত্রেণ কুর্য্যাৎ সর্বং মহেশ্বরী ।।৯ ।।
ওঁ ঘোরচণ্ডী মহাচণ্ডী চণ্ডমুণ্ডবিখণ্ডিনী।
চণ্ডবক্ত্রা মহামায়া মহাদেব বিভূষিতা ।।১০ ।।
রক্তদন্তা বরারোহা মহিষাসুরমর্দ্দিনী।
তারিণী জননী দুর্গা চণ্ডিকা চণ্ডবিক্রমা ।।১১ ।।
গুহ্যকালী জগদ্ধাত্রী চণ্ডিকা যামলোদ্ভবা।
শ্মশানবাসিনী দেবী ঘোরচণ্ডী ভয়ানকা ।।১২ ।।

শিবা ঘোরা রুদ্রচণ্ডী মহেশগণভূষিতা।
জাহ্নবী পরমা কৃষ্ণা মহাত্রিপুরসুন্দরী।।১৩।।
বিদ্যা শ্রী পরমাবিদ্যা চণ্ডী বৈরীবিমর্দ্দিনী।
দুর্গা দুর্গা শিবা ঘোরা চণ্ডহন্ত্রী প্রচণ্ডিকা।।১৪।।
মহেশী বগলা দেবী ভৈরবী চণ্ডবিক্রমা।
প্রমথৈর্ভূষিতা কৃষ্ণা চামুণ্ডা মুণ্ড-মর্দ্দিনী।।১৫।।
রণঘণ্টা চণ্ডঘণ্টা রণরামা রণপ্রিয়া।
ভবানী ভদ্রকালী চ শিবা ঘোরা ভয়ানকা।।১৬।।
বিষ্ণুপ্রিয়া মহামায়া নন্দগোপগৃহোদ্‌ভবা।
মঙ্গলা জননী চণ্ডী মহাক্রুদ্ধা ভয়ঙ্করী।।১৭।।
বিমলা ভৈরবী নিদ্রা জাতির্বুদ্ধিঃ স্মৃতিঃক্ষমা।
তৃষ্ণা ক্ষুধা তথা ছায়া শক্তিমায়া মনোহরা।।১৮।।
তস্যৈ দেব্যৈ নমস্তস্যৈ সর্বরূপেণ সংস্থিতা।
প্রাণপ্রিয়া জাতিমায়া নিদ্রারূপা মহেশ্বরী।।১৯।।
যা দেবী সর্বভূতেষু সর্ব্বরূপেণ সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ।।২০।।
এতাং চণ্ডীং জগদ্ধাত্রি ব্রাহ্মণস্তু সদা পঠেৎ।
নান্যস্তু পাঠকো দেবি পঠনে ব্রহ্মহা ভবেৎ।।২১।।
নারদঃ পাঠকশ্চৈব কৈলাসে রত্নভূষিতে।
বৈকুণ্ঠে ব্রহ্মলোকে চ দেবরাজপুরে শিবে।।২২।।
যঃ শৃণোতি ধরায়ঞ্চ মুচ্যতে সর্বপাতকৈঃ।
ব্রহ্মহত্যা চ গো-হত্যা স্ত্রীবধোদ্‌ভবপাতকম্।।২৩।।
তৎসর্ব্বং পাতকং দুর্গে মাতৃগমনপাতকম্।
শ্বশ্রূগমনপাপঞ্চ কন্যাগমনপাতকম্।।২৪।।
সুতস্ত্রীগমনঞ্চৈব যদ্ যৎ পাপং প্রজায়তে।
পরদারকৃতং পাপং তৎক্ষণাদেব নশ্যতি।।২৫।।

জন্মজন্মান্তরাৎ পাপাৎ গুরুহত্যাদিপাতকাৎ।
মুচ্যতে মুচ্যতে দেবি গুরুপত্নীষু সঙ্গমাৎ।।২৬।।
মনসা বচসা পাপং যৎ পাপং ব্রহ্মহিংসনে।
মিথ্যায়াঞ্চৈব যৎ পাপং তৎপাপং নশ্যতি ক্ষণাৎ।।২৭।।
শ্রবণং পঠনঞ্চৈব যঃ করোতি ধরাতলে।
স ধন্যশ্চ কৃতার্থশ্চ রাজরাজাধিপো ভবেৎ।।২৮।।
যঃ করিষ্যত্যবজ্ঞাং রুদ্রযামলচণ্ডিকাম্।
পাপেরৈতৈঃ সমাযুক্তো রৌরবং নরকং ব্রজেৎ।।২৯।।
অশ্রদ্ধাং যে চ কুর্বন্তি তে চ পাতকিনো নরাঃ।
রৌরবং রক্তকুন্ডঞ্চ কৃমিকুণ্ডং মলস্য বৈ।
ততঃ পিতৃগণৈঃ সার্দ্ধং বিষ্ঠায়াং জায়তে কৃমিঃ।।৩০।।
শৃণু দেবি মহাভাগে চণ্ডীপাঠং শৃণোত্যপি।
গয়ায়াঞ্চৈব যৎ পুণ্যং কাশ্যাং বিশ্বেশ্বরাগ্রতঃ।।৩১।।
প্রয়াগে মুন্ডনে চৈব হরিদ্বারে হরের্গৃহে।
তুল্যপুণ্যং ভবেদ্দবি সত্য দুর্গে শিবে রমে।।৩২।।
ত্রিগয়ায়াং ত্রিকাশ্যাং বৈ যচ্চ পুণ্যং সমুত্থিতম্।
তচ্চ পুণ্যং তচ্চ পুণ্যং তচ্চ পুণ্যং ন সংশয়ঃ।।৩৩।।
ভবানী চ ভবানী চ ভবানীতুচ্যতে বুধৈঃ।
ভকারশ্চ ভকারশ্চ ভকারঃ কেবলঃ শিবঃ।।৩৪।।
বাণী চৈব জগদ্ধাত্রী বরারোহে ভকারকঃ।
প্রেতবদ্দেবি বিশ্বেশি ত-কারঃ প্রেতবৎসলঃ।।৩৫।।
আরোগ্যঞ্চ জয়ং দুঃখনাশনং সুখবর্দ্ধনম্।
পুত্রং জরারোগ্যং কুষ্ঠং গলিতনাশনম্।।৩৬।।
অর্দ্ধাঙ্গিরোগান্মুচ্যেত দদ্রুরোগাচ্চ পার্বতি।
সত্যং সত্যং জগদ্ধাত্রি মহামায়ে শিবে শিবে।।৩৭।।
চণ্ডে চণ্ডে মহাঘোরে চণ্ডিকে ব্যাধিনাশিনি।

মন্দে দিনে মহেশানি বিশেষফলদায়িনী।
সর্বদুঃখাৎ প্রমুচ্যতে ভক্ত্যা চণ্ডীং শৃণোতি যঃ।।৩৮।।
ব্রাহ্মণো হিতকারী চ পঠেন্নিয়তমানসঃ।
মঙ্গলং মঙ্গলং জ্ঞেয়ং মঙ্গলং জয়মঙ্গলম্।
ভবেদ্ধি পুত্রপৌত্রৈশ্চ কন্যাদাসাদিভির্যুতঃ।।৩৯।।
তত্ত্বজ্ঞানঞ্চনিধনে কালে নির্বানমাপ্নুয়াৎ।
মহাদানোদ্ ভবং পুণ্যং তুল্য হিরণ্যকে যথা।।৪০।।
চণ্ডীস্মরণমাত্রেণ পঠনাৎ ব্রাহ্মণোহপি সঃ।
নির্বাণমেতি দেবেশি মহাস্বস্ত্যয়নং হি তৎ।।৪১।।
সর্ব্বত্র বিজয়ী জন্তুঃ শ্রবণাৎ গ্রহদোষতঃ।
মুচ্যতে চ জগদ্ধাত্রি রাজরাজাধিপোভবেৎ।।৪২।।
মহাচণ্ডী শিবা ঘোরা ভয়ানকা বরপ্রদা।
কাঞ্চনী কমলা বিদ্যা মহারোগবিমর্দ্দিনী।।৪৩।।
শুভচণ্ডী ঘোরচণ্ডী চণ্ডী ত্রৈলোক্যদুর্লভা।
দেবানাং দুর্লভ চণ্ডী রুদ্রযামলসম্মতা।।৪৪।।
অপ্রকাশ্যা মহাদেবী প্রিয়া রাবণমর্দ্দিনী।
মৎস্যপ্রিয়া মাংসরতা মৎস্যমাংসবলিপ্রিয়া।।৪৫।।
মধুমত্তা মহানৃত্যা ভূতপ্রমথ সঙ্গতা।
মধ্যভাগা মহারামা ধান্যদা ধনদায়িনী।।৪৬।।
বস্ত্রদা মণিরাজ্যাদি প্রজাবিষয়বর্দ্ধিকা।
মুক্তিদা সর্বদা চণ্ডী মহাবিপদিরক্ষিকা।।৪৭।।
ইমাঞ্চ চণ্ডীং পঠতি মনুষ্যঃ
শৃণোতি ভক্ত্যা পরমং শিবস্য।
চণ্ডীং ধরণ্যামতি পুণ্যযুক্তাং
ভক্ত্যাবগচ্ছেদ্ বরমন্দিরং শুভম্।।৪৮।।
যো যস্মনোরথং দুর্গে করোতি ধরণীতলে।

রুদ্রচণ্ডী প্রসাদেন কিং ন সিধ্যতি তস্য বৈ।।৪৯।।
রুদ্রধ্যেয়া রুদ্ররূপা রুদ্রাণী রুদ্রবল্লভা।
রুদ্রভক্তা রুদ্রপূতা রুদ্রভূষা সমন্বিতা।।৫০।।
শিবচণ্ডী মহাচণ্ডী শিবপ্রীতিগণান্বিতা।
ভৈরবী পরমা বিদ্যা মহাবিদ্যা বিনোদিনী।।৫১।।
সুন্দরী পরমা পূজ্যা মহাত্রিপুরসুন্দরী।
গুহ্যকালী ভদ্রকালী মহাকালী বিমর্দ্দিনী।।৫২।।
কৃষ্ণা কৃষ্ণস্বরূপা সা জনসংমোহকারিণী।
অতিতন্দ্রা মহালজ্জা সর্বমঙ্গলদায়িকা।।৫৩।।
ঘোরতন্দ্রা ভীমরূপা ভীমাদেবী মনোহরা।
ব্যাল-ব্যালগণাসিদ্ধিদায়িকা সর্ব্বদা শিবা।।৫৪।।
স্মৃতিরূপা কীর্ত্তিরূপা বুদ্ধিরূপা মনোহরা।
বিষ্ণুপ্রিয়া শক্রপূজ্যা যোগীন্দ্রৈরপি সেবিতা।।৫৫।।
মহাভয়ানকা দেবী ভবদুঃখবিনাশিনী।
চণ্ডিকা শক্তিহস্তা চ কৌমারী সর্বকামদা।।৫৬।।
বারাহী চ বরাহস্য ইন্দ্রাণী শক্রপূজিতা।
মাহেশ্বরী মহেশস্য মহেশ গণভূষিতা।।৫৭।।
চামুণ্ডা নারসিংহী চ নৃসিংহী শক্রনাশিনী।
সর্বশত্রুপ্রশমনী সর্ব্বারোগ্যপ্রদায়িনী।।৫৮।।
নৈব দুঃখভয়ং কিঞ্চিৎ পাঠাদ্বা শ্রবণাদ্ যতঃ।
গুহ্যমেকং প্রবক্ষ্যামি নৈব জানন্তি কেচন।।৫৯।।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বরারোহে ত্বয়ৈবাপি ন জায়তে।
ইতি সত্যং মহেশানি সত্যং সত্যং বদাম্যহম্।।৬০।।
নৈব দুঃখং নৈব শোকং নৈব রোগভয়ং তথা।
আরোগ্যং মঙ্গলং নিত্যং করোতি শুভমঙ্গলম্।।৬১।।
মহেশানি বরারোহে ব্রবীমি সত্যমুত্তমম্।

অভক্তায় ন দাতব্যং মম প্রাণাধিকং শুভম্।।৬২।।
মম ভক্তায় শান্তায় শিববিষ্ণুপ্রিয়ায় চ।
দদ্যাৎ কদাচিদ্দেবেশি সত্যং সত্যং মহেশ্বরি।।৬৩।।
অনন্ত ফলমাপ্নোতি শিবচণ্ডী প্রসাদতঃ।
অশ্বমেধ-বাজপেয়-রাজসূয় শতেন বৈ।
তুষ্টাশ্চ পিতরো দেবাস্তথা চ সর্বদেবতাঃ।।৬৪।।
দুর্গায়াং মৃণ্ময়ীজ্ঞানং রুদ্রযামলপুস্তকম্।
মন্ত্রমক্ষরসংজ্ঞানং করোতি হি নরাধমঃ।।৬৫।।
অতএব মহামায়ে কিং বক্ষ্যে তব সন্নিধৌ।
লম্বোদরাধিকাশ্চণ্ডীপঠনাৎ শ্রবণাৎ যতঃ।।৬৬।।
তত্ত্বমসীতি বাক্যেন মুক্তিমাপ্নোতি দুর্ল্লভাম্।
তথা অস্যাঃ পঠনাদ্দেবি সংসৃতিঃ স্যাৎ সুদুর্ল্লভা।।৬৭।।
সত্যং সত্যং মহেশানি পুনঃ সত্যং ময়োদিতম্।
কপিলা শতদানস্য ফলং যৎ প্রতিবাসরম্।।৬৮।।
তৎফলং লভতে নিত্যং রুদ্রচণ্ডীপ্রসাদতঃ।
অন্যথা নৈব সম্ভাব্যং সত্যং সত্যং বদামি তে।।৬৯।।

।। ইতি শ্রীমদাগমসন্দর্ভে শ্রীমদ্রুদ্রযামলে রুদ্রচণ্ডিকায়াং হরগৌরী সংবাদে ফলরহস্যং নাম উত্তমাবচ্ছেদঃ পটলঃ।।

।। তুরীয়াবচ্ছেদঃ ।।

রুদ্র উবাচ —

পুরাসীদ্দিবি দুর্দ্ধর্ষঃ প্রলম্বো নামতোঽসুরঃ।
ইন্দ্রং নির্জ্জিত্য শক্রত্বং নীতবান্ নিজতেজসা।
ময়া দত্তবরোন্মত্তঃ কালকঙ্কাল-প্রোঙ্কলান্।।১ ।।
সুকালং বিকলং কৌলং নিষ্কালং কালসঞ্চরম্।
প্রতিকালং কার্যকালং হর্ষকালং হলাহলম্।।২ ।।
সংকালং কালকুলকং কালহাট্যং হটাহটম্।
হটৎকালং বৃহৎকালং কালচক্রং কলাকলম্।।৩ ।।
মহাকালং কালরূপং সৈন্যের্দ্বিকোটিসংজ্ঞকম্।
অমারয়ৎ সুরপ্রীত্যৈ বিড়োজা প্রমুখৈঃ স্তুতা।।
দুন্দুভির্বাদয়িত্বা চ ঘণ্টাদ্যৈর্ঘোরিরাবণৈঃ।।৪ ।।
বিড়োজাস্তদ্ভয়াৎ শীঘ্রং ব্রহ্মাদ্যৈরগমৎ ততঃ।
কারণাখ্যজলানাং বৈ উপরিস্থা পরেশ্বরী।।৫ ।।
যত্রাস্তে তাভিঃ সখীভির্নায়িকাদিভিরেব সা।
স্তুতা বহুবিধৈঃ স্তোত্রৈরপৃচ্ছন্ মৃদুবাক্যতঃ।
প্রলম্বং নাশয় শুভে নান্যথা মৃত্যুমেষ্যতি।।৬।।
ইতি স্তুত্বা শিবাং দেবাঃ কথিতং মাতুরগ্রতঃ।
ভব্যা প্রাহ শিবে গচ্ছ প্রলম্বনাশনায় চ ।।৭।।
আজ্ঞাং লব্ধ্বা চ সা দেবী গত্বামরপুরে বরে।
শতৈশ্চ যোগিনীসৈন্যৈর্যুযুধে প্রহরদ্বয়ম্।
মহিষপ্রতিমং তঞ্চ জঘান পরমেশ্বরী।।৮ ।।
ততস্তাভিঃ স্তুতা তত্র চণ্ডিকা বিশ্বরূপিণী।
বরারোহা ভগবতী স্বাশ্রমা সুখিনী শুভা।।৯ ।।
মধুপা মাধবী মাত্রা মিত্রা মিত্রং যশস্বিনী।
মনোভবা মধূন্মত্তা মহিষঘ্নী সুমন্ত্রিণী।।১০।।

ইমাঞ্চ চণ্ডিকাং নিত্যং যঃ পঠেৎ পাঠয়েন্নরঃ।
সর্বতীর্থাবগাহস্য ফলমাপ্নোতি নিশ্চিতম্।।১১।।
যঃ পঠেৎ প্রযতো নিত্যং রুদ্রচণ্ডীমিমাং সুধীঃ।
গাত্রোত্থানে গুরুরগ্রে গুহায়াং গবিধূমতঃ।।১২।।
গোষ্ঠে গৌড়ে গোকুলে বা গোবিন্দাগ্রে গয়োপরি।
গঙ্গায়াং গিরিজাযজ্ঞে গিরিজাপ্রতিপূজনে।
গ্রহণে গো-কোটিদানে যদ্‌যত্তীর্থং মহীতলে।।১৩।।
তস্মাৎ কোটিগুণং পুণ্যং জায়তে শ্রূয়তে যদি।
চণ্ডিকাং রুদ্রবক্‌ত্রারবিন্দবাক্যবিনির্গতাম্।।১৪।।
সত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যমেতন্‌ময়োদিতম্।
রুদ্রচণ্ডীসমং পুণ্যং কিঞ্চিন্নাস্তি ক্ষিতিস্তলে।।১৫।।
নিত্যং যস্তাং স্তবৈরেতৈঃ স্তুয়তে চ সমাহিতঃ।
বাধাজালঞ্চ তস্যাং বা সমস্তাচার এব হি।।১৬।।
মধুকৈটভনৈপাত্যং মহিষাসুর সংহরম্।
পঠন্তি পাঠয়ন্ত্যেব বধং শুম্ভনিশুম্ভয়োঃ।।১৭।।
শ্রোষ্যন্তি নিত্যং যে ভক্ত্যা মাহাত্ম্যং তব চণ্ডিকে।
নবম্যাং কৃষ্ণপক্ষে বা চতুর্দ্দশ্যাং তথৈব চ।।১৮।।
শুক্লাষ্টম্যাং পর্ব্বতো বা ভক্তাশ্চৈবেকচেতসঃ।
ন চৈষাং দুষ্কৃতং কিঞ্চিন্ন দারিদ্র্যং ন চাপদঃ।।১৯।।
ন চ শত্রুভয়ং কিঞ্চিন্ন চৈবেষ্ট বিয়োজনম্।
দস্যুতো রাজতো নৈব ন শস্ত্রানলয়োরপি।
ন জলে নোপসর্গে চ মহামারীভয়ং ন চ।।২০।।
যত্রৈতৎ পঠ্যতে ভক্ত্যা নিত্যমায়তনে মম।
তৎ স্থানং ন বিমোক্ষ্যামি সান্নিধ্যং মম সর্বদা।।২১।।
মহাস্বস্ত্যয়নং পুণ্যং পাপজালবিনাশনম্।
চতুর্ব্বর্গপ্রদং সত্যং তথাক্ষয়দিবঃপ্রদম্।।২২।।

বহ্নিকর্ম্মণি পূজায়াং বলিদানে তথোৎসবে।
মমৈতাং চণ্ডিকাং শ্রুত্বা তৎ সর্ব্বমক্ষয়ং লভেৎ।।২৩।।
যুদ্ধে বীরবরো ভূয়াৎ নির্ভয়ো রিপুসংকুলে।
কল্যাণং লভতে নিত্যং লভতে কুলবর্দ্ধনম্।।২৪।।
শান্তিকর্ম্মণি দুঃস্বপ্নে প্রপঠেন্ মিত্রকর্ম্মণি।
সংঘাতভেদনে চৈব রক্ষোভয়বিনাশনে।।২৫।।
আরোগ্যং শত্রুসংহারেহরণ্যে যানে বনাগ্নিতঃ।
শূন্যে সিংহাদিজন্তূনাং ভয়ে সর্ব্বভয়েহপি চ।।
স্মরেন্নেতৎ পরং গুহ্যং সঙ্কটান্মুচ্যতে নরঃ।।২৬।।
একধা দশধা চৈব শতধা চ সহস্রধা।
অযুতং লক্ষ নিযুতং কোট্যর্ব্বুদ মহার্ব্বুদম্।।২৭।।
পদ্মঞ্চাপি মহাপদ্মং খর্ব্বঞ্চ লঘুখর্ব্বকম্।
হংসঞ্চেব মহাহংসং মহাশংখঞ্চ ধূলকম্।।২৮।।
অক্ষৌহিনী মহাধূলং মহাক্ষৌহিণিকা ক্রমাৎ।
যথাশক্তি যথাবৃত্তি যাবজ্জীবং ভবার্ণবে।
তাবদ্বা জন্মনি দিনং কিয়ৎ কালং কলৌকুলে।।২৯।।
ভবানীত্যুচ্চরণ্ জন্তুর্ভবান্মুচ্যেত নান্যথা।
ভবানীত্যুচ্চরন্ ব্যাজাৎ ন যোনৌ জায়তে জনঃ।।৩০।।
অথানুক্রমিকাং বক্ষ্যে শৃণু দেবি শুচিস্মিতে।
ন্যাসং বিধানং পূজাঞ্চ নত্বা সর্ব্বমুদীরয়েৎ।।৩১।।
আদৌ দ্বিতুর্য্যপঞ্চানাং চত্বারিংশাদ্দ্বিতীয়কে।
অষ্টোত্তরশতং তিস্রোহপ্যষ্টোত্তরশতদ্বয়ম্।।৩২।।
সংখ্যাতমের শ্লোকানাং ময়োক্তং খলু পার্ব্বতি।
গৃহেহপি লিখিতং তিষ্ঠন্নুক্তং ফলমবাপ্নুয়াৎ।।৩৩।।

।।ইত্যাগমসন্দর্ভে রুদ্রযামলে পুষ্পিকাকল্পে তুর্য্যখণ্ডে দুর্গাপ্রীতিবচনে
মাহাত্ম্যং নাম রুদ্রোক্তা রুদ্রচণ্ডী সমাপ্তা।।

রুদ্রচণ্ডীপাঠ-অপরাধ-ক্ষমাপন-স্তোত্র

যদক্ষরং পরিভ্রষ্টং মাত্রাহীনঞ্চ যদ্‌ভবেৎ।
পূর্ণং ভবতু তৎসর্বং তৎ প্রসাদান্মহেশ্বরি।।১।।
ভ্রমেণ পঠিতং যচ্চ শ্লোকং শ্লোকার্দ্ধমেব বা।
তন্মে সম্পূর্ণতাং যাতু প্রসাদাত্তব চণ্ডিকে।।২।।
যন্মাত্রা-বিন্দু-বিন্দুদ্বিতয়-পদ-পদদ্বন্দ্ব বর্ণাদিহীনম্‌
ভক্ত্যাভক্ত্যানুপূর্বং প্রসভকৃতিবশাদ্‌ ব্যক্তমব্যক্তমম্ব।
মোহাদজ্ঞানতো বা পঠিতমপঠিতং সাম্প্রতং তে স্তবেহস্মিন্‌।
তৎ সর্বং সাঙ্গমাস্তাং ভগবতি বরদে ত্বৎ প্রসাদাৎ প্রসীদ।।৩।।
প্রসীদ ভগবত্যম্ব প্রসীদ ভক্তবৎসলে।
প্রসাদং কুরুমে দেবি, চণ্ডিকে দেবি নমোহস্তুতে।।৪।।

।। ওঁ তৎ সৎ।।